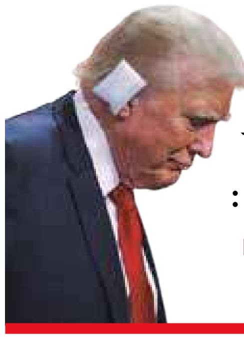

ভগবান রক্ষা করেছেন : ট্রাম্প

নয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৪ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 20 July 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 63

# মৃত বেড়ে ১০৫

বিদ্রোহের আগুনে অগ্নিগর্ভ ঢাকার রাজপথ।

## অরাজক বাংলাদেশ

- শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি
- নরসিংদিতে জেল ভেঙেছেন বিক্ষোভকারীরা
- শতাধিক বন্দি পালিয়ে গিয়েছে
- মহম্মদপুর, মীরপুরে বাইক, পুলিশের গাড়িতে আগুন
- রাজধানীর বেশকিছু এলাকায় বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ
- দেশের বাকি অংশের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ
- বন্ধ মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেসও
- গোটা দেশে স্তব্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

# সারা দেশে কার্ফিউ, সেনাবাহিনীকে তলব

**এএইচ ঋদ্ধিমান**

**ঢাকা, ১৯ জুলাই :** বাংলাদেশ যেন বধ্যভূমি। পুলিশ ও পড়ুয়াদের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে হল ১০৫। বিভিন্ন হাসপাতালের রেকর্ডের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে এই খবর দেয় সংবাদ সংস্থা এএফপি। ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধু ঢাকায় শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনকারীদের ডাকা দেশজুড়ে কমপ্লিট শাটডাউনের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের সমস্ত জেলাই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে।

শেষপর্যন্ত সারা বাংলাদেশে কার্ফিউ জারি করেছে শেখ হাসিনার সরকার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে ডাকা হলেও গোটা বাংলাদেশে হিংসা ছড়িয়েছে। বিক্ষোভকারীরা এবার প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবি তুলছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব নইমুল ইসলাম এএফপিকে জানিয়েছেন, 'সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে কার্ফিউ জারি ও সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তাছাড়া আজকের জন্য আগেই ঢাকায় সমস্ত রকম মিছিল ও জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে।'

ঢাকায় হেলিকপ্টার থেকে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার খবর মিলেছে। নজরদারি চালানো হচ্ছে ড্রোনের সাহায্যে। দেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আবার পড়ুয়াদের আন্দোলন ছেড়ে আলোচনার টেবিলে আসার আহ্বান জানান। তিনি জানান, 'সরকার ছাত্রদের শুভবুদ্ধি উদয়ের অপেক্ষায় রয়েছে।' কিন্তু পড়ুয়ারা আবারও সরকারের ডাককে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুক্রবার ঢাকায় এক মিছিলে শামিল হয়ে জখম হওয়ার পর সারওয়ার তুষার নামে এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'আমরা অনতিবিলম্বে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করছি। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরকারই দায়ী।'

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখার পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের প্রতিবাদের ওপর এই দমনপীড়নকে 'মর্মান্তিক ও অবাঞ্ছিত' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে আরও উত্তপ্ত হচ্ছে। শুক্রবার মধ্য বাংলাদেশের নরসিংদিতে জেল ভেঙে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সেই সুযোগে পালিয়ে যায় শতাধিক বন্দি। পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'বিক্ষোভকারীরা জেলে আগুন লাগিয়ে দেন। আমি জানি না, ঠিক কতজন পালিয়েছে। তবে সংখ্যাটা কয়েকশো হবেই।'

মহম্মদপুর, মীরপুরে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। মহম্মদপুর এলাকায় দমকলের দুটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। মীরপুর ১০ নম্বরে অন্তত ৫টি বাইকে আগুন লাগানো হয়। *এরপর বারোর পাতায়*

# বাংলাদেশ ছাড়ছেন ভিনদেশের পড়ুয়ারা

**সজল দে**

**চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ জুলাই :** ছাত্র আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশ উত্তাল। সেখানকার সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা করেছে। পরিস্থিতির জেরে ভিনদেশের পড়ুয়ারা বাংলাদেশ ছাড়ছেন। বাংলাদেশের রংপুর মেডিকেল কলেজের ৩৩ জন ডাক্তারি পড়ুয়া শুক্রবার সকালে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢোকেন। এই পড়ুয়াদের সিংহভাগ নেপাল ও ভুটানের। ভারতেরও বেশ কয়েকজন আছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা কিছু বলতে চাননি। তবে নেপালের বাসিন্দা ডাক্তারি পড়ুয়া রাহুল রাই, বিপিন মেহতা, ভুটানের তাসি লাদান, সোনম চফেল, কাশ্মীরের মিনজা ওহায়েদ, ভাগলপুরের সামরিন নাজেররা যে প্রচণ্ড আতঙ্কিত তা তাঁদের হাবেভাবেই পরিষ্কার ছিল।

চেকপোস্ট সূত্রে খবর, শনিবার ১০০-রও বেশি ডাক্তারি পড়ুয়া এই চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢুকবেন। তাছাড়া, শুধুমাত্র নেপাল বা ভুটান নয়, রংপুর মেডিকেল কলেজে পাঠরত মালদ্বীপ ও মালয়েশিয়ারও কয়েকজন ডাক্তারি পড়ুয়ার ভারতে আসার সম্ভাবনা। এদিন সকালে ভারতে ঢোকা পড়ুয়াদের সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে ঢাকায় আন্দোলনের যা পরিস্থিতি তাতে ঢাকা বিমানবন্দর হয়ে মালয়েশিয়া বা মালদ্বীপ যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা ঝুঁকি আছে। তাছাড়া মালদ্বীপ ও মালয়েশিয়ার বাসিন্দাদের ভারতে আসার জন্য ভিসার দরকার হয় না। তাই রংপুর মেডিকেল কলেজে পড়া মালদ্বীপ ও মালয়েশিয়ার ডাক্তারি পড়ুয়ারা ভারতে ঢুকে পরে ট্রানজিট ভিসা করে দেশে ফিরবেন বলে ঠিক করেছেন। ডাক্তারি পড়ুয়াদের পাশাপাশি এদিন মোট ২২৫ জন এই চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢোকেন।

অন্যান্য সময় ভারত থেকে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার *এরপর বারোর পাতায়*

## বিদায় বীর সন্তানকে

শুক্রবার লেবংয়ে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সেনা অফিসার ব্রিজেশ থাপার। চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানালেন বাবা ভুবনেশ ও মা নীলিমা থাপা। তাঁদের মতোই কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রতিবেশী কয়েকশো মানুষ। গর্বিত শহিদ-পিতা বলছেন, 'ভারতীয় সেনার আত্মত্যাগের কোনও তুলনা হয় না। আমার ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আমি গর্বিত।'

*বিস্তারিত তিনের পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

# শুভেন্দু নতুন কথা বলেননি, মেরুকরণের বীজ মজুতই

**গৌতম সরকার**

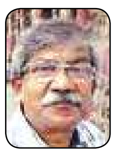

চারপাশে কত ঘটনা। বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় যেন নিশ্চিত। তাতে আবার আমেরিকানদের উল্লেখযোগ্য অংশের হতাশা স্পষ্ট। সেদিন এক মার্কিন নাগরিক বলছিলেন, প্রেসিডেন্ট পদে লড়াইটা দাঁড়িয়েছে অথর্ব বনাম বাটপাড়ের। তাঁর ভাষায়, তবুও ভোট দিতে হবে। ট্রাম্প বলেছেন, জিতলে গণতান্ত্রিক আমেরিকায় তিনি একদিনের জন্য হলেও 'ডিক্টেটর' হবেন। কী ভয়ানক! গণতন্ত্রের মোড়কে স্বৈরাচারের বীজ। অভিবাসী বিরোধিতার পিছনে মৌলবাদ।

দেশে দেশে তাই। ফ্রান্সের সদ্য নির্বাচনে মধ্যপন্থী ও বামেরা নির্বাচনি সমঝোতা করে আসনের হিসেবে এগিয়ে আছে শুধু। প্রাপ্ত ভোটের হারে এগিয়ে অতি দক্ষিণপন্থীরাই (৩৫ শতাংশ)। যাদের কাছে গণতন্ত্র শুধুই মোড়ক। বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের মূল সুরের যথার্থতা অস্বীকার করা যাবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের সংরক্ষণ নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু তাঁদের বংশধরদের জন্য কেন? কিন্তু সেই দাবি আদায়ের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এখন অরাজকতা।

লাশের পর লাশ। বাংলাদেশ কার্যত স্তব্ধ। আইনশৃঙ্খলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। শেখ হাসিনার সরকার আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে বৈকি। কিন্তু গণতন্ত্রের খোলসটার পিছনে একনায়কতন্ত্রী মনোভাব দেশের তরুণ প্রজন্মকে জেদি করে তোলায় সুযোগ পেয়ে গিয়েছে জামাত সহ বিভিন্ন মৌলবাদী শক্তি। আন্দোলনে ঢুকে পড়ে পিছন থেকে রাশ এখন কিছুটা তারাই ধরে নিয়েছে। সরকারের আলোচনা প্রস্তাবে তাই সাড়া মিলল না এখনও।

মৌলবাদ মানেই ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচারের আঁতুড়। যে আঁতুড় বরাবরই বাংলাদেশে ছিল। *এরপর বারোর পাতায়*

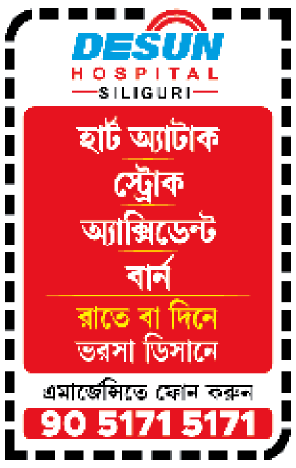


## বহালতবিয়তেই দখলদাররা

# গজলডোবায় লোকদেখানো অভিযান

ভাঙা হয়েছে প্রাচীর। দাঁড়িয়ে রয়েছে ভবন। যা নিয়ে বিতর্ক।

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** জমি কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই চাপে পড়ে লোকদেখানো অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। কারও বাগানবাড়ির সিঁড়ি, কোনও রিসর্টের সীমানা প্রাচীরের কিছুটা অংশ ভেঙেই দায় সেরেছে। কোথাও বুলডোজারের ছোঁয়া লাগেনি মূল নির্মাণ বা বহুতলে। গজলডোবায় সরকারি জমি দখল করে তৈরি সেইসব রিসর্ট, বাগানবাড়িতে এখনও বহালতবিয়তে রয়েছেন দখলদাররা। বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে কেন গড়িমসি করছে প্রশাসন সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

বেআইনি রিসর্ট, বাগানবাড়ি বা অন্য দখলদারদের কায়দা করে সুবিধা করে দিতেই কি তাহলে তলে তলে গোপন কোনও পরিকল্পনা হচ্ছে? গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের বক্তব্য, 'প্রশাসন তাদের মতো করে পদক্ষেপ করবে। এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনের ব্যাপার।'

জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুখেন রায় কেউই কোনও কথা বলতে চাননি। গজলডোবা শুনেই এড়িয়ে গিয়েছেন জেলা প্রশাসনের বড় কর্তারা। সূত্রের খবর, কয়েকদিন আগে কলকাতার এক অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিলেন বেআইনি রিসর্ট মালিক ও জমি মাফিয়াদের কয়েকজন। সেই মন্ত্রী কলকাঠি নাড়তেই থামকে গিয়েছে বুলডোজার।

দু'দিন আগেই গজলডোবায় দ্বিতীয় দফায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বুলডোজার নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন প্রশাসনের কর্তারা। কয়েকটি রিসর্ট, বাগানবাড়ি সহ দখল করে রাখা আঠারোটি সরকারি জমির সীমানা প্রাচীরের খানিকটা অংশ ভেঙে দেওয়া হয়। তবে কোনও জমি নিজেদের হেপাজতে নেয়নি প্রশাসন। মিলনপল্লি থানার কাছেই রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রয়াত তৃণমূল কাউন্সিলার কৃষ্ণ পালের রিসর্ট। সরকারি জমিতে তৈরি সেই রিসর্টের গেট সহ সীমানা প্রাচীরের খানিকটা ভেঙে দিলেও এদিন খোলাই ছিল রিসর্ট। সেখানে বাইক নিয়ে আনাগোনা দেখা যায় তরুণ-তরুণীদের। রিসর্টের রিসেপশনে হাতে তিনটি ফোন নিয়ে বসেছিলেন উত্তম সরকার। নিজেকে রিসর্টের কর্মী পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের মালিক বলেছে খোলা থাকবে। তাই খোলা রেখেছি।'

কৃষ্ণ পালের রিসর্টের উলটোদিকেই বেশ কয়েক বিঘা জমির উপর থাকা একটি বিলাসবহুল বাগানবাড়ির সদর দরজাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সেই বাগানবাড়িতে রয়েছেন কেয়ারটেকার ভজনচন্দ্র দাস। তালমার বাহাদুর কলোনির বাসিন্দা ভজনের কথা, 'মালিক তো প্রায় প্রতিদিন আসছেন। সবই ঠিক আছে। শুধু গেটটা ভেঙে দেওয়ায় রাতে পুকুরের মাছ, খামারের মুরগি চুরির ভয় থাকছে।' ভজনের বক্তব্য, ওই বাগানবাড়ির মালিক শিলিগুড়ির বাসিন্দা সুকুমার দাস। তবে সুকুমারের দাবি তিনি নন, আসল মালিক শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের বাসিন্দা দীপালি পাল। তাঁরা যে সরকারি জমি দখল করেছেন তা স্বীকার করে নিয়েছেন সুকুমার। তাঁর বক্তব্য, 'ওই এলাকায় কারও জমির রেজিস্ট্রেশন নেই। সবাই দখল করেছে।' সূত্রের খবর, ওই বিলাসবহুল রিসর্ট তৈরির পেছনে শিলিগুড়ি এক প্রভাবশালী নেতার যোগ রয়েছে।

তৃণমূল ঘনিষ্ঠ শিলিগুড়ি বিধান রোড ব্যবসায়ী সমিতির নেতা সুব্রত সাহার রিসর্টে কার্যত বুড়ি ছোঁয়া দিয়েছে বুলডোজার। ওই এলাকার সবথেকে বিলাসবহুল রিসর্ট তৈরি করছেন সুব্রত। রিসর্টের গেটে থাকা একটি সুদৃশ্য কংক্রিটের হাতি এবং সীমানা প্রাচীরের সামান্য অংশই ভাঙা হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, ওইটুকু ভাঙা, না ভাঙা কার্যত সমান। এদিন ভেতর থেকে রিসর্টের গেট বন্ধ ছিল। আর ভেতরে বেশকিছু লোকজনের উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন তরুণ রিসর্টে নিয়মিত থাকছেন। *এরপর বারোর পাতায়*

# শাড়ির বিনিময়ে ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে সই

## চক্রান্তের অভিযোগে বিক্ষোভ মহিলাদের

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন পাথরঘাটার কংগ্রেস নেতা অতীন বর্মন। গ্রামের শ-খানেক মহিলা শাড়ি পাওয়ার আশায় ভিড় জমিয়েছিলেন সেখানে। শাড়ি দেওয়া হল বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে সই করিয়ে নেওয়া হল ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে। ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটায়।

গ্রামের গরিব মহিলারা শাড়ি পাওয়ার আশায় সই অথবা টিপসই দিয়ে বাড়িও চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সই করিয়ে নেওয়ার রহস্য মাথায় ঢুকতেই টনক নড়ে তাঁদের। বৃহস্পতিবার রাতে অতীনের বাড়িতে এসে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তাঁরা। অতীন কংগ্রেসের পাথরঘাটা অঞ্চল সভাপতি। অভিযোগ, কোনও অসৎ কার্যসিদ্ধি করতেই ছক কষে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এর পিছনে র‍্যাশন মাফিয়া বিমল রায়ের হাত দেখছেন স্থানীয়রা। খোদ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ঘনশ্যাম রায় বলছেন, 'অতীন বর্মনের বাড়িতে মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান করা হয়েছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। অতীনের তো অত সামর্থ্য নেই, তাই কিছু শাড়ির জন্য বিমল রায়কে বলেছিলেন। বিমলদা কাউকে বিশ্বাস করেন না। শাড়িগুলি স্থানীয় লোকজনই পাচ্ছে কি না সেটা নিয়ে নিশ্চিত হতেই হয়তো উনি সই নিতে বলেছিলেন। এর বেশি কিছু আমি জানি না।'

বিমলকে ফোনে ধরা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না বলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

খাপরাইল রোডে হিমুল ডেয়ারি পেরিয়ে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগরুজোত এলাকা। এখানেই বসবাস করেন অতীন। তিনি বাড়িতে একটি মন্দির বানিয়েছেন। গত মঙ্গলবার সেই মন্দিরের উদ্বোধন হয়। অতীনের দাবি, সেখানে তিনি নিজের খরচে ২৫০টি শাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কেউ কেউ দুটো শাড়ি নিয়ে গিয়েছেন। ফলে ১৯২ জনকে শাড়ি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শাড়ি দেওয়ার জন্য সই নেওয়া হল কেন? তাও আবার ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে! অতীনের দাবি, 'শুধু হিসাব রাখার জন্য। আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।'

গরিব মহিলারা শাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে সই নেওয়ার কথা বলেন। একজন, দুজন হতে হতে সই নেওয়া নিয়ে গোটা গ্রামের প্রচুর মানুষ একত্রিত হন। বিষয়টি যে অন্যায়, তা কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা অতীনের বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। শাড়ি দিয়ে সই নেওয়া হল কেন সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। কিন্তু অতীন কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি বলে অভিযোগ।

শুক্রবার এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গিয়েছে, তাঁরা সই করে শাড়ি নিয়ে এখন বিপাকে পড়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক মহিলা বললেন, 'জঘন্য শাড়ি দিয়েছে, পরাই যাবে না। *এরপর বারোর পাতায়*

### হইচই

- কংগ্রেস নেতার বাড়িতে বস্ত্রদান কর্মসূচি
- গ্রামের শ দুয়েক মহিলা এসে সেখান থেকে শাড়ি নেন
- শাড়ির বিনিময়ে ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে সই নেওয়া হয় তাঁদের থেকে
- এলাকার এক প্রভাবশালীর ইচ্ছায় সই নেওয়া হয়েছে

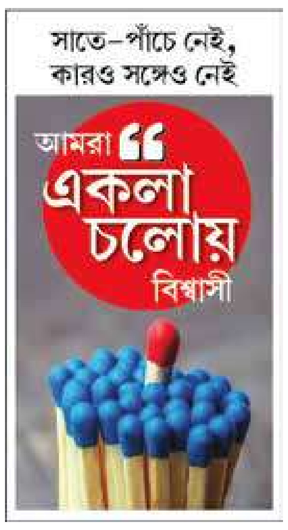


# মাইক্রোসফট বিভ্রাটে বিপর্যস্ত বিশ্ব

**নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুলাই :** কম্পিউটার, ল্যাপটপ খুললেই নীল হয়ে যাচ্ছে মনিটরের স্ক্রিন। তাতে ফুটে উঠছে 'ইয়োর ডিভাইস র‍্যান ইনটু আ প্রবলেম অ্যান্ড নিডস টু রিস্টার্ট' লেখা। কিন্তু সেই নির্দেশ মেনে রিস্টার্ট দিলে ফের সেই বিভ্রাট। আবার স্ক্রিনের রং নীল। সঙ্গে একই মেসেজ। শুক্রবার বিশ্বজুড়ে এমনই অভিজ্ঞতা হল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের।

মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ১০-এ গোলমালের কারণে এই বিপত্তি। যার প্রভাব পড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে ব্যাংক ও উড়ান পরিষেবা। প্রভাবিত হয় বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার। ব্যাহত হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজকর্মও। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের মতে, উইন্ডোজ ১০-এর এই সমস্যার নাম 'ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ'। সমস্যাটি স্বীকার করেছে মাইক্রোসফট। সন্ধ্যায় সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে সংস্থার তরফে দাবি করা হয়। তবে 'অফিস ৩৬৫' অ্যাপ এবং অন্য পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। সাইবার হামলার সম্ভাবনা উসকে উঠলেও তা অস্বীকার করেছে সংস্থাটি।

সমাজমাধ্যমে এই মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটি জানিয়েছে, 'ক্রাউডস্ট্রাইক আপডেট'-এর কারণে এই সমস্যা। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের দেশগুলির পাশাপাশি ভারতে মাইক্রোসফট সমস্যার গভীর প্রভাব পড়েছে। ভারত ছাড়া অন্য দেশগুলিতে সরকারি দপ্তরের কাজকর্মও মুখ থুবড়ে পড়ে। কিছু বেসরকারি সংস্থাও ক্ষতির মুখে পড়ে। ব্যাহত হয়েছে ব্যাংক পরিষেবা এবং বিমান চলাচল। পৃথিবীজুড়ে প্রচুর বিমান নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলেছে। বাতিল উড়ানের তালিকাও ছিল দীর্ঘ। ভোগান্তি বাড়ে লক্ষ লক্ষ বিমানযাত্রীর।

বাংলার দুটি প্রধান বিমানবন্দর কলকাতা ও বাগডোগরায় প্রায় সমস্ত সংস্থার বিমান এক থেকে দেড় ঘণ্টা দেরিতে চলেছে। হাতে লিখে বোর্ডিং পাস দিতে হয়েছে। হায়দরাবাদ থেকে কলকাতাগামী একটি বিমানের এক যাত্রীর সেরকম হাতে লেখা বোর্ডিং পাস ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। ব্রেকজার্নির ক্ষেত্রে বোর্ডিং পাস দেওয়াই যায়নি। ফলে মাঝপথে যাঁদের বিমান বদলাতে হয়েছে, তাঁরা চরম হয়রানির শিকার হয়েছেন।

ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, আকসার মতো বিমান সংস্থার পোস্টে এই বিভ্রাটের স্বীকৃতি মিলেছে। শেয়ার ট্রেডিং করতে গিয়েও নাজেহাল হয়েছেন লগ্নিকারীরা। ব্যাংকের পরিষেবা পেতে হয়রান হন উপভোক্তারা। সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা ক্রাউডস্ট্রাইক-এর সিইও অবশ্য জানিয়েছেন, মাইক্রোসফটের সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। তারপরেও অবশ্য ভারত সহ বহু দেশে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ পরিষেবায় সমস্যার অভিযোগ উঠেছে।

এই সমস্যার জেরে শুক্রবার হুহু করে পড়েছে মাইক্রোসফটের শেয়ার দর। দিনের শেষে পতনের হার সাড়ে ৩ শতাংশের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে। মাইক্রোসফটের বিড়ম্বনা বেড়েছে সামাজিকমাধ্যমে মিমের বান ডাকায়। তেমনই একটি ভারতীয় মিম শেয়ার করেছেন এক্স কর্তা এলন মাস্ক। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিরাট মাঠে জড়ো হওয়া ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ছবির একাধিক জায়গায় মাইক্রোসফটের নীল স্ক্রিনের ছবি। একজন আধশোয়া অবস্থায় আয়েশ করে ধূমপান করতে করতে জনতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর গায়ে এক্স-এর লোগো। ইঙ্গিত স্পষ্ট, মাইক্রোসফট যখন পরিষেবা দিতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন বহালতবিয়তে কাজ করে চলেছে এক্স।

উইন্ডোজ আপগ্রেডেশনের জন্য অচল সফটওয়্যার। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে যাত্রীরা। শুক্রবার। -পিটিআই

## পুজোয় টানা বুকিং, অক্সিজেন পাচ্ছে পাশাবং, বুড়িখোলার পর্যটন

# নজরে অফবিট ডেস্টিনেশন

বিদেশ বসু

**মালবাজার, ১৯ জুলাই :** এবার পুজোয় বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অফবিট নতুন ডেস্টিনেশনগুলির প্রতি পর্যটকদের ঝোঁক বাড়ছে। কালিম্পং জেলার নতুন অফবিট ডেস্টিনেশন পাশাবং। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এক নদী বয়ে চলেছে। তার নাম গীতখোলা। আশপাশে দেখা যায় পাহাড়। মাঝখানে যেন পাশাবং লুকিয়ে রয়েছে। এই পাশাবংকে ঘিরে এবার রোশন রাইদের মতো তরুণরা স্বপ্নের জাল বুনছেন। কার্যত এবার প্রথম সেখানে পুজোর সিজনের বুকিং চলছে। ইতিমধ্যে বুকিং অনেকটা শেষ। পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর অন্যতম কর্মকর্তা তথা রাজ বসুর কথায়, 'সর্বত্রই হোমস্টের বিকাশ ঘটছে। সরকারের তরফে যথেষ্ট সহযোগিতা করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের এলাকায় জীবিকার পথ খুঁজে পাচ্ছে। এটা বড় পাওনা।'

*কালিম্পং জেলার নতুন অফবিট ডেস্টিনেশন পাশাবং ও বুড়িখোলা।*

করোনাকাল পেরিয়ে পর্যটন এলাকাগুলি অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে অফবিট ডেস্টিনেশনগুলি চাহিদা অনেকটা বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অফবিট ডেস্টিনেশনগুলিতে পুজোর বুকিংয়ের খোঁজখবর অনেকদিন ধরে চলছে। কয়েকটি স্থান ইতিমধ্যে বুকিং হয়ে গিয়েছে। পাশাবং পর্যটন এলাকার হোমস্টের সঙ্গে যুক্ত রোশন রাই বলেন, 'আমাদের এলাকায় পুজোর টানা বুকিং রয়েছে। অনেক পর্যটক নিত্যনতুন এলাকার খোঁজ করছেন। তাঁরা এখানে এসে খুশি। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকে বুড়িখোলা এলাকা রয়েছে। এখানে হোমস্টে রয়েছে। নতুন হোমস্টেতে ১০-১৫ জন থাকার বন্দোবস্ত আছে। জায়গাটি পাহাড়, নদী, চা বাগান, বনাঞ্চলের অভিনব মিশেল। মাল শহর থেকে সোনগাছি চা বাগানের নাকাটি ডিভিশন পেরিয়ে বুড়িখোলা বনগ্রামে পৌঁছে যাওয়া যায়। নতুন পর্যটন স্থান হিসেবে ইতিমধ্যে বুড়িখোলা ডানা মেলতে শুরু করেছে। এখানকার এক পর্যটন ব্যবসায়ী দীপ মণ্ডলের কথায়, 'ইতিমধ্যে ১০০ শতাংশ বুকিং হয়ে গিয়েছে।'

গরুবাথানে চেল নদীর ধারে মায়ালু গ্রাম অবস্থিত। ছবির মতো গ্রামটিতে ইতিমধ্যে কয়েকটি হোমস্টে তৈরি হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় তরুণ দীপ রাই জানান, এখনও পর্যটক টানতে পুরোপুরি প্রচার সেরে উঠতে পারিনি। তবে পর্যটকরা এখন থেকেই আসছেন। ভালো সাড়া পাচ্ছি। চেল নদীর ধারে অনিল ভুজেল এবারই প্রথম হোমস্টে চালু করেছেন। অনিলের বক্তব্য, 'অক্টোবর মাসের প্রথম থেকে ভালো বুকিং রয়েছে।' গরুবাথান পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি ওয়ানদেন মোলামো জানান, 'বৃষ্টিতে পাহাড়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। যদিও বর্ষার মরশুম উপভোগ্য। বৃষ্টির পরে পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ পাহাড়ের প্রতি থাকে। এবারও রয়েছে।' ডুয়ার্স এবং পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ী রাজেন প্রধান জানান, মানুষ এখন নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে পছন্দ করছেন। তাই অফবিট পর্যটনকেন্দ্রগুলির দিকে তাঁদের নজর বেশি।

### নতুনে ঝোঁক

- করোনাকাল পেরিয়ে পর্যটন এলাকাগুলি অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে
- এক্ষেত্রে অফবিট ডেস্টিনেশনগুলি চাহিদা অনেকটা বেশি
- অফবিট ডেস্টিনেশনগুলিতে পুজোর বুকিংয়ের খোঁজখবর অনেকদিন ধরে চলছে
- কয়েকটি স্থান ইতিমধ্যে বুকিং হয়ে গিয়েছে
- কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকে বুড়িখোলা এলাকা রয়েছে
- জায়গাটি পাহাড়, নদী, চা বাগান, বনাঞ্চলের অভিনব মিশেল

# বেড়ানোর নয়া ঠিকানা দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা

**আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই :** জয়ন্তী থেকে মহাকাল পর্যন্ত রোপওয়ে চালু হলে উত্তরের ধর্মীয় পর্যটনের বিকাশ ঘটবে। অন্যদিকে, চা পাতা তোলা থেকে কারখানায় কীভাবে তা প্রসেসিং হয়, সেটা দেখতেও আগ্রহী অনেক পর্যটক। এই সুযোগগুলো করে দিতে হবে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনজাতিদের সংস্কৃতি, খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্পকে একছাতার তলায় আনলে সেটাও পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলা

### আলিপুরদুয়ার

প্রশাসনের ডাকে ট্যুরিস্ট স্পট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এরকম অনেক প্রস্তাব দিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। জেলা শাসক আর বিমলা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জেলায় পর্যটনের বিকাশে পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নানা পরামর্শ শোনা হয়েছে। জেলার পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে জেলা প্রশাসন নানা পদক্ষেপ করবে।'

রাজাভাতখাওয়ায় একটি বাটারফ্লাই পার্ক, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ইতিমধ্যে রয়েছে। সেখানে যদি একটা মিনি জু করা যায়, তাহলে পর্যটনের ক্ষেত্রে জেলার গুরুত্ব আরও বাড়তে পারে। সাউথ খয়েরবাড়ি, কুঞ্জনগর ইকো পার্কের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এছাড়া, কালকূট, চেকো, পোরোতে স্থানীয় জনজাতির বাসিন্দাদের হাতের তৈরি বিভিন্ন কুটিরশিল্পকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হলে শিল্পীরাও তাঁদের উৎপাদিত বাঁশের তৈরি হস্তশিল্প বিক্রির একটা বাজার পাবেন। হাতিপোঁতা, সিকিয়াঝোরায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে পর্যটকরা সেখানেও ভিড় করবেন। এদিন কালচিনি ব্লক প্রশাসনের তরফে কালচিনির বনছায়া মডেল ভিলেজকে কেন্দ্র করে পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। একদিকে চা বাগান, তার পাশে পাহাড়ের সৌন্দর্যের টানে পর্যটকদের ভিড় যে বছরভর লেগে থাকবে, সেই আশার কথা শোনালেন তাঁরা। জেলা শাসক বলেন, 'পরিকাঠামোর উন্নয়নে জেলা প্রশাসন সবরকমভাবে সহযোগিতা করছে।' সেখানকার মেন্দাবাড়ির রাভাবস্তি, পোরোকে কেন্দ্র করেও পর্যটনের বিকাশ ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পবন পুরোহিত বলেন, 'জয়ন্তীতে রোপওয়ে চালু হলে ধর্মীয় পর্যটনের আমূল বদল ঘটতে পারে। জেলা শাসক আমাদের প্রস্তাব গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন।'

# পর্যটনে ধাক্কা দিচ্ছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

**আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই :** আলিপুরদুয়ারে পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে বড় সমস্যা বিদ্যুৎ পরিষেবা। গরমকাল এলে জলদাপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে চিলাপাতার জঙ্গলে হোমস্টে, রিসর্ট মালিকদের মাথাব্যথার কারণ একটাই লো ভোল্টেজ। বিদ্যুৎ পরিষেবা খারাপ হওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেনারেটর চালিয়ে সবকিছু সামাল দিতে গিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে আয়ের চেয়ে খরচের বোঝা বেড়ে যায়। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার পর্যটন বিকাশ নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে বন দপ্তরের আধিকারিক, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন জেলা শাসক আর বিমলা।

### প্রশাসনের বৈঠক

এদিনের ওই বৈঠকে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পরামর্শ ও সমস্যার কথা জেলা শাসক জানতে চান। সেখানে উপস্থিত জলদাপাড়া রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস রাউত বলেন, 'গত দু'মাস ধরে টানা লোডশেডিংয়ের ফলে শিসামারা জলদাপাড়া, শালকুমার এলাকার ২০টির বেশি হোমস্টে-তে লোডশেডিং, লো ভোল্টেজে জেরবার অবস্থা। বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়ন না হলে পর্যটন ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। প্রতিদিন লো ভোল্টেজের জন্য প্রায় ২০০০ টাকার জ্বালানি তেল পোড়াতে হয়।' দেবাশিস ছাড়াও এদিন চিলাপাতার পর্যটন ব্যবসায়ীও বিষয়টি জেলা শাসকের নজরে তুলে ধরেন। জেলা শাসক বলেন, 'আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে শীঘ্রই বৈঠক করে এব্যাপারে পদক্ষেপ করতে বলব। আশাকরি, সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে।'

এদিন পর্যটন ব্যবসায়ীরা জলদাপাড়ায় শালকুমারের দিকের গেটকে জলদাপাড়া-২ নামকরণ করার আর্জি জানান। সেখানে গাড়ি পার্কিংয়ের সমস্যা থাকায় কোনও পরিকাঠামো না গড়ে বন দপ্তরের জায়গায় গাড়ি পার্কিংয়ের জোন করার দাবি জানান পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

বৈঠকে পর্যটন ব্যবসায়ীরা জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, চিলাপাতা সহ বিভিন্ন এলাকায় ভিনরাজ্যের মতো আধুনিকমানের শৌচাগার গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। জেলার বিভিন্ন জনজাতির শিল্পকলা তুলে ধরা, জনজাতির খাবার পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ডুয়ার্সকে সামাজিক মাধ্যমেও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এক পর্যটন ব্যবসায়ী বলেন, কলকাতা কেন্দ্রিক অধিকাংশ পর্যটকরা ডুয়ার্সে বেড়াতে আসেন, তবে তাদের অনেকের মনে ধারণা ডুয়ার্স মানে শুধু লাটাগুড়ি। আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে থাকা ডুয়ার্সকে ইস্টার্ন ডুয়ার্স বলে প্রচারের আলোয় তুলে ধরে এখানকার পর্যটনকে তুলে ধরতে হবে। সিকিয়াঝোরায় পর্যটকরা এলে দুপুরে খাওয়ার প্রয়োজন হলে কোয়ালিটি খাবারের চাহিদাপূরণ করার পরিকাঠামো সেখানে গড়ে তুলতে হবে।

আগুনে পুড়ে যাওয়া হলং বাংলো পুনরায় তৈরি করার দাবিও জানান এক পর্যটন ব্যবসায়ী। তাঁর যুক্তি হলং বাংলোর নামের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের পর্যটনের নামও জড়িয়ে রয়েছে। হলং বাংলো পর্যটনে ঐতিহ্য বহন করছে। জেলা শাসক বলেন, 'বিষয়টি বন দপ্তর দেখছে।' ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গে ফরেস্ট রিলেটেড পর্যটন। তাই এখানে বন দপ্তর, পর্যটন দপ্তর, জেলা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় রেখেই পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'এখানে গ্রামীণ এলাকার ৬০ শতাংশ রাস্তা ভালো আছে। ৪০ শতাংশ রাস্তা যেখানে পর্যটকদের যাতায়াতের পথ সেগুলির মেরামত করে উন্নয়ন করতে হবে। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে নতুন নতুন স্পটগুলিকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে হবে।'

### আজ টিভিতে

সান বাংলায় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭.৩০টায় **আকাশ কুসুম**।

#### ধারাবাহিক

**জি বাংলা :** বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

**স্টার জলসা :** বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

**কালার্স বাংলা :** বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

**আকাশ আট :** সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

**সান বাংলা :** সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

#### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ প্রেম আমার, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধ্যা ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ আঘাত

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ জামাই ৪২০, বিকেল ৩.৫৫ জামাই বদল, সন্ধ্যা ৭.০০ জোর, রাত ১০.০৫ বাঙালি বাবু

**জি বাংলা সিনেমা :** দুপুর ১২.৩০ নিমকি ফুলকি, দুপুর ২.৫০ অভিমান, বিকেল ৫.৩৫ প্রজাপতি, রাত ৮.৩০ সুন্দর বউ

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ শুভদৃষ্টি

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ আসল নকল, সন্ধ্যা ৭.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা

জি বাংলা সিনেমায় বিকেল ৫.৩৫ মিনিটে **প্রজাপতি**।

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় **সেদিন দেখা হয়েছিল**।

**অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে** বিকেল ৪.৫৫ মিনিটে **উরি – দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক**।

### আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। কর্ম-প্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : নিজের উদাসীনতার জন্য কোনও বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও চিকিৎসায় সুফল মিলবে। কর্কট : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। হঠাৎ দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। সিংহ : মূল্যবান নথি হারিয়ে যেতে পারে। কোনও পরিচিত লোক প্রতারণা করতে পারে। কন্যা : হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। তুলা : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে পারেন। নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃশ্চিক : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। রাজনীতি নিয়ে তর্কবিতর্কে যাবেন না। ধনু : বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সমাগমে আনন্দ। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। মকর : অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। কুম্ভ : অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমালোচিত হতে পারেন। মায়ের পরামর্শ মেনে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। মীন : বাড়ি সারাইয়ের কাজে নেমে পড়শির সঙ্গে মনোমালিন্য। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ভাঃ ২৯ আষাঢ়, ২০ জুলাই ২০২৪, ৪ শাওন, সংবৎ ১৪ আষাঢ় সুদি, ১৩ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৬ অঃ ৬।২২। শনিবার, চতুর্দশী সন্ধ্যা ৬।৪০। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ২।৩০। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ১।৩২। গরকরণ প্রাতঃ ৫।৫০ গতে বণিজকরণ সন্ধ্যা ৬।৪০ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে ববকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২।৩০ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ২।৩০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।৪০ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৬।৪৫ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪২ গতে ৬।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪২ মধ্যে ও ৩।৪৫ গতে ৫।৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সন্ধ্যা ৬।৪০ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ণিমার নিশিপালন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৬।৪০ গতে রাত্রি ৭।৫৮ মধ্যে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণব্রত। সন্ধ্যা ৬।৪০ গতে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবীর তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৩ গতে ১২।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২২ গতে ১০।৩৫ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩৪ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

### মহিলাদের জন্য সুখবর

পিছুটানহীন, ডিভোর্সি বা উইডো বা অবিবাহিত, তাঁদের অগ্রাধিকার, মার্জিত নম্র, ভদ্র হতে হবে। বয়স ৩৫ এর মধ্যে হতেই হবে। বেতন (দশ হাজার মাসিক), থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আজীবন থাকতে পারবেন রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং একজন মাত্র ব্যক্তির কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হবে। (অ-নিরামিষভোজীও চলবে)। সত্বর যোগাযোগ:- 96799-35591. শিলিগুড়ি সেভক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পাশে।

**ABRIDGE TENDER NOTICE**

The date have been extended in some works of NIT No. 13/HRP/PS/DD, Dated-05/07/2024 of Harirampur Panchayat Samit Ref. Last date of submission-23.07.2024 upto 11.00AM Date of opening tender-25.07.2024 after 11.00AM

Sd/- E.O.
Hrp PS, D/Dinajpur

**e-Tender Notice**
**Office of the E.O., Banarhat, Jalpaiguri**

Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/EO/NIT-010/2023-24 (2nd Call).** Last date of online bid submission **29/07/2024 at 04.00 pm respectively.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
E.O., Banarhat Panchayat Samity

**e-Tender Notice**
**Office of the E.O., Banarhat, Jalpaiguri**

Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/EO/NIT-013/2023-24 (3rd Call).** Last date of online bid submission **03/08/2024 at 04.00 pm respectively.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
E.O., Banarhat Panchayat Samity

**e-Auction Notice**
**e-NIA No. WBFOR/BTRE/eNIA-01/2024-25**
**Schedule (1 to 19)**

E-Auction (Online) is being invited by the Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (East) Division for Sale of 19 Nos. Confiscated vehicles under Buxa Tiger Reserve (East) Division.
Online Publishing Date : 20-07-2024
Submission of Documents with EMD : 20-07-2024 to 31-07-2024
Documents Approval : 01-08-2024 to 04-08-2024.
Live e-Auction : 05-08-2024 to 06-08-2024
Details of which may be obtained from this office during the office hours or at https://eauction.gov.in/e-Auction/app or https://purbabardhaman.nic.in/notice-category/tenders/ or https://www.westbengalforest.gov.in/tender.php

Sd/-
Deputy Field Director
BTR(East)

**শিয়ালদহ ডিভিশনের ট্র্যাফিক ব্লক বাতিল**

পয়েন্ট ও ক্রশিং নং ১৬২/১৬১বি (ডিডিএস)-এর কনভার্শানের জন্য শিয়ালদহ ডিভিশনের নৈহাটি-ব্যান্ডেল শাখায় ২০/২১.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে ট্র্যাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, অনিবার্য কারণবশতঃ ট্র্যাফিক ব্লকটি বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং, এই ব্লকের জন্য বিজ্ঞাপিত ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে না।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

**WALK-IN-INTERVIEW**

Walk-in Interview for appointment to the post of **PGT-Maths & TGT-Maths** on Contract basis against purely temporary vacancy at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal for the session 2024-25. Interested candidates can attend the **Walk-in-Interview** in the Vidyalaya on **28.07.2024 at 10.00 AM** with all original certificates of educational qualification and experience.
Candidates can visit Vidyalaya Website : **https://navodaya.gov.in/nvs/nvschool/Alipurduar/en/home** to download provided application form and send duly filled application form by e-mail :- **jnvalipurduar@gmail.com** on or before **25th July 2024.**

**Principal**

### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৩৯৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৪৩০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭০৬৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৮৯৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৮৯৮৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

**NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. WB/APD/KMG/BDO-ET/O3/2024-25,DATED : 15/07/2024**

Last date and time for bid submission- 26/07/2024 at 18.00 hours.
For more information please *visit :* **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
&
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

**TENDER**

The District Engineer, Uttar Dinajpur Zilla Parishad invites % rate Bids for Civil Nature of works for NIT No : 01/UDZP/2024-25 to 07/UDZP/2024-25. Details information is available on Office Notice Board during office hours **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**District Engineer,**
**Uttar Dinajpur Zilla Parishad**

**OFFICE OF THE TUFANGANJ-II DEVELOPMENT BLOCK & PANCHAYAT SAMITY**
Boxirhat, Coochbehar

**NOTICE INVITING TENDER**

Sealed Tender are invited vide this offie NIT No.- 07/EO/TFG-II/2024-25/COB/WB memo no: 2063/Dev-VII/2024-2025, Dated: 18/07/2024 Last Date of Bid Submission is 19/07/24 to 25/07/24 Corrigendum NOTICE and Date Extension TENDER Additional Document Requisition and Date Extension of Tender vide this office NIT No.- 06/BDO/TFG-II/2024-25/COB/WB memo no: 1980/Dev-VII/2024-2025, Dated: 11/07/2024. Last Date of Bid Submission is up to 25/07/24 accordingly intending tenderers may contact this office for details.

Sd/-
**Block Development Officer**
**& Executive Officer**
**Tufanganj-II Dev Block**

### হারানো /প্রাপ্তি

I, Pemba Lama, resident of Shraban Nagar, Siliguri have lost my ISC pass certificate bearing Unique ID number 6987523 issued by Indian School Certificate Examinations (CISCE) in the year 2021. If found, please contact me at 7319526276. (C/111651)

### অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Akhil Baroi ও Aakhil Baroy একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/113242)

•

I Sodradebi Jain, W/o Mohanlal Bucha, R/O Samuktala, Saontalpur, Alipurduar, corrected and changed my name from Sodradebi Jain to Sodradebi Bucha vide affidavit on 27.06.2024 before E.M. Court, Alipurduar. (K)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং AS01 200 500 84533 আমার নাম, বাবার নাম এবং জন্ম তাং ভুল থাকায় গত 05-03-24 সদর, কোচবিহার J.M 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Maniruzzaman, S/o-Chhali Mulla Miya এবং Manirud Zaman, S/o Salimulla Ahmed এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্মের প্রকৃত তারিখ 01-02-1979-এর পরিবর্তে 01-01--1987 হল। পাটছড়া, বড় নলোঙ্গীবাড়ি, কোচবিহার। (C/110762)

### কর্মখালি

ধূপকাঠির মেশিন মেরামতির ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হবে। আবেদনকারীর মেশিন মেরামতি ও চালাবার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। যোগাযোগের জন্য 8918676661. (C/111626)

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রী, খাওয়ার সুব্যবস্থা। সঙ্গে অন্যান্য সুবিধা। বেতন সাক্ষাতে। M: 8370895152. (C/111535)

•

আকর্ষণীয় বেতনে ভাগীরথী দুধের কোম্পানিতে এরিয়া ভিত্তিক দুইজন সেলস এগজিকিউটিভ চাই। (১) ডালখোলা থেকে সোনাপুর, (২) জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহার। বিস্তারিত- সৌম্যদীপ দাস (উঃ বঃ জোনাল হেড), Mobile-9064131254. (C/111535)

ই-২৯০১২/১/২০২৩-ইএসটিটি-এইচকিউ
ব্রহ্মপুত্র বোর্ড
জলশক্তি মন্ত্রক
জল পরিসম্পদ বিভাগ, আরডি অ্যান্ড জিআর
বশিষ্ঠ, গুয়াহাটি-২৯

তাং ১৮.০৬.২০২৪

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**

ব্রহ্মপুত্র বোর্ড, গুয়াহাটি-২৯ যেটি সংসদের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা তাতে নিম্নোক্ত পদ পূরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে :

| পদের নাম | পদের সংখ্যা | পে লেভেল |
|---|---|---|
| ১। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার | ৩ | এল-১৩ |
| ২। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার | ৫ | এল-১২ |
| ৩। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) | ১৪ | এল-১১ |
| ৪। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মেক) | ১ | এল-১১ |
| ৫। সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার | ১ | এল-১১ |
| ৬। অ্যাকাউন্টস অফিসার | ২ | এল-১০ |
| ৭। সেকশন অফিসার (সেক্ট) | ২ | এল-৭ |
| ৮। প্রাইভেট সেক্রেটারি | ৪ | এল-৭ |
| ৯। ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট | ৫ | এল-৭ |
| ১০। অ্যাসিস্ট্যান্ট | ১১ | এল-৬ |
| ১১। আপার ডিভিশন ক্লার্ক | ১৭ | এল-৪ |

যোগ্যতার মান, বেতন, পদের সংখ্যা, দরখাস্তের ফর্ম ইত্যাদি বোর্ডের ওয়েবসাইট http://brahmaputraboard.gov.in/ থেকে পাওয়া যাবে। আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখ এমপ্লয়মেন্ট নিউজে প্রকাশনার তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে।

স্বাঃ/-
অবর সচিব (ই)
ব্রহ্মপুত্র বোর্ড

CBC 45108/12/0002/2425

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কুশিয়ার খোঁজে নদীর ধারে আশ্রয় হাতির দলের।- সংবাদচিত্র

# সুস্বাদু কুশিয়ার খোঁজে নদীর চরে বিচরণ হাতির দলের

অর্ঘ্য বিশ্বাস

**ময়নাগুড়ি, ১৯ জুলাই :** সুস্বাদু কুশিয়ার খোঁজেই ঘাসবনে ঠাঁই হাতির পালের। প্রায় এক মাস ধরে ময়নাগুড়ির জলঢাকার চর হাতিদের প্রিয় আস্তানায় পরিণত হয়েছে। সদলবলে শাবক সমেত অন্তত পঞ্চাশটির বেশি হাতি ওই এলাকায় বিচরণ করছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশাপাশি নদী সংলগ্ন এলাকার মাঝেই এখন প্রিয় বিচরণভূমি। বর্ষার এই মরশুমে জঙ্গলের পুরুন্ডি, চেপ্টি, ডাড্ডা, মালসা, মধুয়া, ধাবনের পাশাপাশি প্রিয় খাবারের তালিকার পাশাপাশি হাতিদের পছন্দ বাঁশখাগড়া, নলখাগড়া, হোগলা, কুশিয়া বন। যার স্বাদ নিতে প্রতিবছরই বর্ষার সময়ে নদীতীরবর্তী ঘাসবনকে বেছে নেয় হাতির পাল। চলতি বছরেও তা বাদ যায়নি।

গরুমারার বনাঞ্চলের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি বন বিভাগের নাথুয়া রেঞ্জের বনাঞ্চল সংলগ্ন চরের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বন্যপ্রাণীর বিচরণভূমি রয়েছে। প্রায়শই এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর যাওয়া-আসা লেগেই থাকে এলাকায়। বিশেষ করে তৃণভোজী প্রাণীর কাছে এই ঘাসবন অত্যন্ত প্রিয়। উত্তরের একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির গড়ে প্রতিদিন ১৫০ লিটার জলের পাশাপাশি ১৫০ থেকে ২০০ কেজি খাবারের প্রয়োজন। গরুমারার মতো সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হাতির খাওয়ার জন্য নানা রকমের চাষ হয়ে থাকে। কুনকি হাতির পাশাপাশি বুনো হাতি কিংবা অন্যান্য বন্যপ্রাণীর প্রিয় খাবার সেগুলো। তবে সেই খাবারের তালিকার সঙ্গে কুশিয়া অত্যন্ত পছন্দসই। তাই বর্ষার কয়েকমাস হাতির দলের প্রিয় খাবারের তালিকায় থাকে এই কুশিয়া। বর্ষার সময়ে এই ঘাস পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঘাস কচি অবস্থায় অত্যন্ত মিষ্টি এবং সুস্বাদু থাকে আর তা খেতেই প্রতিবছর হাতির পাল চলে আসে নদী সংলগ্ন এলাকায়। উত্তরের হাতি সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে আসা এক সংস্থার কর্ণধার কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, 'বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতির খাবারের তালিকায় কুশিয়া ঘাস অন্যতম। এই ঘাসে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট থাকে, বিশেষ করে মা হাতিদের জন্য এই ঘাস খুব পুষ্টিকর। তাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশাপাশি নদী সংলগ্ন এই সমস্ত এলাকা হাতিদের প্রিয় আবাসস্থল হয়ে ওঠে বর্ষার মরশুমে।

জলঢাকা নদী সংলগ্ন এলাকাবাসীদের কথায়, হাতির দলটি গত এক মাস ধরে নদী সংলগ্ন এলাকায় বিচরণ করলেও গ্রামে এসে ক্ষয়ক্ষতি কিছু করেনি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন বন পরিচালন কমিটির সদস্য মানিক সরকার বলেন, 'নদীতীরবর্তী এলাকায় বিচরণ করা হাতির দলের গতিবিধি অনেকটাই শান্ত স্বভাবের। মানুষের কাছাকাছি বিচরণ করলেও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি সামনে আসেনি। বিগত প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে বর্ষার এই মরশুমে হাতির দল এখানে আসে, বেশ কিছুদিন পর আবার চলে যায়।' জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'এই মুহূর্তে ১৫০-২০০ হাতি রয়েছে। ঘাসবনগুলোতে হাতিরা স্বাভাবিকভাবেই বিচরণ করছে।'

**কেন পছন্দ**

- ময়নাগুড়ির জলঢাকার চর হাতিদের প্রিয় আস্তানায় পরিণত হয়েছে
- বর্ষার মরশুমে হাতিদের প্রিয় খাবারের তালিকায় রয়েছে জঙ্গলের কুশিয়া
- এই ঘাসে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট থাকে, বিশেষ করে মা হাতিদের জন্য এই ঘাস খুব পুষ্টিকর
- নদীতীরবর্তী এলাকায় বিচরণ করা হাতির দলের গতিবিধি অনেকটাই শান্ত স্বভাবের

# চোখের জল মুছে বিদায় বীর সন্তানকে

সোনার ছেলেকে বিদায়।। লেবংয়ে শহিদ-সন্তান ব্রিজেশকে স্যালুট বাবা ভুবনেশের, পাশে মা নীলিমা।

**দার্জিলিং, ১৯ জুলাই :** চোয়ালখানা শক্ত করে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে বাবা ভুবনেশ থাপা। চোখের কোনায় চিকচিক করছে জল। খানিক বাদে বাদে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। মা নীলিমা অবশ্য হাজার মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও সামলাতে পারছেন না। বুকের ভেতরটা যেন খানখান হয়ে যাচ্ছে তাঁর। শহিদ-সন্তান ব্রিজেশ থাপার শেষকৃত্যের ঠিক আগে যখন সেনাকর্তারা এসে তাঁর হাতে জাতীয় পতাকা ও সেনার উর্দি তুলে দিলেন, তখন আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। অঝোর ধারায় বয়েই চলল। পাশে দাঁড়ানো শয়ে-শয়ে সাধারণ মানুষও তখন ডুকরে কাঁদছেন ভেতর ভেতর।

শুক্রবার তাঁর গ্রাম লেবংয়ে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ব্রিজেশের। এদিন দুপুরে লেবং সংলগ্ন গিংবস্তিতে ভারতীয় সেনার তরফে কফিনবন্দি শহিদ সেনা অফিসারকে গান স্যালুট দেওয়া হয়। সেখানে সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্তাদের পাশাপাশি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ), দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ছেলের মৃত্যুর শোকের মাঝেই ব্রিজেশের বাবা প্রাক্তন সেনাকর্মী ভুবনেশ বলছেন, 'আমি একজন গর্বিত পিতা, যাঁর ছেলে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। শহিদ হওয়ার পরে দেশজুড়ে আমার ছেলে যেভাবে মানুষের সম্মান পেয়েছে তাতে আমি বাবা হিসাবে অনেক শোক ভুলেও আজ গর্ববোধ করছি। ভারতীয় সেনা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশের সুরক্ষায় নিজের কর্তব্য পালন করে। ব্রিজেশ তার প্রমাণ।'

গত সোমবার রাতে জম্মুর ডোডা থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি জঙ্গলে হেঁটে যাওয়ার সময় জঙ্গিরা অতর্কিতে হামলা চালায়। পালটা জবাব দেন ব্রিজেশ সহ অন্য জওয়ানরা। কিন্তু সেই লড়াইয়ে শহিদ হন পাহাড়ের এই বীর সন্তান। বুধবার ব্রিজেশের কফিনবন্দি মরদেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছায়। সেখান থেকে ব্যাংডুবি সেনাছাউনিতে নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ব্রিজেশের মরদেহ দার্জিলিংয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। ঘরের সন্তানকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে গোটা পাহাড়ই কার্যত রাস্তায় নেমে এসেছিল। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ বীর সেনা অফিসারকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রাতে গিংবস্তির বাড়িতেই শায়িত ছিল ব্রিজেশের দেহ।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্তারা লেবং থেকে কিছুটা নীচে গিংবস্তিতে ব্রিজেশদের বাড়িতে পৌঁছান। সেখানে জিটিএ'র চেয়ারম্যান অঞ্জুল চৌহান, দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা সহ অন্য আধিকারিক, জিটিএ'র একাধিক এগজিকিউটিভ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড সহ অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরাও ছিলেন।

বাড়ি থেকে কফিনবন্দি দেহ নিয়ে সামরিক মর্যাদার সঙ্গে সেনাবাহিনীর কনভয়ে চাপিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামেই একটি শ্মশানে মরদেহ পৌঁছানোর পরে জাতীয় পতাকায় কফিন মুড়ে সেনাবাহিনীর তরফে প্রথা মেনে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। সব শেষে গান স্যালুট দেয় ভারতীয় সেনা। সেখানেই প্রশাসনিক আধিকারিক এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা বীর সন্তানকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান।

## পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে জটিলতা

# অব্যাহতি চান ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

দেবদর্শন চন্দ

**কোচবিহার, ১৯ জুলাই :** কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে তৈরি হল জটিলতা। এবার 'রেজিস্ট্রারের' পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দ্বারা নিযুক্ত অস্থায়ী রেজিস্ট্রার প্রদীপকুমার কর। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি আর এই দায়িত্ব সামলাতে চাইছেন না।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, 'আমি উপাচার্যের দপ্তরে প্রেয়ার দিয়েছি। এর বাইরে আমি কোনও মন্তব্য করব না।' ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অবশ্য পারিবারিক কারণ দেখিয়েছেন। সেটাই একমাত্র কারণ নাকি আরও অন্য কারণ রয়েছে, স্পষ্ট নয়।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর থেকে উপাচার্য বনাম রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছিল। এরপর নিখিলের অনুমতি না নিয়ে পারচেজ এবং টেন্ডার কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মিটিং ডাকা, অফিস অর্ডার পালন না করা, না জানিয়ে রাজভবনে চিঠি পাঠানো সহ একাধিক কারণে সাফেলিকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শোকজ করেছিলেন। এরপর শোকজের উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায় রেজিস্ট্রারকে সাসপেন্ড করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক প্রদীপকুমার করকে অস্থায়ী রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেন নিখিল। প্রায় দু'মাস ধরে প্রদীপ নিজের বিভাগ সামলানোর পাশাপাশি রেজিস্ট্রারের পদ সামলাতেন।

এখন তিনিও অব্যাহতি চেয়েছেন। সাসপেন্ডেড রেজিস্ট্রারও নিয়ম অনুযায়ী কোনও কাজ করতে পারবেন না। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কীভাবে?

এদিকে, আগামী ২২ জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা শুরু হবে।

তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারের আসন ফাঁকা থাকলে প্রশাসনিক কাজকর্ম তো বটেই, অ্যাকাডেমিক এবং ডেভেলপমেন্টের কাজ ব্যাহত হতে পারে। অধ্যাপকদের একাংশ এখন এই আশঙ্কাই করছেন। গুরুত্বপূর্ণ এই পদ ফাঁকা থাকলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঝুলে যাবে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে জটিলতা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা আধিকারিক থেকে অধ্যাপকদেরও। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটি ব্যাহত হবে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসন সামলাবে কে, সেই প্রশ্নই ঘুরছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। তবে একাধিকবার ফোন করলেও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফোন ধরেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এক অধ্যাপক বললেন, 'এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও অ্যাক্টিং রেজিস্ট্রার নেই। সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, দ্বিতীয় সিমেস্টারের ক্লাস সাসপেন্ড থাকবে, সেই বিজ্ঞপ্তি এদিন বিকেল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এতে ছাত্রদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

সূত্রের খবর, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে দেওয়া চিঠিতে পারিবারিক সমস্যার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন অস্থায়ী রেজিস্ট্রার। প্রশ্ন উঠছে, ডামাডোলের মধ্যে থাকতে না চেয়েই কি তিনি রেজিস্ট্রারের পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন? নাকি নিজের গবেষণা সংক্রান্ত কাজে সমস্যা হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, উপাচার্যের দপ্তরে চিঠি দেওয়ার পরদিন অস্থায়ী রেজিস্ট্রার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

**ফের জটিলতা**

- প্রায় দু'মাস ধরে নিজের বিভাগের পাশাপাশি রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে সামলাতেন প্রদীপকুমার কর
- প্রশ্ন উঠছে, পিবিইউয়ের ডামাডোলের মধ্যে থাকতে না চাওয়ার জন্য কি এই অব্যাহতি
- তাঁর অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, ডেভেলপমেন্ট এবং অ্যাকাডেমিক কাজে সমস্যা হবে

গাছ লাগাচ্ছেন সুমিত। ছবি : রাজু সাহা

# সবুজের ফেরিওয়ালা শামুকতলার সুমিত

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ১৯ জুলাই :** এমএ, বিএড পাশ করে একটা বেসরকারি স্কুলের সামান্য মাইনের চাকরি করে পেট চালান শামুকতলার ত্রিশ বছরের তরুণ সুমিত দেবনাথ। সুমিতের নেশা গাছ লাগানো। তাই তাঁকে সবাই সবুজের ফেরিওয়ালা বলেই ডাকেন। এ পর্যন্ত ৫৮৫টি গাছ লাগিয়েছেন তিনি। সেই গাছগুলো যত্ন করে বড় করার দায়িত্বও পালন করছেন সুমিত। এই বর্ষায় বন, জঙ্গল এবং ফাঁকা জায়গায় আম, কাঁঠালের বীজ ছড়ানোর কাজ শুরু করেছেন সুমিত।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরছেন সাধারণ মানুষের কাছে। চারিদিকের সবাই যখন ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে বেশি ভাবিত, সমাজ এবং দেশ-দশের কথা ভাববার সময় নেই অধিকাংশ মানুষের। সেই জায়গায় যাঁরা ব্যতিক্রমী, সেই তালিকায় যুক্ত হল সুমিত দেবনাথের নাম।

সুমিত গত কয়েক বছর ধরে শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে গাছ লাগানোর কাজ করে যাচ্ছেন। সুমিত বলেন, 'সবুজ রক্ষা না করলে এবং সবুজ যদি বাড়িয়ে তুলতে না পারি তাহলে একদিন আমাদের দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসবে। তাই আমি নিজে গাছ লাগানোর পাশাপাশি অন্যদেরও গাছ লাগাতে বলি।' সুমিত শুধু গাছ লাগান তাই নয়, অন্যের হাতেও গাছের চারা তুলে দেন। বেশিরভাগ মানুষই আম-কাঁঠালের বীজ ফেলে দেন। সেগুলি নষ্ট হয়। আমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেই বীজ সংগ্রহ করে আনছি। বীজ আমি বনেজঙ্গলে এবং ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছি।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'সুমিতের মতো প্রত্যেকেই এভাবে সবুজ বাঁচানোর লড়াইয়ে শামিল হলে আমাদের চারপাশটা অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।'

> সবুজ রক্ষা না করলে এবং সবুজ যদি বাড়িয়ে তুলতে না পারি তাহলে একদিন আমাদের দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসবে। তাই আমি নিজে গাছ লাগানোর পাশাপাশি অন্যদেরও গাছ লাগাতে বলি।
>
> **সুমিত দেবনাথ**

# স্বাস্থ্য বিমার অধীনে এবার কিডনির ক্রনিক রোগ

শুভজিৎ দত্ত

**নাগরাকাটা, ১৯ জুলাই :** সরকারি কর্মচারীদের পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিমার (ডব্লিউবিএইচএস) আওতায় হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য অন্তর্ভুক্ত হল ক্রনিক কিডনি রোগ। এখন থেকে ওই রোগের দ্বিতীয় স্টেজ থেকে সরকারি বিমার সুবিধা মিলবে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় সিংহ রায়। খুশি ওয়েস্টবেঙ্গল পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'কিডনির সমস্যাগ্রস্ত সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনারদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি রাজ্য সরকার পূরণ করল। আগে রোগের স্টেজ ফাইভ থেকে বিমার সুবিধা মিলত। নয়া সিদ্ধান্তে রোগটা বাড়াবাড়ি জায়গায় যাওয়ার আগে চিকিৎসা ভালো করে করা যাবে।'

অর্থ দপ্তরের (মেডিকেল সেল) তরফে সম্প্রতি কিডনির রোগের বিষয়টি নিয়ে ওই নির্দেশিকাটি জারি হয়। তাতে বলা হয়েছে, এতদিন রেনাল ফেলিওর হলে কিডনি রোগীদের বিমার সুবিধা মিলত। সেই নিয়ম অনুসারে রেনাল ফেলিওরের সংজ্ঞায় কিডনির চিকিৎসা বলতে বোঝাত, ডায়ালিসিস অথবা কিডনি প্রতিস্থাপন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায় রেনাল ফেলিওরের নাম বদলে আন্তর্জাতিক স্তরেও তা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রোগের শুরু থেকে চিকিৎসা শুরু হলে বাড়াবাড়ি আটকে দেওয়া সম্ভব।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের মাধ্যমে বহির্বিভাগে চিকিৎসার খরচ দেওয়া হয় এমন রোগের সংখ্যা ১৭। সর্বশেষ সংযোজন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কোভিড-১৯। এই তালিকায় থাকা অন্য রোগগুলির মধ্যে অন্যতম ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজেস, হেপাটাইটিস বি ও সি, যক্ষ্মা, ইনসুলিন নির্ভর টাইপ ওয়ান ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, দুর্ঘটনাজনিত কারণে আঘাত (জন্তুজানোয়ারের কামড় সহ), রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, থ্যালাসিমিয়া, এন্ডোডন্টিক ট্রিটমেন্ট (রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট) ইত্যাদি।

**নতুন ঘোষণা**

- সরকারের স্বাস্থ্যবিমার আওতায় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের ১৭টি রোগের চিকিৎসা মিলবে
- ২০২২ সালে কোভিড-১৯ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিডনির এই চিকিৎসার কথা শেষবার ঘোষণা করা হয়েছিল
- ক্রনিক কিডনি ডিজিজের স্টেজ - ২ থেকে চিকিৎসার খরচ মিলবে

এই রোগগুলিতে আক্রান্তদের মধ্যে কোমরবিডিটি কিংবা রোগের সঙ্গে জড়িত অন্য শারীরিক সমস্যাও আকছার দেখা যায়। আগে সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী তালিকায় থাকা সুনির্দিষ্ট ১৭টি রোগের বাইরে অন্য কোনও রোগের বহির্বিভাগে চিকিৎসার খরচ মিলত না। গত বছরের নভেম্বরে অর্থ দপ্তরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে তাতে ওই সমস্ত রোগাক্রান্তদের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনে অন্য রোগের চিকিৎসার খরচও দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

# সিঙ্কোনা চাষে ব্যাপক সাফল্য উত্তরবঙ্গে

জ্যোতি সরকার

**জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই :** চলতি বছর উত্তরবঙ্গে ভেষজ উদ্ভিদ এবং সিঙ্কোনা চাষে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। পাশাপাশি ১৩৫ ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ চাষ ও তার সংরক্ষণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ডঃ সুব্রত গুপ্ত উত্তরবঙ্গের ভেষজ উদ্ভিদ চাষ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দার্জিলিংয়ে ২২০০ মিটার উঁচু পাহাড়ি এলাকাজুড়ে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ হচ্ছে। এই জেলায় সিঙ্কোনা চাষের ব্যাপক খ্যাতি রয়েছে। এই জেলার ২৬ হাজার ৪০ দশমিক ৬৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে সিঙ্কোনা চাষ হয়। এই চাষের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ মেট্রিক টন শুকনো ছাল।

এছাড়াও অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ চাষে সাফল্য মিলেছে উত্তরবঙ্গজুড়ে। ডঃ গুপ্ত জানিয়েছেন, ইপিকাক চাষ হয় প্রায় ৯২ একর জমিতে। এই চাষে বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮ মেট্রিক টন শুকনো শিকড়। এছাড়া ট্যাক্সাস ব্যাকাটা চাষ হয় ৭১.৬২ একর জমিতে এবং চিরতার চাষ হয় ৩৯ দশমিক ২৭ একর জমিতে। দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কমলার চাষ হয় ১৩২ দশমিক ২৯ একর জমিতে। দার্জিলিংয়ে এটির বাৎসরিক উৎপাদন ১২ লক্ষ কমলালেবু। কফি হয় ৫৭ দশমিক ৫১ একর জমিতে। এটির বছরে উৎপাদন ১ হাজার ১০০ কেজি গুঁড়ো কফি।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আরও বলেন, '৬৩টি গ্রামে ৩৪৬ একর জমিতে কফি চাষ করে কালিম্পং জেলার ১১৯৩ জন চাষির আর্থিক উন্নতি সাধন করা আমাদের লক্ষ্য। দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলাতে ১৫০ বর্গ মিটারের পলিহাউস তৈরি করা হয়েছে। এই দুই জেলার কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে তোলার জন্য ১০০টি কেঁচো সার প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে।

# বিদেশে 'খেরোয়াল'

সজল দে

**মেখলিগঞ্জ, ১৯ জুলাই :** মেখলিগঞ্জের তরুণ উত্তম কামাতির সিনেমা 'খেরোয়াল' এবার বিদেশের পথে পাড়ি দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ মেলবোর্নে প্রদর্শিত হতে চলেছে এই ছবিটি। পাশাপাশি ১৬ অগাস্ট থেকে ১৮ অগাস্ট পর্যন্ত সিমলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও সিনেমাটি স্থান পেয়েছে। দুই আন্তর্জাতিক স্তরে খেরোয়াল স্থান পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত গোটা মেখলিগঞ্জ। উত্তমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনুপম রায়, করমুক্তা অধিকারী, দেবার্ঘ্য বিশ্বাসের মতো অনেকেই। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা রাজু ভৌমিক বলেন, 'উত্তম আমাদের গর্ব। ওঁর তৈরি সিনেমা আরও সাফল্য পাক।' যদিও সাঁওতালি সিনেমা খেরোয়ালের সাফল্য শুরু হয় গতবছর থেকেই। কেরল, কলকাতা, জয়পুর ও বেঙ্গালুরু-এই চারটি জায়গার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পাওয়ার পর লখনউতে অনুষ্ঠিত ১৩তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবেও সিনেমাটি স্থান পেয়েছিল। পাশাপাশি চলতি বছরের মে মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত '১৬তম হ্যাবিট্যাট ফিল্ম ফেস্টিভাল'-এও এটি জায়গা করে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই সিনেমা একাধিক পুরস্কার জিতেছে। তাঁর তৈরি শর্টফিল্ম 'তিস্তা' এবং 'হোপ' সকলের নজর কেড়েছে।

প্রগতিশীল কম্পিউটিং-এর উন্নয়ন কেন্দ্র
ইলেক্ট্রনিক্স এবং ইনফরমেশন টেকনলজি মন্ত্রালয়
ভারত সরকার

যোগদান করুন
বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কর্মের সঙ্গে যুক্ত পদের জন্য
আমরা নিয়োগপ্রক্রিয়া আরম্ভ করেছি।

প্রোজেক্ট সহকারী
(শিক্ষানবিশ)
প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার
(০-৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে)

প্রবীন প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার/
প্রোজেক্ট নেতৃত্বকারী ব্যক্তি/
মডিউল নেতৃত্বকারী ব্যক্তি
(৩-৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে)

প্রোজেক্ট ম্যানেজার/
প্রোজেক্ট বিতরণের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার/
প্রোগ্রাম ম্যানেজার/
জ্ঞানবিতরণের জন্য সহকর্মী
(৯-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে)

যোগ্যতা
১. বিই/বিটেক অথবা এর সমান যোগ্যতা থাকতে হবে।
২. বিজ্ঞানের যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর/কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন/এমবিএ থাকতে হবে।
৩. এমই/এম টেক অথবা এর সমান যোগ্যতা থাকতে হবে
৪. পিএইচডি

অপ্রযুক্তিগত কর্মের সঙ্গে যুক্ত পদ

প্রোজেক্ট সহায়তাকারী পদের জন্য কর্মী/ প্রোজেক্ট আধিকারিক

যোগ্যতা
১. ন্যূনতম ৫০% নম্বর নিয়ে স্নাতক হতে হবে।
২. স্নাতকোত্তর
৩. সিএ/এলএলএম/সিএস
৪. দুই বছরের সম্পূর্ণ সময়ের এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে/পেশাগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রাসঙ্গিক কোনও যোগ্যতার উপর স্নাতকোত্তর থাকতে হবে।

উত্তেজনাপূর্ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের খোঁজ করা হচ্ছে।

স্থান : সমগ্র ভারতবর্ষ
অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ কর্মখালি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে শুরু করে ২০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞাপনের বিশদ তথ্য এবং আবেদন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য WWW.CDAC.IN এর 'কেরিয়ারস' পেজ পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

CBC 06132/12/0007/2425

অ্যাডভট নং-কর্প/জেআইটি/০২/২০২৪ জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রগতিশীল প্রযুক্তি কর্পোরেট এইচআরডি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা লিপিকা দাস - কে 20.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98J 21413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির কৃতিত্ব আমি আমার জীবনে কোনোদিনও ভুলবো না, এটি আমার হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি একটি দুর্দান্ত মুহূর্ত ছিল যখন আমি শুনলাম ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। এমন একটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প উপহার দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

# দেড় দশক পর এক পরিবারের ৪ জনের যাবজ্জীবন

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে ট্রায়াল শুরুর দেড় দশক পর রায় মিলল। খড়িবাড়ির একটি জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন কাণ্ডে একই পরিবারের চারজনের যাবজ্জীবন হল ১৫ বছর পর। শুক্রবার ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারপতি শরৎকুমার ছেত্রীর এজলাসে এই রায় দেওয়া হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুঞ্জ সিংহ, ভারতী সিংহ, বিদেশ সিংহ, সুনীল সিংহকে। প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে জরিমানা করার পাশাপাশি চারজনকে মিলিয়ে ১০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সরকারপক্ষের আইনজীবী অনিন্দিতা গুহ জানিয়েছেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ২৫ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল এই গোটা প্রক্রিয়ায়। তারপর শুক্রবার চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক।' এই ঘটনায় আরও দুজনের দার্জিলিং জুভেনাইল কোর্টে ট্রায়াল চলেছে।

কী ঘটেছিল ২০০৫ সালে? অনিন্দিতা জানান, নকশালবাড়ির বাসিন্দা রূপাতন সরকারের একটি জমি ছিল খড়িবাড়িতে। সেখানে ভাগচাষ করতেন কুঞ্জ সিংহ এবং তাঁর পরিবার। কিন্তু ভাগ না দেওয়ায় রূপাতনের সঙ্গে কুঞ্জ সিংহ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বেশ কয়েকমাস ধরে বিবাদ চলছিল। এমনকি, তা নিয়ে মামলাও দায়ের হয়েছিল। হস্তক্ষেপ করতে হয় তৎকালীন বিডিওকেও। তৎকালীন বিডিও কুঞ্জর পরিবারকে সরিয়ে অন্যকে ভাগচাষ দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু কুঞ্জরা সেখান থেকে সরেননি। এর মধ্যে ২৪ জুলাই রূপাতন জমিতে গিয়ে দেখেন, বাঁশের খুঁটি গেড়ে কুঞ্জ এবং তাঁর পরিবার ঘর বানাচ্ছেন। রূপাতন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, কীসের ঘর তৈরি হচ্ছে, কেনই বা তৈরি করছে। তখনই কুঞ্জ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা রূপাতনের ওপর চড়াও হন। মারধরে গুরুতর আহত রূপাতন পড়ে যান। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। অনিন্দিতা জানান, রূপাতনকে মারধরের অভিযোগ ওঠে মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে।

**কী ঘটেছিল**

- রূপাতনের জমিতে ভাগচাষ করতেন কুঞ্জ সিংহ এবং তাঁর পরিবার
- ভাগ না দেওয়ায় রূপাতন এবং কুঞ্জদের মধ্যে বিবাদ
- ২০০৫ সালে ২৪ জুলাই খড়িবাড়ির ওই জমিতে গিয়ে রূপাতন দেখেন বাড়ি তৈরি করছেন কুঞ্জরা
- জিজ্ঞাসা করলে তাঁর ওপর চড়াও হন কুঞ্জদের পরিবারের ছয়জন
- ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় রূপাতনের, চারবছর পর ২০০৯ সালে মামলা শুরু

ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মামলা শুরু হয় ২০০৯ সালে। অভিযুক্তদের মধ্যে দুজনের দার্জিলিং জুভেনাইল কোর্টে ট্রায়াল চলেছে। অনিন্দিতা ছাড়াও সরকারপক্ষের হয়ে মামলা লড়েছেন ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের সিনিয়ার সরকারি আইনজীবী উদয়শংকর বর্মন।

# বিজেপি নেতার গ্রেপ্তারিতে ধোঁয়াশা

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ফুলবাড়িতে বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের এক নেতার গ্রেপ্তারি ঘিরে শুক্রবার দিনভর ধোঁয়াশা ছড়াল। বৃহস্পতিবার সংগঠনের ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি মতিয়ার রহমান (পুচু)-কে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। অথচ শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিবারকে গ্রেপ্তারির কারণ জানানো হয়নি। এর প্রতিবাদে এদিন সন্ধ্যায় থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান ওই নেতার পরিবার সহ প্রতিবেশীরা। রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবারই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃতের স্ত্রী ফিরোজা খাতুনের অভিযোগ, শুক্রবার সকাল থেকে চারবার থানায় এলেও কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশের তরফে তা বলা হয়নি। স্বামীর সঙ্গে অন্যায় হলে এক বিশেষভাবে সক্ষম সহ দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে তিনি থানার সামনে ধর্নায় বসার হুমকি দেন। এ ব্যাপারে দলের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় 'মতিয়ারকে পুলিশ মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে পারে' বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গত কয়েকদিন ধরে দলীয় কাজে শিখা কলকাতায় রয়েছেন। সেখান থেকেই ফোনে বলেন, 'আইন ভেঙে পুলিশ মতিয়ারকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। দলীয় কর্মীরা আমাকে সব জানিয়েছেন। শনিবার সকালেই শিলিগুড়ি ফিরছি। কোনও অন্যায় দেখলে ছেড়ে কথা বলা হবে না।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) দীপক সরকার বিস্তারিত কিছু বলতে পারেননি। শুধু বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখব।'

পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ তাঁকে পুলিশ থানায় নিয়ে আসে। রাতে পুলিশ এনিয়ে কিছু বলেনি। এমনকি, সন্ধ্যা পর্যন্ত চারবার থানায় গিয়েও পরিবার কিছুই জানতে পারেনি বলে অভিযোগ। মতিয়ারের দুই ভাই হাসিরুল হক ও রেজ্জাক হোসেন জানান, বারবার থানায় এসেও বিভ্রান্ত হতে হয়েছে। কখনও দাদাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়। পরক্ষণেই বলা হয়, ইসলামপুরেও পাঠানো হতে পারে। যদিও সন্ধ্যার পর নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে জানা যায়, মতিয়ারকে এদিন ইসলামপুর আদালতে পাঠানো হয়। তবে, অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশ কিছুই বলতে পারেনি। ওই থানার এক আধিকারিক জানান, ইসলামপুর পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকৃতিসঙ্গে শৈশব।। *জয়গাঁয় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন শিলবাড়িহাটের দ্বীপপ্রদীপ রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# বিমানযাত্রায় দেরি

**বাগডোগরা, ১৯ জুলাই :** মাইক্রোসফটের সমস্যায় ধাক্কা বাগডোগরা বিমানবন্দরেও। উত্তরবঙ্গের এই বিমানবন্দর থেকে শুক্রবার প্রায় সমস্ত উড়ান অন্তত এক থেকে দেড় ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। ফলে গন্তব্যে পৌঁছাতেও দেরি হয়। বিপাকে পড়েন যাত্রীরা।

মাইক্রোসফটের সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম ক্রাউডস্ট্রাইকের ত্রুটিপূর্ণ আপডেটের ফলে সারা বিশ্বে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়ে বিমান সংস্থাগুলি। বিশ্বের অধিকাংশ বিমান সংস্থা মাইক্রোসফটের এজ ইউ ক্লাউড ব্যবহার করে। ক্রাউডস্ট্রাইকের ফ্যালকন সেন্সরের সঙ্গে যুক্ত উইন্ডোজ মেশিনগুলি ক্র্যাশ করায় এজ ইউ ক্লাউড দ্রুত কাজ করতে না পারায় এই বিভ্রাট।

বাগডোগরা বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ত্রুটির কারণে বিমান সংস্থাগুলি সমস্ত কাজ ম্যানুয়ালি করতে বাধ্য হয়। বোর্ডিং পাস, সিকিউরিটি চেক প্রভৃতি প্রক্রিয়া ম্যানুয়ালি করার ফলে যাত্রী পরিষেবায় দেরি হয়। দীর্ঘক্ষণ যাত্রীদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দেশের সব বিমানবন্দরে একই সমস্যা হওয়ায় বাগডোগরাতেও দেরিতে পৌঁছায় সব বিমান। বাগডোগরা থেকেও দেরিতে ছাড়ে বিমান।

এক বিমান সংস্থার শীর্ষ কর্তার বক্তব্য, সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়ে ইন্ডিগো। বাগডোগরায় ইন্ডিগোর বিমান বেশি চলে। ওই সংস্থার যাত্রীদের ভোগান্তি বেশি হয়েছে।

**মাইক্রোসফটে সমস্যার জের**

সরাসরি গন্তব্য পৌঁছালে যত না দুর্ভোগ হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয় মাঝপথে বিমান বদল করলে। এই ব্রেক জার্নির বোর্ডিং পাস সরাসরি দেওয়া যায়নি। ফলে মাঝপথে নতুন করে বোর্ডিং পাস নিতে হয়েছে।

তবে ভুটান সরকারের বিমান সংস্থা ড্রুক এয়ার মাইক্রোসফটের এজ ইউ ক্লাউড ব্যবহার করে না বলে বাগডোগরা থেকে তাদের উড়ানে কোনও সমস্যা হয়নি।

## ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির পর এবার নকশালবাড়ি

# সরকারি জমি বিক্রি, গ্রেপ্তার দুই

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ১৯ জুলাই :** মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় জমি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি এবং সহ সভাপতি গ্রেপ্তার হয়েছেন। এবার নকশালবাড়িতেও একই পদক্ষেপ করল প্রশাসন। শুক্রবার সরকারি জমি বিক্রি কাণ্ডে দুই জমি মাফিয়াকে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম হল অনীতা রানি ছেত্রী ও সুব্রত সরকার। ধৃত দুজনই বাগডোগরা থানার অন্তর্গত কেষ্টপুর এলাকার বাসিন্দা।

ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশ কেষ্টপুরে গিয়ে বাড়ি থেকে তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এদের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল, বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

সুব্রত কেষ্টপুর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসাবে পরিচিত। হাতিঘিসা সেবদেল্লাজোত মৌজায় প্রায় ৩০ বিঘা সরকারি জমির জাল খতিয়ান এবং ডিড বানিয়ে বিক্রি করে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। অনীতা, সুব্রত ছাড়া আরও আটজনের নামে নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ, ১০ জনের এই দলটি দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জায়গা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তবে, ধৃত অনীতা রানিও এক তৃণমূল নেতার কাছে জমি কিনেছিল বলে সূত্রের খবর। ওই তৃণমূল নেতা জমি দেওয়ার নাম করে ভুয়ো নথি বানিয়ে অনীতার কাছেও প্রচুর টাকা আদায় করেছে। অনীতাকে জেরা করলেই পুলিশ সমস্তটা জেনে যাবে বলে অনেকেই মনে করছেন। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের শনিবার আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে দেওয়ার আবেদন জানানো হবে। পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সরকারি জমি নয়ছয় কাণ্ডে বাকি আটজনের মধ্যে বাগডোগরা, শিলিগুড়ির তৃণমূল, বিজেপির একাধিক নেতা-নেত্রী রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সরকারি জমির জাল খতিয়ান এবং ডিড বানিয়ে এদের হাতে তুলে দিত ভূমি দপ্তরের কিছু রেভিনিউ অফিসার (আরআই)। এই কাজে জমি মাফিয়া এবং আরআইদের একাংশের মধ্যে প্রচুর টাকার লেনদেন হত। গত দশ বছরে হাতিঘিসায় প্রচুর পাট্টার জমি এবং সাধারণ সরকারি জমি মণিপুরের বাসিন্দাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে কিছু জমি প্রশাসন পুনরুদ্ধার করেছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ডিসেম্বর মাসে হাতিঘিসার সেবদেল্লাজোতে জাল খতিয়ান দিয়ে প্রায় ৯০ বিঘা খাসজমি দখলের অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরাফ আনসারি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই নড়েচড়ে বসে নকশালবাড়ি ভূমি দপ্তর। সপ্তাহখানেক আগে সরকারি জমি চিহ্নিত করে সেবদেল্লাজোতের ৬৯০, ৬৯১ ও বড় ঝাড়ুজোতের ২২৩ দাগের জমিতে বোর্ড লাগিয়ে প্রায় ৬ একর জমি দখলমুক্ত করা হয়। এই বিশাল পরিমাণ সরকারি জমির কীভাবে খতিয়ান হল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। তারপরই নকশালবাড়ি ভূমি দপ্তর থেকে সরকারি জমি দখল ও বিক্রি কাণ্ডে ১০ জনের নামে নকশালবাড়ি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।

*সেবদেল্লাজোতে জমি দখলের অভিযোগ।*

# স্মারকলিপি

**ইসলামপুর, ১৯ জুলাই :** আদিবাসী স্বশাসন ব্যবস্থায় সংবিধান ও গণতন্ত্র কার্যকরের দাবিতে শুক্রবার ইসলামপুর মহকুমা শাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠাল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের মহকুমা কমিটি। সংগঠনের ইসলামপুর মহকুমা কমিটির সভাপতি বাবুরাম কিসকু বলেন, 'আদিবাসী গ্রাম্য সমাজে বংশগতভাবে আদিবাসী স্বশাসন চালু রয়েছে। ফলে সেখানে নানা অন্ধবিশ্বাস লক্ষ করা যায়।'

*শংকর ঘোষের উপস্থিতিতে মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ। শুক্রবার।*

# অনুমোদন ছাড়া প্রশিক্ষণ

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** দুই বছর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ছাত্রীরা জানতে পারলেন, প্রতিষ্ঠানটির কোনও অনুমোদন নেই। ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার একটি নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঘটনা। শুক্রবার সেন্টারে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশজন পড়ুয়া। অনেকেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ভেঙে পড়েন কান্নায়। যদিও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সুকান্ত মণ্ডলের সাফাই, 'সেন্টারটি ভুয়ো নয়। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের (আইএনসি) অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে।' সুকান্তর সাফাই মানতে নারাজ ছাত্রীরা। শিখা শীল নামে এক পড়ুয়ার অভিযোগ, 'তিন বছরের কোর্সের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ফিস নেওয়া হচ্ছে। বহু ছাত্রী লক্ষাধিক টাকা দিয়ে ফেলেছে। প্রতিষ্ঠানটি ভুয়ো হলে ভবিষ্যৎ কী হবে?'

দিনকয়েক আগে এই নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আইএনসি'র এক প্রতিনিধিদল এসেছিল। প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণে বেশ কিছু গাফিলতি ধরা পড়ে। এরপরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির কোনও অনুমোদন নেই। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এখানে জিএনএম এবং বিএসসি নার্সিং কোর্সের জন্য শতাধিক ছাত্রী ভর্তি হয়েছিলেন। ভর্তির আবেদনের সঙ্গে ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা করে জমা দিতে হয়েছে। তিন বছরের কোর্সের জন্য সবমিলিয়ে খরচ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। পায়েল শিকারি নামের এক পড়ুয়ার বক্তব্য, 'আমাদের মধ্যে অনেকেই ঋণ নিয়ে প্রশিক্ষণের খরচ মিটিয়েছি। দিনের পর দিন প্রতিষ্ঠান চলছে, অথচ প্রিন্সিপাল বা ভাইস প্রিন্সিপাল নেই। পরিকাঠামোর কিছু অভাব ছিল আগে থেকেই। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে প্রতিষ্ঠানের তরফে বারবার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।' অবিলম্বে কোনও অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে বদলির বন্দোবস্তের দাবিতে সরব হয়েছেন এখানকার পড়ুয়ারা। ২০২১ সালে চালু হয় কেন্দ্রটি। ২০২২, '২৩ সালের পর চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

# স্টিকারে ডেঙ্গির বার্তা

**নকশালবাড়ি, ১৯ জুলাই :** ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার ঢাল খাবারের প্যাকেট। দার্জিলিং প্রশাসনের নয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, খাবারের প্যাকেটের ওপর বসানো হবে একটি বিশেষ স্টিকার। ডেঙ্গির জীবাণুবাহী মশার ছবির পাশাপাশি লেখা থাকবে সচেতনতামূলক বার্তা। প্যাকেট ছুড়ে ফেলার আগে সেটাকে নষ্ট করে দেওয়ার কথা বলা হবে সেখানে। শুক্রবার নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আলোচনায় বসেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। সেখানে ব্যবসায়ী সমিতি, নির্মাণকারী সংস্থা, রেসিডেন্সিয়াল সোসাইটি, বাঁশ বাগানের মালিক, দশকর্মা ভাণ্ডার, গ্যারাজ, ভাঙাড়ির দোকানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকানের মালিক উপস্থিত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে পঞ্চায়েত এলাকায় ড্রাই ডে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# ফ্যানের অভাব, বাইরে রোগী

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ১৯ জুলাই :** নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে একদিনে প্রায় ৪০ জন রোগীকে ডিসচার্জ করে দিল কর্তৃপক্ষ। যদিও তাতে ভোগান্তির ছবিটা বদলাল না। শুক্রবার মহিলা বিভাগে মেঝেতে রোগীকে শুইয়ে চলল চিকিৎসা। স্থানীয়দের প্রশ্ন, 'খবর প্রকাশের দিনই একসঙ্গে এতজনকে ছুটি দেওয়া হল। আদৌ কি তাঁদের শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল, নাকি পুরোটাই হল তাড়াহুড়োতে?' যদিও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষের দাবি, 'এটা অস্বাভাবিক নয়। রোজ গড়ে এতজনেরই ছুটি হয়। সুস্থ হলে তো রোগীকে ছাড়তেই হবে।'

এদিনই হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্য আধিকারিকরা। তার আগে রোগীদের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রধান জয়ন্তী কিরো, উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য সানি ঘোষ সহ বোর্ডের অন্য সদস্যরা। হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ তাঁদের। ওপরতলায় পুরুষ বিভাগের পাশে একটি ঘরে প্রায় ১০টি বেড ফাঁকা অবস্থায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও মহিলা বিভাগে মেঝেতে রাখা হয়েছে রোগীদের।

*রোগীদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্য আধিকারিকরা।*

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলেন প্রধান। পরিষেবা নিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন জয়ন্তী। এদিন প্রথমেই গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা দোতলায় মহিলা, শিশু এবং পুরুষ বিভাগ ঘুরে দেখেন। রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তারপর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা না থাকায় একাংশকে স্যালাইনের বোতল হাতে নিয়ে বাইরে বসে থাকতে দেখা যায় এদিন। সিঁড়ির ধাপে ১৩ মাসের সন্তানকে কোলে নিয়ে স্যালাইনের বোতল হাতে ধরে বসেছিলেন হামিদা খাতুন। কালুয়াজোতের বাসিন্দা হামিদা দু'দিন আগে ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'হাসপাতালের ভেতরে ফ্যান চলে না। প্রচণ্ড গরম। ১৩ মাসের একটি মেয়ে রয়েছে আমার। তাকে নিয়ে ভেতরে থাকা যাচ্ছে না। তাই বাইরে এসেছি।' বাথরুমের পাশেই চিকিৎসা চলছে রিভা বিশ্বকর্মার। তিনি এদিন প্রধানকে বলেন, 'বেড নেই বলে আমাকে বাথরুমের পাশে রেখেছে। এদিকে খুব গরমে। ফ্যান নেই সব জায়গায়।'

উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ পরে বলেন, 'পর্যাপ্ত ফ্যান না থাকায় বেশিরভাগ রোগী ভেতরে থাকতে পারছেন না। আমরা বিএমওএইচকে বলেছি ব্যবস্থা করতে। দোতলায় একটি ঘরে বেড ফাঁকা। তবুও রোগীদের মেঝেতে রাখা হয়েছে।' পালটা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষের বক্তব্য, 'ফ্যানের বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব। বেড থাকলে অবশ্যই রোগীদের আমরা সেখানে দেব। না থাকলে আমার কিছু করার নেই। যেসব বেড ফাঁকা, সেগুলি মা এবং সদ্যোজাত শিশুদের জন্য। সেখানে অন্য রোগীদের চিকিৎসা করাতে পারি না।'

## জমি দুর্নীতি ইস্যুতে বিক্ষোভ

# মাটিগাড়ায় নেতৃত্বে শংকর, নেই আনন্দময়-অরুণ

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে সরকারি জমি উদ্ধারে পদক্ষেপ করা হলে মাটিগাড়ায় নয় কেন, প্রশ্ন তুলল বিজেপি। এই ইস্যুতে শুক্রবার মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে গেরুয়া শিবির। পাঁচটি দাবি নিয়ে বিডিও বিশ্বজিৎ দাসকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয় এদিন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিধানসভার দলীয় মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। যদিও মাটিগাড়ার কর্মসূচিতে দেখা যায়নি স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মন এবং এলাকারই বাসিন্দা শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে।

যদিও অরুণের দাবি, 'শিলিগুড়ির বাইরে থাকায় কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারিনি।' অন্যদিকে, আনন্দময়ের প্রতিক্রিয়া, 'ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে যেতে পারিনি।' বিতর্ক এড়ানোর চেষ্টা করছেন শংকরও। তাঁর বক্তব্য, 'এখানকার বিধায়ক জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বলে মণ্ডল সভাপতি আমাকে জানিয়েছেন। সবাইকে থাকতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবধকতা নেই। মানুষের স্বার্থে দল আন্দোলনে রয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হতেই তৎপর প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি জমি উদ্ধার করা হচ্ছে। জমি দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দেবাশিস প্রামাণিক এবং গৌতম গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পদ্ম শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, 'সমস্তটাই আইওয়াশ।' ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে কেন সীমাবদ্ধ থাকবে প্রশাসনিক তৎপরতা, এমন প্রশ্ন তুলে সর্বত্র দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটি।

মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলছিলেন, 'পাট্টার জমিতে বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়া সকলের চোখের সামনে প্রতাপ বর্মনের বেআইনি স্কুলবাড়ি গড়ে উঠল। লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হল না। তৃণমূল নেতারা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে খাসজমির তালিকা নিয়ে দখলের কারবার চালাচ্ছে। জমি দখলের ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ব্লক প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

শংকরের অভিযোগ, 'বেআইনি হলে শুধু কেন সীমানা প্রাচীর ভাঙা হবে, রাজগঞ্জে প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। মাটিগাড়ায় তো কিছুই করা হচ্ছে না। এতে স্পষ্ট, দুর্নীতির সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তারাও জড়িত।' বিজেপির তরফে সাতদিন সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বিডিওর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এপ্রসঙ্গে বিডিও বলছেন, 'সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' প্রতাপ বর্মনকে নোটিশ ধরানোর পাশাপাশি হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

**পদ্মের কর্মসূচি**

- মাটিগাড়ায় জমি দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ
- অরুণের দাবি, বাইরে থাকায় কর্মসূচিতে যোগ দেননি
- আনন্দময়ের প্রতিক্রিয়া, যেতে পারেননি ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে
- শংকরের সাফাই, সবাইকে থাকতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই
- সাতদিন সময়সীমা বেঁধে বিডিও-কে স্মারকলিপি বিজেপির

# গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু তিন বানর শাবকের

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ১৯ জুলাই :** অমানবিক বললেও কম বলা হয়। গাড়ি চাপা পড়ে একসঙ্গে তিনটি বানর শাবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার। এই ঘটনার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে নেটাগরিকদের। যে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে বানর শাবকদের এমন পরিণতি, সেই গাড়ির চালককে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। সংরক্ষিত বনের রাস্তায় কেন দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল করবে, এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

ওইদিন বিকেলে সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের ভারতীয় প্রতিনিধি ঋকজ্যোতি সিংহ রায় এবং অজয় মুন্ডা গাড়িতে চেপে সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের পিছনের রাস্তা দিয়ে বাগডোগরা বনাঞ্চলে প্রবেশ করেন। জংলিবাবা মন্দির এবং টিপুখোলার রাস্তার দিকে এগোতেই তিনবাতি ওয়াচ টাওয়ারের কাছে পৌঁছে হঠাৎ তাঁরা লক্ষ করেন, তিনটি বানর রাস্তায় পড়ে রয়েছে।

ঋক বলছেন, 'আমরা বনে হাতির গতিবিধি দেখতে এসে ওই এলাকায় তিনটি বানর শাবককে দেখতে পাই। দুটি শাবক মারা গেলেও একটির দেহে তখনও প্রাণ ছিল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এরপর শাবকটিকে বাঁচানোর জন্যে গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করতেই একদল বানর আমাদের ওপর হামলার চেষ্টা করে। তবুও আমরা গাড়ি থেকে নেমে বানরটিকে বাস্কেটে তুলে নকশালবাড়ি প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাই।'

তখন বিকেল প্রায় চারটে। 'চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ থাকায় এক বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইলাম। সে থাকে ২০ কিমি দূরে। ফের গাড়ি নিয়ে ছুটলাম। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। পথেই মারা গেল শাবকটি', আক্ষেপের সুরে বললেন ঋক। তাঁর সংযোজন, 'এই রাস্তায় সবসময় বন্যপ্রাণীর যাতায়াত। এজন্য গাড়ির গতি সর্বক্ষণ কম রাখা উচিত। কিন্তু কে কার কথা শোনে!' গাড়ির গতি কম থাকলে হয়তো তিনটি শাবক প্রাণ হারাত না বলে তাঁর মত।

*তখনও দেহে প্রাণ। বানর শাবককে বাঁচানোর চেষ্টা। শেষরক্ষা হয়নি।*

**গতির বলি**

- বাগডোগরায় তিনবাতি ওয়াচ টাওয়ারের কাছে গাড়ি চাপা পড়ে তিন বানরের মৃত্যু বৃহস্পতিবার
- খবর চাউর হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ নেটিজেনদের
- গাড়ির গতি কম থাকলে তিনটি শাবক এভাবে প্রাণ হারাত না বলে মত বিশেষজ্ঞদের
- বানরদের চলন্ত গাড়ি থেকে খাবার ছুড়ে দেওয়ার অভ্যাস বন্ধের আর্জি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের

এদিকে, ঘটনা প্রসঙ্গে শুক্রবার কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।' ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরাও। নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুজিৎ বসু বলেন, 'কিছু মানুষ বানরদের উদ্দেশে চলন্ত গাড়ি থেকে খাবার ছুড়ে দেন। বানররা সেই খাবারের লোভে গাড়ি দেখলেই ছুটে যায়। এর ফলে আঘাত লাগে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হয়। বন বিভাগের উচিত, এভাবে খাবার ছুড়ে দেওয়ার অভ্যাস কঠোরভাবে বন্ধ করে দেওয়া।'

মহারাষ্ট্রের পুনের বন বিভাগ কঠোরভাবে নির্দেশ জারি করে এভাবে খাবার ছুড়ে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানান অনুজিৎ। তাঁর কথায়, 'বানরদের বনে খাবার সংগ্রহ করার অভ্যাস থাকলে এমন দুর্ঘটনা আর ঘটবে না।'

# বিনা নিমন্ত্রণে বিয়েবাড়িতে ঢুকে চুরি

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** থ্রি ইডিয়টস ছবিতে র‍্যাঞ্চো, রাজু আর ফারহানের 'ইউনিফর্ম' পরে সটান বিয়েবাড়িতে ঢুকে পেটপুরে খাওয়াদাওয়ার দৃশ্য আজও মনে পড়লে হাসির রোল ওঠে। বিনা নিমন্ত্রণে বিয়েবাড়িতে ঢুকে খাওয়াদাওয়া করে চলে আসার ঘটনা বাস্তবজীবনে নতুন কিছু নয়। তবে শহর শিলিগুড়িতে এবার ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। বিনা নিমন্ত্রণে বিয়েবাড়িতে এসে পেটপুরে খেয়ে চুরি করে পালাল এক ব্যক্তি।

জুনের শেষদিকে ছিল শিবনাথ ঘোষের মেয়ের বিয়ে। অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে মিটে যাওয়ার পর সম্প্রতি তাঁরা ওইদিনের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পান। সেখানেই পুরো বিষয়টি ধরা পড়ে। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, সবুজ ব্লেজার, ভেতরে হলুদ জামা, ব্লু জিন্স আর স্পোর্টস শু পরে ধোপদুরস্ত এক ব্যক্তি বিয়েবাড়িতে ঘোরাঘুরি করছে। ব্যস্ততার মাঝে তার প্রতি নজর পড়েনি কারও। বরযাত্রী আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঘোষ পরিবার। সেই ফাঁকেই ওই ব্যক্তি ঢুকে পড়ে বিয়েবাড়িতে। জমিয়ে চলে খাওয়াদাওয়া। প্রায় আড়াই ঘণ্টা থাকার পর সকলের নজর এড়িয়ে একটা সাদা ব্যাগ নিয়ে চুপচাপ চম্পট দেয় সে।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে শিবনাথ বলেন, 'মেয়ের বিয়ের জন্য বর্ধমান রোডের একটি ভবন ভাড়া নিয়েছিলাম। বাড়ির মহিলারা আমন্ত্রিতদের থেকে পাওয়া সোনা, টাকা সমস্ত কিছু একটি সাদা ব্যাগে রাখেন।' রাতের দিকে হঠাৎ তাঁদের নজরে আসে, ওই সাদা ব্যাগটা নেই। কোথায় গেল? উত্তর খোঁজার সময়টুকু পাননি তাঁরা। মেয়ের রিসেপশনের জন্য ছুটতে হয় কলকাতায়। সম্প্রতি ওই ভবন থেকে পাওয়া সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ তাঁদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়।

ভরা বিয়েবাড়িতে এত লোকের মাঝে চুরির ঘটনা চাক্ষুষ করে প্রথমে খানিকটা হতবাক হয়ে যান শিবনাথ। এরপর তিনি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সহ শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'চোর বাইকে এসেছিল। রাস্তায় দুটো শপিং মল রয়েছে। সেখানকার সিসিটিভি ক্যামেরা খতিয়ে দেখলে আরও অনেককিছু জানা যাবে। পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টা দেখলে ভালো হয়।' এদিকে ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ওই ব্যক্তি সাদা ব্যাগটার ওপর নজর রেখেছিল। এরপর সুযোগ বুঝে গিফট গুছিয়ে রাখার অছিলায় ওই ব্যাগ স্টেজ থেকে নামার একপাশে রেখে দেয়। এরপর স্টেজের পাশে এসে ওই ব্যাগটি লাল রঙের আরেকটি ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। তারপর বিয়ের আসর থেকে সে বেরিয়ে আসে। আপাতত গিফট ফিরে পাওয়ার আশায় রয়েছে শিবনাথের পরিবার।

*সিসিটিভিতে চিহ্নিত চোর।*

**ঘটনাক্রম**

- জুনের শেষদিকে বিয়ে হয় শিবনাথ ঘোষের মেয়ের
- ধোপদুরস্ত হয়ে সেদিন বিয়েবাড়িতে ঢোকে এক ব্যক্তি
- ব্যস্ততার সুযোগে সোনা, টাকা রাখা ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় সে
- সম্প্রতি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে পুরো বিষয়টি জানতে পারেন শিবনাথ
- শিলিগুড়ি থানায় ফুটেজ সহ লিখিত অভিযোগ দায়ের

*ইসলামপুর শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। শুক্রবার।*

**সমীক্ষা শেষের পথে**

# উচ্ছেদ অভিযানের আশ্বাস প্রশাসনের

**অরুণ ঝা**

**ইসলামপুর, ১৯ জুলাই :** তিস্তা প্রকল্প এবং পূর্ত দপ্তরের জমি জবরদখলকারীদের রেয়াত করবে না প্রশাসন, হুঁশিয়ারি দিলেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আবদুল শাহিদ। পুরসভা এবং প্রশাসন যৌথ অভিযান চালিয়ে পূর্ত দপ্তরের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেয় শুক্রবার। অভিযোগ, চতুর্থ শ্রেণির এক সরকারি কর্মচারী ওই নির্মাণ গড়ে তুলেছিলেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন প্রশাসনের কর্তারা।

এদিকে, অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শহরজুড়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের পুর চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ওই প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, হকার্সদের চিহ্নিতকরণের জন্য সমীক্ষা প্রায় শেষের পথে। পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করে হকার্স জোন খুব তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করা হবে।

গতবছর ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন এবং পুরসভা শহরের নানা প্রান্তে থাকা অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তবে নিয়মিত অভিযান না হওয়ার কারণে পরিস্থিতি ফের আগের চেহারা নেয়। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবরদখল নিয়ে কড়া অবস্থান নেওয়ার পরই পুনরায় নড়েচড়ে বসেছিল মহকুমা প্রশাসন। গত মাসের শেষের দিকে প্রশাসন এবং পুরসভা যৌথভাবে দখলদারদের সরে যাওয়ার বার্তা দিতে মাইকে প্রচার চালিয়েছে। সাতদিনের সময়সীমা দেওয়া হয় তখন। ৪ জুলাই থেকে উচ্ছেদ অভিযান এবং আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে মাইকে ঘোষণাও করা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে উচ্ছেদ অভিযানে লাগাম টানায় পুরো বিষয়টি থমকে যায়।

মহকুমা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট কমলকান্তি তলাপাত্র হকার এবং জবরদখলকারীদের চিহ্নিত করতে সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলছিলেন, 'সমীক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে। এদিন আমরা ১১ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলেই টানা অভিযান চলবে।' ইসলামপুর শহর তো বটেই, ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ এলাকায় তিস্তার জমি জবরদখলের প্রবণতা মারাত্মক আকার নিয়েছে বলে অভিযোগ। বিশেষত, রামগঞ্জে জমি মাফিয়ারা অত্যন্ত সক্রিয় বলে দাবি সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের।

মহকুমা শাসকের বার্তা, 'তিস্তা এবং পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে যারা কারবার এবং নির্মাণ করেছে, তাদের রেয়াত করা হবে না। নোটিশ ধরিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালানোর পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপ করা হবে।' কানাইয়াও বলেছেন, 'দখলদারদের চিহ্নিত করে সমীক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এদিনও উচ্ছেদ হল। অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বড় আকারে অভিযান শুরু হবে।' এর আগেও মাইকে প্রচার চালিয়ে হঠাৎ থমকে গিয়েছিল সবকিছু। এবার প্রশাসনিক এবং পুরকর্তারা আশ্বাস দিলেও শেষপর্যন্ত এসবের বাস্তবায়ন হবে কবে, ধন্দে শহরবাসীর একাংশ।

**কী পরিস্থিতি**

- অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই উচ্ছেদ অভিযান শুরু, দাবি কানাইয়ালালের
- হকার চিহ্নিতকরণের জন্য সমীক্ষা প্রায় শেষের পথে
- পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করে হকার্স জোন খুব তাড়াতাড়ি চিহ্নিত হবে
- দখলদারদের সরে যাওয়ার বার্তা দিয়ে মাইকে প্রচার, সময়সীমা
- উচ্ছেদ অভিযানে লাগাম টানায় বিষয়টি থমকে যায়

## রাজুর কার্যালয় ঘেরাও, মঞ্চের অবস্থান

**বাগডোগরা, ১৯ জুলাই :** দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের মাটিগাড়ার কার্যালয় ঘেরাও করে অবস্থানের পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখাল মাটিগাড়া ব্যবসায়িক ও মাটিগাড়া জনগণের স্বার্থরক্ষা কমিটি মঞ্চ। প্রায় শ-দেড়েক মানুষ শুক্রবার সাংসদের খাপরাইল রোডের কার্যালয়ে গিয়ে অবস্থানের পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখান। এদিন সাংসদ সেখানে না থাকায় তাঁর আপ্তসহায়কের হাতে একটি আবেদনপত্র তুলে দেওয়া হয়। মঞ্চের সদস্য বিজন সাহা জানান, সাংসদকে মাস দুয়েক আগে স্মারকলিপি দিয়ে ব্লক ফ্লাইওভার তৈরির বিরুদ্ধে জানানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, দু'মাস ধরে আন্দোলন চলছে। ১১ জুলাই থেকে নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তথাপি সাংসদের কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। মাটিগাড়ার প্রায় দুই লাখ মানুষ এনিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ। এদিন খগেশ্বর রায় এবং ভূপেন সিংহের নেতৃত্বে পাথরঘাটার বাসিন্দারাও অবস্থানে যোগ দেন।

তৃণমূলের মাটিগাড়া অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মন, শিক্ষক রতন চক্রবর্তী, মাটিগাড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক ডাঃ মলয় বাগচী, ব্যবসায়ী তপন ঘোষ, বাপ্পা দে, রাজেশ মাহাতো প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা জানান, মাটিগাড়ায় ব্লক ফ্লাইওভার নয় এলিভেটেড ফ্লাইওভার করা হোক। এই দাবিতে মাটিগাড়ার সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রের ভূতল পরিবহণমন্ত্রী, স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ, মেয়র, জেলা শাসক, এশিয়ান হাইওয়ের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সহ সবাইকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।

### দখল নিয়ে নয়া বিতর্কে তৃণমূল নেতা

# পঞ্চায়েতের জমিতে স্কুল

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** শুধু খাসজমিতে বহুতল স্কুলবাড়ি তৈরি নয়, এবার তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি দখলের অভিযোগ সামনে এল। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি দখল করে বহুতল ওঠার পরও তা নাকি জানা নেই প্রধানের। যে কারণে ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তাদের যোগসাজশের অভিযোগ তুলছেন অনেকে। একের পর এক অভিযোগ উঠলেও হাত পড়ছে না মাটিগাড়া ব্লকের বালাসন কলোনিতে মাথা তুলে দাঁড়ানো বিতর্কিত ভবনটিতে। যদিও নতুন করে তদন্তের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস এবং বিএলএলআরও ক্লেমেন্ট ভুটিয়ার কাছ থেকে।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পম্পা বর্মনের স্বামী তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মনের স্কুল ভবন নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। জমির চরিত্র বদল না করে কৃষিজমিতে কীভাবে তিনতলা স্কুল ভবন তৈরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগেই। বিল্ডিং প্ল্যান পাশ ছাড়া যে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে, সেই অভিযোগও পুরোনো। এবার দেখা যাচ্ছে, ভবনটির একটা অংশ তৈরি হয়েছে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে।

কয়েক বছর আগে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে বালাসন কলোনিতে ৮৭ নম্বর দাগে ১৫ ডেসিমাল জমি দেওয়া হয়েছিল আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে। অভিযোগ, স্কুল ভবন তৈরির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই জমির একটা অংশ দখল করেছেন তৃণমূল নেতা প্রতাপ। এমন অভিযোগ তুলে বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলছেন, 'তৃণমূল করার জন্য প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। তবে আমরা ছেড়ে কথা বলব না। গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি ফেরত দিতে হবে। প্রয়োজনে বিল্ডিং ভাঙতে হবে।'

যদিও জমিটি আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের, তা তাঁর জানা নেই বলে দাবি করেছেন প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ। তিনি বলছেন, 'ওখানে একটা স্কুল রয়েছে বলে জানি। কিন্তু স্কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতে গড়ে উঠেছে, এমনটা আমার জানা নেই। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর বলতে পারবে।'

মাটিগাড়ার বিএলএলআরও ক্লেমেন্ট ভুটিয়ার বক্তব্য, 'এমন অভিযোগ আমরা পেয়েছি। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিয়ে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে একবার শুনানি হয়েছে।' তবে একাধিকবার ফোন করার পরেও সাড়া দেননি প্রতাপ। ফোন ধরেননি তাঁর স্ত্রী পম্পাও।

জানুয়ারি মাসের শুরুতে প্রতাপের স্কুল নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। কৃষিজমির পাট্টায় কী করে তিনতলা স্কুল ভবন তৈরি হল এবং তা বিল্ডিং প্ল্যান পাশ ছাড়া, প্রশ্ন ওঠে। এমন বিস্তর অভিযোগ ওঠার পরে তদন্ত কমিটি গঠনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ব্লক প্রশাসনের তরফে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও কোনও পদক্ষেপ হয়নি। ফলে এবার কী পদক্ষেপ হয়, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন শিবমন্দির-আঠারোখাইয়ের বাসিন্দারা।

**তদন্তের আশ্বাস**

- কৃষিজমির পাট্টায় তিনতলা স্কুল তৈরি করেছেন তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মন
- প্ল্যান ছাড়াই বহুতলটি হয়েছে বলে অভিযোগ
- স্কুলের একটি অংশ গড়ে উঠেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতে
- সেকথা জানেন না বলে দাবি প্রধানের
- বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিচ্ছেন বিডিও এবং বিএলএলআরও

*আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি দখল করে স্কুল।*

## থানায় নালিশ শিক্ষকদের

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** এবার পুলিশের দ্বারস্থ হল স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেবক রোড়ের গান্ধিনগর রামেকবাল হিন্দি জুনিয়ার হাইস্কুলের ক্লাসরুমের বাইরের করিডরে মদের বোতল, সিগারেটের ফিল্টার পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে বলে দাবি শিক্ষকদের। স্কুল ছুটির পর অন্ধকারে এখানে নেশাড়ুদের আড্ডা জমে। পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত শিক্ষকরা। শুক্রবার স্কুল খুলতেই পুনরায় এই ধরনের কার্যকলাপের চিহ্ন পাওয়া যেতেই শেষমেশ ভক্তিনগর থানায় স্কুলের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

**স্কুলে সিগারেট, মদের বোতল**

সেবক রোডে বিশাল সিনেমা হলের পাশে রয়েছে এই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে। সেখানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩১৯ জন পড়ুয়া রয়েছে। স্কুল ছুটির পর সন্ধে নামতেই করিডর নেশাড়ুদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। অন্তত তেমনই চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি শিক্ষকদের। টিচার ইনচার্জ অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'স্কুলে রাতের অন্ধকারে যে কার্যকলাপ চলছে, তার অনেক চিহ্ন আমরা পেয়েছি। একই বিল্ডিংয়ে সকালে প্রাথমিক স্কুল হয়। এরকম চলতে থাকলে পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।'

## কলকাতা রওনা

**খড়িবাড়ি, ১৯ জুলাই :** একুশে জুলাই তৃণমূলের কলকাতা সমাবেশ। সেখানে যোগ দিতে ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে ছয়টি বাস রওনা দিল খড়িবাড়ি থেকে। দলের ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ জানান, এদিন ছয়টি বাসে ৩০০ জন এবং ট্রেনে ৫০ জন নেতা-কর্মী কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

## স্কুল পরিদর্শনে বিধায়ক

**ইসলামপুর, ১৯ জুলাই :** ইসলামপুর শহরে দুটি স্কুল পরিদর্শনে এলেন বিধায়ক বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। শুক্রবার ইসলামপুর হাইস্কুল এবং গার্লস হাইস্কুলের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। দুটি স্কুলের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন বিধায়ক। শিক্ষকদের সঙ্গে বেশ খোশমেজাজে কথা বলতে দেখা যায় করিমকে।

**ইসলামপুর**

এদিন বিধায়ক ইসলামপুর হাইস্কুলের একটি ভগ্নপ্রায় কক্ষ এবং গার্লস হাইস্কুলের বেহাল শৌচালয় ঘুরে দেখেন। বিধায়ক তহবিল থেকে অর্থবরাদ্দ করে দ্রুত এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। দুটি স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গেও কথা বলেছেন করিম। তিনি বলেন, 'সরকারি কিংবা স্কুলের কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য সময় স্কুলে আসার সুযোগ হয়ে ওঠে না। তবে এদিন স্কুলে এসে সবার সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুব ভালো লাগল।'

## রক্তদান শিবির

**বাগডোগরা, ১৯ জুলাই :** শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে শুক্রবার বাগডোগরা থানায় উৎসবের মেজাজে রক্তদান শিবির করা হয়। বৃহস্পতিবার থেকে থানা চত্বরে প্যান্ডেল তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এদিন সকাল থেকে শুরু হয় শিবির। উদ্বোধন করেন এসিপি দেবাশিস বসু। পুলিশকর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা শিবিরে আসেন। এদিন ৬৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়।

## চারাগাছ রোপণ

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** সবুজ সৃষ্টিতে এগিয়ে এল সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ)। 'এক পেড় মাকে নাম' কর্মসূচি পালন করল বিএসএফের উত্তরবঙ্গ প্রশিক্ষণকেন্দ্র। শুক্রবার বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে থেকে ১৯ হাজার ৯৫০টি চারাগাছ বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল এলাকায় রোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের নর্থবেঙ্গলের ইনস্পেকটর জেনারেল সঞ্জয় গৌড়, কমান্ডান্ট রমনকুমার শ্রীবাস্তব, বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুরের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার রাজা এম প্রমুখ। বৃক্ষরোপণ ঘিরে প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ দেখা গিয়েছে।

## সীমান্তে অভব্য আচরণে ধৃত এক

**খড়িবাড়ি, ১৯ জুলাই :** ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্টে কর্তব্যরত এসএসবি মহিলা জওয়ান সহ আধিকারিকদের সঙ্গে অভব্য আচরণ ও সীমান্তে শান্তিভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল উত্তরপ্রদেশের এক ব্যবসায়ীকে। ধৃতের নাম দর্শন সিং সিটু। তিনি উত্তরপ্রদেশের নুরপুরের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। শনিবার দুপুরে তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ। বিচারক তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

এসএসবি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ দর্শন সিং সিটু মোটর সাইকেলে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তের পুরোনো মেচি সেতু দিয়ে নেপালে যাওয়ার জন্য আসেন। সেখানে কর্তব্যরত মহিলা জওয়ানদের কাছে সীমান্ত বন্ধের সময় জানতে চান। স্বাভাবিক দিনে রাত দশটায় সীমান্ত বন্ধ হয়। বিষয়টি জেনে দর্শন ফিরে যান। রাত পৌনে দশটা নাগাদ তিনি ফের ওই সীমান্তে হাজির হন। এ সময় কর্তব্যরত মহিলা জওয়ানরা তাঁর পরিচয়পত্র দেখতে চান। তখন দর্শন তাঁদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে এসএসবি আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের সঙ্গে বচসা শুরু করেন। ইতিমধ্যে রাত ১০টা বেজে যায় ও সীমান্তের গেট বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই তিনি উত্তেজিত হয়ে চরম অভব্য আচরণ করেন। এ সময় এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ই-কোম্পানি কামান্ডান্টের নির্দেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার ভোররাতে এসএসবি ধৃতকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

*ধৃত উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ী, জামিন মঞ্জুর আদালতে। শুক্রবার।*

খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, সীমান্তে সরকারি কর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ ও শান্তিভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে দর্শনকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

## তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**ফাঁসিদেওয়া, ১৯ জুলাই :** এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল শুক্রবার। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর দধিগছের ঘটনা। মৃত বিপুল সিংহ (২৬) ওই এলাকার বাসিন্দা। এদিন তাঁর বাড়িতে শোয়ার ঘর থেকে পরিবারের সদস্যরা তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন। এরপর তাঁকে পরিবারের সদস্যরাই নিয়ে যান বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

## বিষক্রিয়ায় মৃত্যু

**চোপড়া, ১৯ জুলাই :** এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল শুক্রবার চোপড়া থানার খেমচরণগছে। মৃতের নাম আরজু শবনম (১৬)। সে স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ত। বুধবার বিষক্রিয়ায় সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখান থেকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে বহু চেষ্টার পরও বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলে চিকিৎসকরা জানান।

# সস্তায় আলু, পেঁয়াজ কিনতে লাইন

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে অভিযানে নেমেছিল টাস্ক ফোর্স। বাজারগুলিতে গিয়ে সতর্ক করেছে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতিও। কিন্তু অনেক বাজারে এখনও সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

এমন পরিস্থিতিতে সাধারণকে খানিক স্বস্তি দিতে শুক্রবার থেকে পুরনিগমের উদ্যোগে সুলভমূল্যে নির্দিষ্ট কিছু আনাজ বিক্রি শুরু করল স্বনির্ভর গোষ্ঠী। মূলত আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা ও টমেটো বিক্রি করা হচ্ছে সেখানে। তবে এদিন সকাল ৮টা নাগাদ পুরনিগমের স্টল বসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে যায়। শহরের প্রতিটি বাজারেই এদিন পুরনিগমের স্টলের সামনে ছিল উপচে পড়া ভিড়।

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সুনন্দা সাহা বলছেন, 'পুরনিগম ও সুফল বাংলার স্টলে যে আলু দিচ্ছে, তার মানও বেশ ভালো। বাজারে এতদিন ৩৫-৪০ টাকা কিলো দরে জ্যোতি আলু কিনতে হয়েছিল। পুরনিগমের স্টল থেকে অনেক কমে আলু, পেঁয়াজ পেয়েছি।'

শিলিগুড়ি শহরের বিধান মার্কেট, সুভাষপল্লি, গেটবাজার, ঘোগোমালি, হায়দরপাড়া, চম্পাসারি সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় সুফল বাংলার মাধ্যমে সুলভমূল্যে সবজি বিক্রি শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগেও সবজি বিক্রি শুরু হল এদিন থেকে। কিছুদিন আগে সবজির দাম বৃদ্ধি নিয়ে মেয়র গৌতম দেব বৈঠক করেছিলেন পুরনিগমে। সেখানে স্থির হয়, পুরনিগম স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সবজি বিক্রি করবে। সেইমতো এদিন সকালে বিভিন্ন বাজারের সামনে স্টল করে সবজি বিক্রি শুরু হয়। এদিন ক্রেতাদের প্রত্যেককে ১ কিলো আলু, ৫০০ গ্রাম পেঁয়াজ, ১০০ গ্রাম করে কাঁচা লংকা দেওয়া হয়।

এদিন শহরের প্রায় ১০টি বাজারে ২৮ টাকা কিলো দরে আলু, ৩৮ টাকা কিলো দরে পেঁয়াজ বিক্রি করার কথা শুনে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। সুভাষপল্লি, হায়দরপাড়া, ঘোগোমালি, জলপাই মোড় সহ বিভিন্ন বাজারে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত সবজি বিক্রির সিদ্ধান্ত থাকলেও বিক্রি শুরুর কিছু সময়ের মধ্যে বেশিরভাগ জায়গাতেই তা শেষ হয়ে যায়।

সুভাষপল্লি বাজারে সবজি কিনতে এসেছিলেন সত্তরোর্ধ্ব পরিমল কর্মকার। তাঁর বক্তব্য, 'সুভাষপল্লি-রথখোলা বাজারের অধিকাংশ দোকানে দাম আগের মতো রয়েছে। সরকারি তরফে অভিযান করা হলেও তা কাজে আসেনি। তাই পুরনিগম যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়।'

মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'যতদিন না পর্যন্ত বাজারে দাম স্বাভাবিক হবে ততদিন পুরনিগমের তরফে এই সবজিগুলি সুলভমূল্যে সরবরাহ করা হবে।'

*সুভাষপল্লি বাজারে সুলভমূল্যে আনাজ বিক্রি। ছবি : তপন দাস*

রংদার রোববার

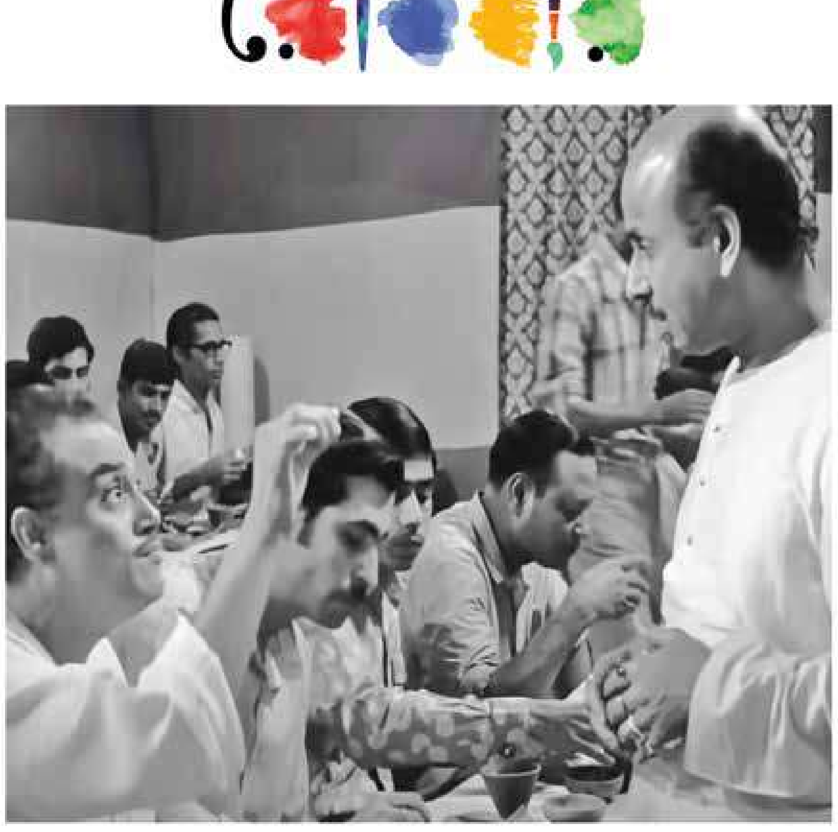

প্রচ্ছদ কাহিনী বিয়েবাড়ির ভোজ

গত সপ্তাহে দেশজুড়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল আম্বানিবাড়ির বিয়ে। বাঙালিদের বিয়েবাড়ির ধারণা তো পালটে গিয়েছে বহুদিন। সংগীত জায়গা করে নিয়েছে বাসরজাগার গানকে সরিয়ে। নানা প্রথায় লেগেছে সর্বভারতীয় রং। সবচেয়ে পালটে গিয়েছে বিয়েবাড়ির খাবারের পদ, খাবারের স্টাইল। এবার রংদার রোববারে সেই খাওয়াদাওয়ার কথা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, সুমন ভট্টাচার্য ও অমিতাভ মালাকার

গল্প : মাধবী দাস

কবিতা : কল্যাণময় দাস, তিস্তা, রঞ্জনা রায়, প্রশান্ত দেবনাথ, আভা সরকার মণ্ডল, বিপুল আচার্য ও প্রদীপ কুমার দাস

বিপুল দাসের ধারাবাহিক উপন্যাস অলীক পাখি

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

শনিবার, ৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ২০ জুলাই ২০২৪

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৬৩ সংখ্যা

## ক্ষুধার রাজ্যে ভেদাভেদ

মানুষের তিন মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। সেই চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। তবুও পরিবারের সকলকে দু'বেলা ভরপেট খাওয়ানো অনেকের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। জীবন-জীবিকার এই লড়াই অনন্তকালের। রুজিরুটির এই লড়াইয়ে ধর্ম, জাত, বর্ণ বা ভাষার ভেদ থাকে না। অথচ কোনও কোনও মহল চায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বজায় রাখতে। তাতে রাজনৈতিক লাভ হয় বটে, কিন্তু আমজনতার জীবনে কোনও পরিবর্তন হয় না।

বরং ভেদাভেদের রাজনীতির জাঁতাকলে মানুষের ক্ষতির বহর বেড়ে যায় শুধু। বিভেদের মেঘ উঁকি মারলে নাগরিক সমাজের তাই রুখে দাঁড়ানো উচিত। উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে পুলিশের একটি নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সেরকম প্রতিবাদ হওয়া উচিত নাগরিক সমাজের। আগামী সোমবার উত্তরপ্রদেশে কাঁওয়ার যাত্রা শুরুর আগে মুজফফরনগর পুলিশের এসএসপি অভিষেক সিংয়ের জারি করা ফরমানে ওই যাত্রার পথ বরাবর সমস্ত ফল, খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুডের স্টলের মালিক ও দোকানির নাম লিখে রাখতে বলা হয়েছে।

পুলিশের যুক্তি, এতে কাঁওয়ার যাত্রীরা বিভ্রান্ত হবেন না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেই এই নির্দেশিকা বলে পুলিশের দাবি। এর নেপথ্যে কারণটি এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কাঁওয়ার যাত্রীরা যাতে কোনও মুসলিম দোকানদারের কাছ থেকে খাবার না কেনেন, সেজন্য পরোক্ষে এই বন্দোবস্ত। পুলিশের হঠাৎ এমন ফরমান জারি নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে। এর পিছনে মেরুকরণের ছায়া দেখা যাচ্ছে বলে ইতিমধ্যে বিরোধী শিবির সরব।

অথচ যে কারণে দোকানদারের ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত দেখে খাবার বা অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ফরমান জারি করা হয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে লালিত ভারতের বহুত্ববাদী ভাবনার পরিপন্থী। কে কী খাবে, কে কী পরবে, কে কাকে ভালোবাসবে ইত্যাদির মতো কে কী বিক্রি করবে বা কে কার কাছ থেকে কী কিনবে, সেটা ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। নামধাম, ঠিকুজিকুষ্ঠি জানিয়ে সবজিওয়ালা, ফলওয়ালা বা মাছ-মাংস বিক্রেতাদের সবজি, ফল কিংবা মাছ-মাংস বিক্রি করতে হলে সেটা সেই অধিকার হরণের পর্যায়ে চলে যায়।

যাঁরা নিয়মিত বাজারহাট করেন কিংবা দোকানে মালপত্র কেনেন, তাঁদের সঙ্গে দোকানদারদের স্বাভাবিক কারণে সখ্য গড়ে ওঠে। ক্রেতা খোঁজ করেন ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের জিনিসটি আর দোকানদারদের কাছে সমস্ত খদ্দেরই লক্ষ্মী। ক্রেতা-বিক্রেতার এই সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্কের মাঝে ধর্ম, বর্ণ, জাত বা ভাষা ঢুকে পড়লে এ দেশের হাজার হাজার বছরের পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য ধাক্কা খেতে বাধ্য।

বহুত্ববাদ, সম্প্রীতি ইত্যাদি শুধুমাত্র কাগজে-কলমে থাকলে হবে না। দেশে এমন অজস্র নজির রয়েছে যেখানে হিন্দু ধর্মের উৎসবে মুসলিম সম্প্রদায় দলে দলে যোগ দেন। আবার মুসলিমদের উৎসবে হিন্দুরা শামিল হন। প্রকৃত ভারত এটাই। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'-এর শাসনের যে ভয়াবহ রূপ দেশভাগের সময় মানুষ দেখেছে, সেই যন্ত্রণার ক্ষত সহজে মোছার নয়। সবার ওপর মানুষ সত্য- এই সত্যের উলঙ্ঘন ঘটেছে মুজফফরনগর পুলিশের নির্দেশিকায়। বরং নির্দেশিকাটিতে মেরুকরণের উগ্র চিন্তার প্রতিফলন আছে।

বহু দোকানদার দোকানের বাইরে নিজের নাম লেখেন। সংশ্লিষ্ট দোকানদারের ব্যবসার প্রচারের জন্য ওই পন্থা নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় হেঁটে যাবে বলে পথের সমস্ত দোকানের মালিকদের নাম লিখে রাখার ফরমান বাঞ্ছনীয় নয়। এতে বিতর্ক শুরু হতেই মুজফফরনগর পুলিশ ফরমান শুধরে নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ওই ফরমানের আড়ালে যে সংকীর্ণ মানসিকতা ছিল, সবার আগে তার সংশোধন প্রয়োজন।

## অমৃতধারা

যেমন ফুল নাড়তে নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনই ভগবত তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ভাঙতে সবাই পারে,গড়তে পারে ক'জনে? ভগবান দর্শন বল,ধ্যান বল, সবই মন। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি না? ধ্যান করতে করতে মন স্থির হযে যাবে। সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে।

যখন মনে কোনও বিষয় উদিত হবে, জানবার ইচ্ছা হবে। তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন আর বুঝিযে দেবেন। যারা এসেছে, যারা আসেনি, যারা আসবে। আমার সকল সন্তানকে জানিয়ে দিও, আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে।

-সারদাদেবী

# কোথাও কালো মেঘ, কোথাও রুক্ষ পথ

উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের দুটি সাম্প্রতিক ঘটনায় বাংলার মিল পাওয়া যায়। খাপ পঞ্চায়েতের পরিধি বেড়েই চলেছে।

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

দুটো ছোট খবর। যা লিখতে গিয়ে মনে হবে, এ খবর ছোট হলে, বড় খবর কোনটা?

উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড- দুটো জায়গার খবর। যা লিখতে গিয়ে উত্তর হাতড়াতে হয়, এই ভারত কোন পথে চলছে?

প্রথমে উত্তরপ্রদেশ। সেখানকার সম্ভল জেলায় সব প্রাইমারি স্কুলের জন্য এক সরকারি নির্দেশিকা এসেছে। ১) স্কুলের কোনও ক্লাসে জুতো পরে ঢুকতে পারবে না শিক্ষক বা ছাত্র। সবার খালি পা বাধ্যতামূলক। ২) স্কুলের কর্মীদের ভারতীয় পোশাক পরতে হবে। জিনস বা টি-শার্ট একেবারে নয়। জামার ওপরের বোতাম খোলা চলবে না। ৩) পড়ুয়াদের কেউ শিক্ষকদের 'স্যর' বা 'ম্যাডাম' সম্বোধন করতে পারবে না। শিক্ষিকাদের ডাকতে হবে 'দিদি' বা 'বহেনজি' বলে। শিক্ষকদের ডাকতে হবে 'গুরুজি'। সবার মোবাইল ব্যবহার বন্ধ। ৪) দেখা হলেই বলতে হবে জয়হিন্দ বা নমস্তে।

এবার উত্তরাখণ্ডে যাই। ভারত-চিন সীমান্তের চামোলি জেলার সুভাই গ্রামে। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেখানে ঢোল বাজাতেন পুষ্কর লাল নামে এক দলিত। প্রচণ্ড অসুস্থতার জন্য তিনি এক উৎসবে ঢোল বাজাতে পারেননি। এত বড় অপরাধ? খাপ পঞ্চায়েত ডেকে সেখানকার সব দলিতদের বয়কট করা হয়েছে। বয়কটের মানে পরিষ্কার। জঙ্গলে জ্বালানি সংগ্রহে যেতে পারবেন না। জল আনা বন্ধ। স্থানীয় দোকানে ঢোকা বারণ। বারণ গাড়ি চড়া। অবশ্যই মন্দিরে ঢোকাও চলবে না আর।

এই ভারতের বুকের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে অনেক অনেক ভারত। কোনওটা কালো মেঘের, কোনওটা রুক্ষ পাথুরে পথের। কোনওদিন উত্তর বা পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের মাঝখান দিয়ে যাওয়া সাধারণ ট্রেনের সাধারণ কামরায়, কোনও ভিড় বাসের ভেতর থাকলে টের পাওয়া যাবে সেই মেঘ, সেই পাথুরে পথের। অস্বাভাবিক। আবার স্বাভাবিকও। উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের অতি সাম্প্রতিক দুটো ঘটনাতেই সেই কালো মেঘ ও রুক্ষ পাথরের গল্প লেগে রয়েছে। স্কুলের সরকারি নির্দেশিকাতেও খাপ পঞ্চায়েতের গন্ধ।

সালিশি নিয়ে ইদানীং বাংলাতেও বেশ কিছু ঘটনা উঠে আসছে। এসব সেই কালো মেঘের গল্প, রুক্ষ পাথুরে পথের গল্প। সেই মেঘ, সেই পাথর তো এসে পড়বেই- বাংলা তো ভারতের বাইরে নয়। চোপড়া বা ফুলবাড়িও ভারতেই।

গুগল পিসি সরকারের ম্যাজিক থেকে জানতে পারছি, ১৯৫৮ সালে পঞ্চায়েত নামে এক হিন্দি সিনেমা হয়েছিল। দুই নায়ক রাজকুমার, মনোজকুমার। হিট তো হিট, সুপারহিট। সাম্প্রতিক কালে নেপালি এবং ভোজপুরি দুটি ভাষায় সিনেমা সুপারহিট। নিশ্চিত, আর একটু খুঁজলে আরও সিনেমা বা থিয়েটারের হদিস পাওয়া যাবে পঞ্চায়েত নিয়ে। এখন পঞ্চায়েত নামে এক ওয়েব সিরিজ মারাত্মক জনপ্রিয়।

আসল মানেটা কী দাঁড়াল তা হলে? বহু জায়গায় পঞ্চায়েত প্রথম থেকেই খাপ পঞ্চায়েতের কাজ করে চলেছে। এবং সেটা স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছে মানুষের। মানুষের কথাটা পরে লিখলে ভালো হত। আগে আসলে তা স্বীকৃতি পেয়েছে নেতাদের। তারপর মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট অনেক দিনই খাপের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বলেছে, এটা বেআইনি, অসাংবিধানিক। তাতে কী হল প্রিয় পাঠক আমার? রাজনীতিকরা লাফ দিয়ে পড়ে বলেছেন, ম্যায় হুঁ না? চোপড়ায় হামিদুরদের তো দেখলেন!

ফেব্রুয়ারির কথা বলি। আমাদের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর দুঁদে আইনজীবী। কেনই যে হঠাৎ তাঁকে মোদি দার্জিলিং রাজভবনের বিখ্যাত ত্রিমূর্তি (মমতা-হিমন্ত বিশ্বশর্মা-ধনকর) বৈঠকের পর উপরাষ্ট্রপতি বানিয়ে দিলেন, এতদিনে তা স্পষ্ট। রাজ্যসভায় ও সভার বাইরে তিনি একেবারে বিজেপিরই প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে অভিনব সাফাই দিতে, বিরোধীদের প্রতিবাদ থামাতে জুড়ি মেলা ভার।

তা ফেব্রুয়ারিতে তিনি নয়াদিল্লির উপকণ্ঠে ফরিদাবাদে হরিয়ানা সরকারের অনুষ্ঠানে গিয়ে বলে এসেছেন অভিনব কথা। 'খাপ আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অংশ। আমরা খাপের ইতিহাস ঘাঁটলে বুঝব, খাপে কত ইতিবাচক দিক রয়েছে। খাপ ব্যবস্থা হরিয়ানার অভিনবত্ব।' খাপের ইতিহাস ঘাঁটব অবশ্যই। তার আগে ধনকর ও খাপের অতীত ইতিহাস একটু ঘাঁটি। তাতে দেখব, ওই অনুষ্ঠানের দু'মাস আগেই উত্তরপ্রদেশের জাঠদের একটি খাপ তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। চ্যালেঞ্জ করা হয় তাঁকে। কল্যাণের বিরুদ্ধে সেই খাপ পঞ্চায়েত সভায় প্রশ্ন ওঠে, কেন তিনি ধনকরকে ভেঙিয়েছেন?

এইভাবে একটা সুতো থেকে আর একটা সুতো, তৃতীয় থেকে চার নম্বর সুতো- সুতো ছাড়তে ছাড়তে বিশ্বকর্মাপুজোর ঘুড়ির আকাশ হয়ে যায়। একটার সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র এতটাই।

ধনকরের কথামতো খাপের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখব, আইন নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া স্বঘোষিত বিচারকদের রমরমা হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং ধনকরের রাজ্য রাজস্থানে। সরকারি ছাপ নেই, পঞ্চায়েতেরও ছাপ নেই- তবু এসব জায়গায় প্রশাসন ও পুলিশের থেকেও বড় ভূমিকা নিয়ে নেয় খাপ। বিশেষ করে জাঠ ও ত্যাগী সম্প্রদায়। বিচারক হিসেবে শুধুই পুরুষরা থাকত কিছুদিন আগে পর্যন্ত। প্রথম দিকে চাষবাস নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি থাকলে এরা সিদ্ধান্ত নিত। পরের দিকে এদের বিচার চলে বেশি নারীদের নিয়েই।

জাঠ পুত্র ধনকর একটা কথা ঠিক বলেছেন। খাপ সংস্কৃতি বহু যুগের। মিরাটের দিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চালু ছিল খাপ। হরিয়ানার সরওয়া খাপ তৈরি হয় ৬৬৪ এডিতে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, রাজা হর্ষবর্ধন সপ্তম শতাব্দীতে সর্ব খাপ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরও মসৃণ করে দেন। ব্রিটিশরা পর্যন্ত খাপের সদস্যদের কাজে লাগিয়েছেন নানা দুর্গম জায়গায়। হরিয়ানা-রাজস্থানে এখনও অবিশ্বাস্য এদের প্রভাব। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌতালার কুড়ি বছর আগের একটি সংলাপকে খাপ কর্তারা কাজে লাগান আজও। প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলালের ছেলে ওমপ্রকাশ বলেছিলেন, 'পঞ্চায়েত যা ঠিক করবে, সেটাই একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত।'

নিন, এবার আপনি কী করবেন!

বুদ্ধিমান ধনকর একটা তথ্য প্রকাশ করেছেন অশ্বত্থামা হত ইতি গজ স্টাইলে। চেপে গিয়েছেন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। প্রথমত, সুপ্রিম কোর্ট এক দশক আগে বলে দিয়েছে, খাপ বেআইনি। দ্বিতীয়ত, খাপ পঞ্চায়েত জাতপাতের ধারাকেই জারি রাখতে চায়। নারী, দলিত, প্রেমিক-প্রেমিকাদের ওপরই এদের যাবতীয় নজর। তথাকথিত নীচু জাতের ওপর হিংস্র আক্রমণে ওস্তাদ এরা। তৃতীয়ত, পণপ্রথা, অশিক্ষা এবং গর্ভপাত নিয়ে অবৈজ্ঞানিক ভাবনার চাষ-আবাদ করে এরা। চার নম্বর কারণ, ভূতুড়ে সব যুক্তি দিয়ে সমাজ ব্যবস্থাকেই হর্ষবর্ধনের আমলে রেখে দিতে চায়।

একটা উদাহরণ। ২০১২ সালে হরিয়ানার খাপ পঞ্চায়েতে কি বলা হয়েছিল জানেন? বলা হয়েছিল, চাউমিনের মতো বিদেশি খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে বলেই বাড়ছে ধর্ষণের সংখ্যা। ধর্ষণ কমাতে বন্ধ করতে হবে চাউমিন খাওয়া। আর এক সভায় বলা হয়, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করে দেওয়া হোক। বিবাহিত মহিলাদের ধর্ষণ করতে আগ্রহী নয় তরুণরা। ২০০০ সালে আশিস ও দর্শনা নামে দুই তরুণ-তরুণী বিয়ে করেন। ছেলেও হয় তাঁদের। দু'বছর পরে খাপ পঞ্চায়েত রায় দেয়, এঁদের গোত্র মিলছে না। বিয়ে বাতিল। এঁদের ভাই-বোনের মতো থাকতে হবে।

একই গোত্রে বিয়ে করার জন্য হরিয়ানায় মনোজ আর বাবলির কী হয়েছিল, অনেকেই জানেন। বেশিদিন তো নয়, ১৫ জুন : ২০০৭। হরিয়ানার কৈঠাল জেলার কারোরা গ্রাম। খাপ পঞ্চায়েত রায় দিয়েছিল, দুজনকেই মেরে ফেলা উচিত। অনার কিলিং। বাবলির ভাই, কাকা, খুড়তুতো ভাইয়েরা অনেকে মিলে মেরে ফেলে দুজনকেই। বাবলির পাঁচ আত্মীয়র ফাঁসির আদেশ হয়। খাপ পঞ্চায়েত প্রধান গঙ্গারাজের হয় মৃত্যুদণ্ড। সমস্যা হয় তারপরই। যে মহিলা বিচারক রায় দিয়েছিলেন, তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় ক্রমাগত। নিরাপত্তা দিয়েও লাভ হয়নি। তিনি বদলি হয়ে চলে যান চণ্ডীগড়ের কাছে। একাই লড়াই চালিয়ে যান মনোজের মা চান্দেরপতি।

কিছু কি বদলের বাতাস বয়েছে তারপর? বয়নি। খাপের নেতারা হরিয়ানাজুড়ে পথ অবরোধ চালায়। রাজ্যের সব এমপিকে বয়কট করে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের শাস্তি কমিয়ে দেয়। এবার যাবজ্জীবন। খাপের পান্ডা গঙ্গারাজ মুক্তি পেয়ে যায়। পুরোটাই নেতাদের জন্য। মনোজ-বাবলির মৃত্যু নিয়ে অন্তত তিনটি সিনেমার কথা মনে পড়ছে। গুড্ডু-রঙ্গিলা, এনএইচটেন এবং খাপ। তাতেও কি চন্দেরপতির মতো সাহসী মায়েদের কোনও জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ কমেছে? গঙ্গারাজদেরই রাজত্ব চলছে বড় বড় নেতাদের সৌজন্যে।

এসব আসলে সেই কালো মেঘের গল্প, সেই রুক্ষ পাথুরে পথের গল্প। অস্বাভাবিক। আবার স্বাভাবিকও।

**বহু জায়গায় পঞ্চায়েত প্রথম থেকেই খাপ পঞ্চায়েতের কাজ করে চলেছে। এবং সেটা স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছে মানুষের। মানুষের কথাটা পরে লিখলে ভালো হত। আগে আসলে তা স্বীকৃতি পেয়েছে নেতাদের। তারপর মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।**

## আজ

**১৯২০**

১৯২০ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সারদা দেবী।

**১৯৭২**

সংগীতশিল্পী গীতা দত্তের জীবনাবসান হয় ১৯৭২ সালে আজকের দিনে।

## আলোচিত

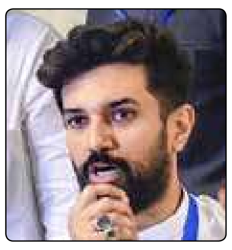

আমি একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত তরুণ। আমার লড়াই জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। দেশের যেখানেই জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দেবে, সমর্থন দূরের কথা, আমি সর্বতোভাবে বিরোধিতা করব।

- চিরাগ পাসোয়ান

## ভাইরাল/১

বিরাট কিং কোবরা উদ্ধারের ভিডিও ভাইরাল। কর্ণাটকের আগুম্বে একটি ১২ ফুটের কিং কোবরা দেখে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা দেখেন সাপটি গাছের ওপর উঠে পড়েছে। তাকে নামাতে গেলে ইয়া বড় ফণা তোলে। সাপটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

## ভাইরাল/২

মাইক্রোসফটের সার্ভার মুখ থুবড়ে পড়ায় বিঘ্নিত বিমান পরিষেবা। হায়দরাবাদের এক যাত্রী কলকাতা যাওয়ার বিমানের টিকিট কেটেছিলেন। তাঁকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হয় হাতে লিখে। হাতে লেখা বোর্ডিং পাসের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল।

## উত্তরের পাঁচালি

### মোড়ের মাহাত্ম্য

নজরে।। গঙ্গারামপুর চৌমাথার বাটা মোড়।

একেকটি জায়গার একেকরকম মাহাত্ম্য থাকে। গঙ্গারামপুর চৌমাথার 'বাটা মোড়'-এরও আছে। গঙ্গারামপুর হাইরোড চৌমাথার গঙ্গারামপুর-তপন রোডে অবস্থিত বাটা মোড় নামকরণের কেন্দ্রবিন্দু বাটা সংস্থার অনুমোদিত একটি জুতোর দোকান। আটের দশকের শেষ প্রহরে সেই দোকানটির প্রতিষ্ঠা। পরে পুরোদস্তুর আধুনিক সাজে তার বেড়ে ওঠা। এই মোড়টিও সমানভাবে বেড়ে উঠেছে। বাটা মোড়ের ডিউটি কে করবেন তা থানার রেজিস্টারে লেখা থাকে। এই মোড় প্রচুর গণ আন্দোলনের সাক্ষী। প্রতি মাসে এখানে শিশুদের জন্য পোলিও ডোজের আয়োজন করা হয়। বাটা মোড় টোটো ইউনিয়ন, বাটা মোড় বাসস্ট্যান্ড... এই মোড়ের মাহাত্ম্য ছড়িয়েই চলেছে।

–অজিত ঘোষ

### রান্নায় বাজিমাত

অনন্যা।। কমলাবালা মণ্ডল

পটল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল, শাপলা ফুলের লতা দিয়ে ইলিশ মাছ, জিভে জল আনা মন ভোলানো বিভিন্ন পাতুরি। আরও আছে। মৌরলা মাছ, ঝিঙে-পোস্ত। ডালখোলার ঝিটকিয়ার বাসিন্দা ৮৩ বছরের কমলাবালা মণ্ডল রান্না করতে ভালোবাসতেন। আজও বাসেন। আর খুব বেশি ভালোবাসেন এসব রান্না করে মানুষকে খাওয়াতে। রান্নার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করেন শিল-পাটা, খড়ির উনুন, মাটির বাসনপত্র। প্রবীণার বিশ্বাস, 'এসবে রান্না করলেই বাঙালির প্রিয় সমস্ত খাবার আরও ভালো হয়ে ওঠে।' কমলাবালার রান্নার স্বাদে মজেছে ঝিটকিয়া। বয়স বাড়ছে। কমলাবালা কিন্তু কোনওভাবেই নিজের ভালোবাসার কাজটিতে এতটুকু ঢিলে দিতে রাজি নন।

–পম্পা দাস

### কবিতায় প্রাণ

ছন্দে।। কৌশিক জোয়ারদার।

কৌশিক জোয়ারদারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা মালদায়। পেশায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। নেশা কবিতা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে শুরু করে বহু নামী পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে কৌশিকের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : গিলগামেশ কাব্য (দুই খণ্ডে), অপেক্ষার লম্বা হওয়া ছাই, দুঃখগুলো সত্যি কোরো, যাপনকথা, দ্বিধার মধ্যবর্তী শূন্যতা ইত্যাদি। প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে নীৎশে, শব্দব্রহ্ম, চিন্তা, শিল্প ও শিল্পীর মন, রামমোহন ২৫০। প্রকাশিতব্য : চিড়িয়াখাতা (কাব্য) ও নীতিদর্শনের একটি পাঠ (প্রবন্ধ)। শিশুদের জন্য 'হুল্লোড়' ও কিশোরদের উপযোগী বিজ্ঞান পত্রিকা 'অণুবীক্ষণ' তাঁর সম্পাদনায় বেশ জনপ্রিয়।

–সম্পা পাল

# এ কোন বাংলাদেশ, রাতের চেয়েও অন্ধকার

পদ্মাপারের ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে রক্তের ঢেউ। শিক্ষায় রাজনীতি ও তার ভারসাম্য শাসকের নিয়ন্ত্রণের প্রায় বাইরে।

**নীলাদ্রি দেব**

বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলাম তারুণ্য, দেখেছিলাম মানচিত্রের জমিনের মতো সবুজ যুবদের উদ্যম, উৎসাহ, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আজ বাংলাদেশকে জ্বলতে দেখে ওই আবেগমাখা দৃশ্যগুলো চোখে ভাসে। ওখানে মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্ররা দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে লাগলেন ভবিষ্যতে অন্ধকার উপলব্ধি করে। এ অন্ধকার নিজস্ব ভবিষ্যতের যতটা, ততটাই দেশেরও।

সময়ের সঙ্গে আমরা আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আয়ত্ত করছি। অধিকাংশ ঘটনাপ্রবাহে নিজস্ব পাওয়া না-পাওয়ায় ভর করে, ফলাফল আন্দাজ করে সেদিকে ঝুঁকে পড়তে সচেষ্ট হচ্ছি। আর নিজেদের বারবার বোঝাচ্ছি, খারাপকে তুল্যমূল্য করে কম খারাপকে গ্রহণ করতে হবে। এটাই বিহিত। এভাবেই পালাবদল হয়েছিল বাংলাদেশেও। আওয়ামি সরকার আসার পর বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে গিয়ে দেখেছি, আলোর আভাস তো ছিল। স্বপ্ন ছিল আরও সুন্দরের। ক্রমে যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে প্রাথমিক বিষয়গুলোতে। ধীরে বিষক্রিয়া হলে এর ফল সুদূরপ্রসারী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়েছে ও হচ্ছে।

শিক্ষায় রাজনীতি ও তার ভারসাম্য শাসকের নিয়ন্ত্রণের প্রায় বাইরে। আর শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান? এ প্রশ্নেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজন এল। দেশের জনসংখ্যা, শিক্ষা, সংস্থান ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর সুতো ঢিলে হতে শুরু করেছিল বেশ আগেই।

আমাদের দেশের মতোই বাংলাদেশেও আছে এবং নেইয়ের মধ্যে যে চূড়ান্ত ফারাক, যার আছে অনেকটা আছে এবং এর সংখ্যা কম, যার নেই প্রায় কিছুই নেই এবং এর সংখ্যা বেশি, এক অদ্ভুত ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এতে অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে, বেড়েছে সামাজিক অসুস্থতা। এর দায় রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শাসক এসেছে, বদলে গিয়েছে। আর শাসন শব্দটার মধ্যেই যেহেতু স্বৈরাচার মিশে থাকে, দিন-দিন তা ফুলেফেঁপে উঠেছে।

নতুন শতাব্দীর রাজনীতি সমাজনীতি বদলে গেলেও এর সমাধান আসেনি। সময়ের ভাষ্যে লিপিবদ্ধ আজকের এই অভ্যুত্থান এখন বিশ্লেষণ করা কতটা ঠিক, তাতে প্রশ্নচিহ্ন আছে, হয়তো হলুদ বিচার থেকে যাবে, কিন্তু সবটাই মহাকালের হাতে ছাড়বই বা কীভাবে! দানা বাঁধতে সময় নিয়েছে, যুব সম্প্রদায়ের স্পর্শ তীব্র হতেই সিন্থেটিক মানুষের আত্মাও নড়ে উঠেছে। গণ অভ্যুত্থানের মতো।

গত কয়েকদিন বিশ্ব যে তরুণ শহিদদের দিকে তাকিয়ে, যারা নিজেরাই আস্ত বাংলাদেশ, ১৯, ২২ বছরের এই তরুণরাই তো ছিল নতুন বাংলাদেশের আলো। রাষ্ট্র সে আলো নিভিয়ে দিয়েছে। এভাবে কতটা আটকে রাখবে মানুষের গোল হয়ে আসা, ঘন হয়ে আসা? বারবার বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে, তারা লড়তে জানে, জিততেও। সে বাহান্ন হোক, উনসত্তর বা একাত্তর। ২০১৮-র কোটা সংস্কার আন্দোলন যে বয়ান রচনা করেছে, তাতে রক্ত লেপে দিয়েছে রাষ্ট্র। নিজেরা এতে পিছলে যাচ্ছে প্রায়। আর প্রতিরোধের ভাষা ছড়িয়ে যাচ্ছে মানচিত্র বরাবর সমস্ত ক্ষেত্রফলে। এই পরিস্থিতি অন্য এক বাংলাদেশকে চেনাল।

হ্যাঁ, নূরলদীনের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল রংপুরের আবু সাঈদকে দেখে। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতাও মনে পড়ে। 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;/ .../ যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;/.../ যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;/.../ যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়;/ নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়/ যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়/ ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।'

ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রবাহপথে বারবার বাঁধ দিতে চেষ্টা করেছে শাসক। স্রোত দু'পাড় তছনছ করে দিয়েছে। তছনছ পৃথিবীর কোনও প্রান্তের কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই আর চান না।

*(লেখক কোচবিহারের সাহিত্যিক)*

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৯১

**পাশাপাশি** : ১। বংশ, উঁচু সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশ ৩। বলিহারি, চমৎকার, সাবাস ৫। নিরানব্বই সংখ্যা ৭। অনেক, বহু, বহু রকমের, বিবিধ ৯। প্রকার, ধরন ১১। মনুষ্যজাতি ১৪। মোটা পশমের কাপড় ১৫। চাতক, তিতির, ঋষিবিশেষ।

**উপর-নীচ** : ১। ভোজন ও পান ২। পুত্র,কল্কির স্বর্গের বাগান ৩। গোরু-মোষ বেঁধে রাখার স্থানবিশেষ, গোচারণভূমি, গোশালা ৪। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ৬। চিত্রশিল্পী, লেখক ৮। বোধ নেই এমন, নির্বোধ, নাবালক ১০। ঘর, প্রাসাদ, সরাইখানা ১১। শ্রীকৃষ্ণ, বসন্তকাল ১২। কাজের দায়িত্ব বা তার চুক্তি, অদৃষ্ট, ভাগ্য ১৩। তিলমাত্র।

**সমাধান ■ ৩৮৯০**

**পাশাপাশি** : ১। আশ্বিন ৩। ভেঁপু ৫। ভেট ৬। আকাল ৮। তসর ১০। সনদ ১২। তিরিক্ষি ১৪। আভা ১৫। লাই ১৬। বরাত।

**উপর-নীচ**: ১।আমানত ২। নভেম্বর ৪।পুস্তিকা ৭। লজ্জা ৯। মোতি ১০। সখীভাব ১১। দস্তখত ১৩। রিসালা।

## ভাইরাল

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

### দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বাগুইআটিতে শুক্রবার সকালে স্কুল থেকে ফেরার পথে বাস থেকে পড়ে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার।

### প্রতারণায় ধৃত

প্রতারণার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানা। ওই তরুণ কয়েকজনের থেকে কোটি টাকা নিয়েছে বলে অভিযোগ।

### মৃতদেহ উদ্ধার

বজবজে শুক্রবার সকালে এক জ্যোতিষীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কয়েকদিন ধরেই তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিন সকালে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

### সার্টিফিকেট

ঘরে বসে পাওয়া যাবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট। আইজি ট্রাফিক সুকেশ জৈন জানান, পিসিসির জন্য থানায় গিয়ে আবেদনের প্রয়োজন নেই।

*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে ও ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদে শুক্রবার গর্জে উঠলেন এরাজ্যের বাম ছাত্রছাত্রীরা। কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি নেন তাঁরা। কিন্তু পুলিশ তাঁদের মিছিল মাঝপথেই আটকে দেয়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় তাঁদের। আটক করা হয় বেশ কিছু বিক্ষোভকারীকে। পরে অবশ্য তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ছবি : আবির চৌধুরী*

### গাড়ির কালো কাচে আপত্তি অধ্যক্ষ বিমানের

# শপথ নিয়ে ফের সংঘাত

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** শপথ নিয়ে রাজ্যপালের মনোভাবে ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা চিঠি পাঠালেন রাজভবনে। রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে শপথ নিয়ে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কার্যত রাজভবনকে বার্তা দিলেন তিনি। আসন্ন অধিবেশনে বিধানসভার নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চায় না সরকার। কালো কাচ লাগানো গাড়ি নিয়েও কড়াকড়ি চান অধ্যক্ষ।

সম্প্রতি চার তৃণমূল বিধায়কের শপথ চেয়ে রাজভবনকে চিঠি দিয়েছিল নবান্নের পরিষদীয় মন্ত্রক। সূত্রের খবর, প্রথা মেনে বিধানসভায় শপথ পাঠ করাতে রাজ্যপালের অনুমোদন চেয়েছিল রাজ্য। কিন্তু তার জবাবে রাজ্যপাল বৃহস্পতিবার যে জবাবি চিঠি দিয়েছেন, তাতে আবার সংঘাতের গন্ধ পাচ্ছে বিধানসভা। চিঠির বিষয়ে কিছু না জানালেও রাজভবন থেকে চিঠি পাওয়ার কথা কবুল করে এদিন অধ্যক্ষ বলেন, 'রাজ্যপালের চিঠির জবাবে চিঠি দিয়েছি। আশা করি, ওঁর শুভবুদ্ধির উদয় হবে।' সূত্রের খবর, চিঠিতে বিধানসভা কার্যত রাজভবনকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রথামাফিক শপথ না হলে বিধানসভার অধিবেশনে অধ্যক্ষই ফের শপথ দিয়ে দেবেন। আগামী ২২ জুলাই শুরু বিধানসভার অধিবেশন। সেক্ষেত্রে ২৩ জুলাই হতে পারে শপথ। সম্প্রতি বরানগর ও ভগবানগোলার দুই তৃণমূল বিধায়কের শপথ ১ মাস ১ দিন আটকে থাকার পর শেষপর্যন্ত একদিনের বিশেষ অধিবেশনের শুরুতে তাঁদের শপথ পাঠ করান অধ্যক্ষ নিজেই। এরপর সেই শপথকে অবৈধ বলে রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশও করেছেন রাজ্যপাল। এবারেও শপথ নিয়ে সেই একই রাস্তায় হাঁটতে চাইছেন রাজ্যপাল, এমনটাই আশঙ্কা বিধানসভার।

আসন্ন অধিবেশন ঘিরে বিধানসভার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার বৈঠক হয় বিধানসভায়। বিধানসভার নিরাপত্তার স্বার্থে মন্ত্রী, বিধায়ক, নিরাপত্তাকর্মী ও সঙ্গীদের বিধানসভায় ঢোকা, বেরোনো নিয়ে

> রাজ্যপালের চিঠির জবাবে চিঠি দিয়েছি। আশা করি, ওঁর শুভবুদ্ধির উদয় হবে।
>
> **বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়,** *অধ্যক্ষ*

সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। কিন্তু বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীদের দাবি, বাস্তবে তা মানা হয় না। প্রায়শই 'নিজের লোক' বলে বিধায়কদের সঙ্গীদের নিয়ে বিধানসভায় আসতে দেখা যায়। তাঁদের সিকিউরিটি পাসও থাকে না। শুক্রবার বৈঠকের পর নিরাপত্তায় এই ধরনের ঢিলেমি বন্দোবস্ত করা হবে না বুঝিয়ে দিলেন নিরাপত্তাকর্মীরা। গাড়ির কালো কাচ নিয়েও কড়া অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন অধ্যক্ষ। তাঁর সাফ কথা, কোনও বিধায়ক কালো কাচঢাকা গাড়ি নিয়ে বিধানসভায় ঢুকতে পারবেন না। শুধু অধিবেশন চলাকালীন নয়, সারাবছরই এই নিয়ম মানতে হবে বিধায়কদের। মূল গেটের দায়িত্বে যে নিরাপত্তারক্ষীরা থাকেন, গাড়িতে কালো কাচ থাকলে তাঁদের সামনে সেই কাচ নামিয়ে ঢুকতে হবে। নিরাপত্তারক্ষীরা কালো কাচঢাকা গাড়ি পরীক্ষা না করে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। প্রসঙ্গত, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিজেপি ও শাসকদলের অনেক নেতাই কালো কাচ লাগানো গাড়িতে চড়েন।

## ১০ শহরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য শপিং মল

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** রাজ্যের ১০টি শহরে সরকারি উদ্যোগে শপিং মল তৈরির কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবলিক-প্রাইভেট মডেলে এইসব শপিং মলের জন্য সরকার জমি দিলেও বেসরকারি সংস্থাকে মল তৈরি করতে হবে। তার দুটি তলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করতে হবে বলেও শর্ত দিয়েছে রাজ্য সরকার।

ইতিমধ্যেই এই ধরনের শপিং মলের জন্য নামী কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সেইমতো ১০টি শহর চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই শহরগুলিতে জমি চিহ্নিত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা। একমাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি চিহ্নিত করে নবান্নে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। মূলত সরকারি খাসজমিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সরকারের নিজস্ব ল্যান্ডব্যাংকের জমি থেকে শপিং মলের জন্য জমি দেওয়া যেতে পারে বলেও নবান্ন জানিয়ে দিয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের যে ১০টি শহর চিহ্নিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, চন্দননগর, বহরমপুর, দিঘা ও মেদিনীপুর। মলের দুটি তলায় শুধুমাত্র স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য পাওয়া যাবে। এর আগে কলকাতার ঢাকুরিয়ায় দক্ষিণাপণের পাশে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব মল তৈরি হয়েছে।

### তালিকায় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা

ওই পাইলট প্রোজেক্ট সফল হওয়ার পরেই রাজ্যের ১০টি শহরে এই শপিং মল তৈরির ভাবনা মাথায় আসে মুখ্যমন্ত্রীর। এই ১০টি শহরে এই মল সাফল্য পেলে ধীরে ধীরে আরও মল তৈরি করার ভাবনাও রয়েছে নবান্নের।

এই মুহূর্তে রাজ্যে ১২ লক্ষ ৫ হাজার ৯৪৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১ কোটি ২২ লক্ষ মহিলা। জয়নগরের মোয়া, সিউড়ির মোরব্বা থেকে শুরু করে হস্তশিল্প, আচার, পাঁপড় এইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তৈরি করেন। তাঁদের ব্যবসায় আরও গতি আনতে এই ভাবনা রয়েছে নবান্নের।

কারণ, এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত পণ্য বিপণনই সবচেয়ে বড় সমস্যা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি পণ্য বিপণনের জন্য সরকারি উদ্যোগে ব্র্যান্ড তৈরির কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ বিশেষ এগোয়নি। কলকাতায় একটি শপিং মল তৈরি হলেও জেলাগুলিতে তা তৈরি না করা হলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি আক্ষরিক অর্থে স্বনির্ভর হবে না।

সেই কারণেই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে কলকাতার নিউটাউনে কনভেনশন সেন্টারে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রদর্শনী করা হবে। আলিপুর জেল মিউজিয়ামের পাশে হিডকো একটি মল তৈরি করেছে। সেখানেও এই প্রদর্শনী করার ভাবনা রয়েছে।

# বোসকে সরাতে মোদির কাছে আর্জির ভাবনা

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলাদাভাবে কথা হলে রাজ্যের পাওনা আদায়ের দাবি জানানোর পাশাপাশি রাজ্যপাল পরিবর্তনের দাবিও তাঁকে জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছেন। এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁকে অপসারণের দাবি জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের যা সম্পর্ক থাকা দরকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই রাজ্যপালের সঙ্গে আদৌ কাজ করা সম্ভব নয়। আবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, যা কিছুতেই মানা সম্ভব নয়। রাজ্যের বিধায়কদের শপথ থেকে শুরু করে বিধানসভায় পাশ হওয়া একাধিক বিল আটকে রাখার অভিযোগও উঠেছে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। সরাসরি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন বলে শুক্রবার নবান্ন সূত্রের খবর।

২৭ জুলাই নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে ২৫ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাচ্ছেন। মাঝে একটা দিন ২৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর আরও অনেক কর্মসূচি রয়েছে। দলের সাংসদদের সঙ্গে মিলিত হওয়া, ইন্ডিয়া জোটের নেতারা বিশেষ করে সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে আলোচনা করার কথা রয়েছে তাঁর। ২৬ জুলাই এসব কর্মসূচির সঙ্গে ওইদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর আলাদা বৈঠক স্থির করা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের এই নিয়ে কথা হচ্ছে বলেই রাজ্য প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

এই দুজনের মধ্যে দিল্লিতে কথা হলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী কী কী দাবি জানাবেন তার একটা প্রস্তুতি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে চলছে। কেন্দ্রের কাছে পাওনা নিয়ে রাজ্যের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সহ তথ্যপ্রমাণের কাগজপত্র তৈরি করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে রাজ্যপাল আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। এসবই দিল্লি যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

### সুকান্তর বিরোধিতায় বিভ্রান্ত দল

# শুভেন্দুর সমর্থনে কুণাল, হিন্দু পরিষদ

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় কুণাল ঘোষ! অথচ সমালোচনায় সুকান্ত মজুমদার। শুভেন্দুর পাশে দাঁড়াতে সংঘের শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে এবার মাঠে নামাল আরএসএস। বুধবার দলীয় বৈঠকে সংখ্যালঘু মুসলিম ইস্যুতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর মন্তব্যের জেরে রাজ্য রাজনীতিতে যে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই চর্চায় ধন্দে পড়েছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

শুভেন্দু বলেছিলেন, 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, আর বলব না। যারা আমাদের স্বার্থ দেখবে আমরা তাদের সঙ্গে থাকব।' রাজ্য সভাপতি সুকান্ত, শুভেন্দুর এই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। সেদিন আরএসএস-এর মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের রাজনীতির ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন অনেকেই।

শুভেন্দুর এই অস্বস্তির সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আরএসএস বলেছে, একজন রাজনীতিক হিসাবে শুভেন্দু সঠিক কাজই করেছেন। সরসরি রাজনীতি থেকে নিজেদের আড়ালে রাখতে এদিন শুভেন্দুর সমর্থনে ও সুকান্ত সহ বিজেপি নেতৃত্বের ওপর ঘুরিয়ে চাপ বাড়াতে সংঘের শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে মাঠে নামিয়েছে আরএসএস। শুক্রবার কলকাতায় ভিএইচপি'র দপ্তরে বসে কার্তিক মহারাজ আরএসএস-এর সুরেই বলেছেন, 'আমরা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত। যে যেখানে আছেন, সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁকে বলতে হবে। এটাই ঠিক। গোটা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যের পরিস্থিতি ভিন্ন।' শুভেন্দুকে সমর্থন করেছেন সংঘঘনিষ্ঠ রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়।

সুকান্ত শিবিরের বিরোধিতা জেনেও শুভেন্দু জানিয়েছেন, তিনি যেটা বলেছেন সেটা সুকান্তরও মনের কথা, কিন্তু মন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতি হিসাবে প্রকাশ্যে সেকথা তিনি বলতে পারছেন না। তারপরেও শুভেন্দুর উদ্দেশে ফের কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেছেন, 'মনের কথা মনেই রাখা উচিত। প্রেসের (সংবাদমাধ্যমে) কাছে মনের কথা বলতে যাব কেন?'

এই আবহেই এদিন শুভেন্দুর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল। সুকান্তকে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা তিনি বলেছেন, 'শুভেন্দুর জুতো পালিশ করার যোগ্যতাও নেই সুকান্তর।' বিরোধী নেতা হিসাবে শুভেন্দুর প্রশংসা করে কুণাল বলেছেন, 'একমাত্র শুভেন্দুর জন্যই রাজ্যে বিজেপি দলটা এখনও প্রাসঙ্গিক। এই মুহূর্তে শুভেন্দুর ধারেকাছে পৌঁছোনোর মতো কোনও নেতা বিজেপিতে নেই।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বঙ্গে মেরুকরণের রাজনীতি ছাড়া যেমন বিজেপির পক্ষে রাজ্য দখল সম্ভব নয়, তেমনি বিজেপি যত মেরুকরণের রাজনীতিকে তীব্র করবে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক ততই মজবুত হবে তৃণমূলের। সেই কারণে শুভেন্দুর এই 'নতুন' রাজনৈতিক লাইনের প্রশংসা শোনা গিয়েছে কুণালের মুখে।

# মমতাকে চিঠি নিহত শিক্ষকের মায়ের

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** লক্ষ্মী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ধোওয়া পাহাড়ের ছবি তুলতে অযোধ্যা পাহাড়ে গিয়েছিলেন শিক্ষক সৌম্যজিৎ বসু। তখনই তিনি মাওবাদীদের খপ্পরে পড়েন। মাওবাদীরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীকে তুলে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে খুন করা হয় দু'জনকে। যে খুনের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল সারা রাজ্য। খুন করার আগে তাঁর বাড়িতে ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছিলেন মাওবাদী নেতারা। বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড় এলাকার মাওবাদীদের এরিয়া কমান্ডার অর্ণব দাম বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলেন সৌম্যজিতের মা সুমিতা বসু ও স্ত্রী স্বচ্ছতোয়া বসুকে। বলেছিলেন, কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু কথা রাখেননি অর্ণব বা অন্য মাওবাদী নেতারা। সেই অর্ণব দামই ফের খবরের শিরোনামে।

সেদিন যাঁর নির্দেশে মাওবাদীরা টাকা নিয়েছিলেন তিনিই অর্ণব বলে অভিযোগ। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সৌম্যজিতের মায়ের কাতর আবেদন, তাঁর নিরীহ সন্তানকে যারা কোলছাড়া করেছে তাদের বিচার হোক। হিংসার বদলে হিংসা নয়, তবে বিচার অবশ্যই চাই।

একইসঙ্গে অর্ণবের কাছে প্রশ্ন, তিনি কি ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? যদি না পারেন তাহলে তাঁর উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কী? কেনই বা অর্ণব হাতজোড় করে ভুল স্বীকার করবেন না, ক্ষমা চাইবেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন তাঁর মায়ের।

### গবেষণায় মন

**বর্ধমান, ১৯ জুলাই :** গুলি-বন্দুক নিয়ে লড়াই এখন অতীত। এখন পড়াশোনা নিয়েই থাকতে চান একদা রাজ্য পুলিশের ঘুম কেড়ে নেওয়া মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। শুক্রবার বললেন, 'এখন গবেষণাতেই আমি মনোনিবেশ করতে চাই।' ইতিহাস বিভাগের প্রধান সৈয়দ তানভির নাসরিন জানান, অর্ণব সামাজিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন।

## প্রয়াত ইতিহাসবিদ

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, লেখক ও মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ও সংগঠক অধ্যাপক সিদ্ধার্থ গুহ রায়ের জীবনাবসান হয়েছে। শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ কলকাতার এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মাস কয়েক আগে তাঁর ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়েছিল। কেমোথেরাপি চলছিল। কিন্তু দিন দুয়েক আগে শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে তাঁর।

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পড়ুয়াদের কাছে সিদ্ধার্থ গুহ রায় পরিচিত নাম। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কাশ্মীর : মুক্তিসংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস—একটি সমকালীন ইতিহাস', 'মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট', 'হিউম্যান রাইটস, ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অ্যান্ড পপুলার প্রোটেস্ট', 'ক্যালকাটা ট্রামওয়েমেন : আ স্টাডি অফ ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি' ইত্যাদি। এর বাইরেও তিনি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। গত চার দশক ধরে মানবাধিকার নিয়ে অকাতরে লিখে গিয়েছেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন সিদ্ধার্থ গুহ রায়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুবক্তা ও বিনয়ী এই অধ্যাপকের জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। সিদ্ধার্থের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ।

## ডিভিশন বেঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই মামলায় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও যে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিলেন তা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

# ওএমআর : তলব ডিজিটাইজড কপি

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** ২০১৪ সালের টেট নিয়ে জটিলতা চলছে। এই আবহে ২০১৭ সালের টেটের ওএমআর শিট বা উত্তরপত্রের সমস্ত ডিজিটাইজড কপি তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ২০১৭ সালের এক টেট পরীক্ষার্থীর দায়ের করা মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

২০১৭ সালে টেট দেওয়া পরীক্ষার্থী টিনা মুখোপাধ্যায় আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, টেটে অকৃতকার্য হওয়ার পর তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছ থেকে তাঁর ওএমআর শিটের কপি চেয়ে আবেদন জানান। কিন্তু তাঁকে ওএমআর শিটের একটি ফোটো কপি দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, তাঁকে যে কপি দেওয়া হয়েছে সেটি তাঁর নয়। এদিন মামলাকারীর আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ওই পরীক্ষার্থী ওএমআর শিট দেখতে চাইলে তাঁকে যে মার্কশিট দেখানো হয়, তাতে রোল নম্বর হাতে লেখা রয়েছে। কিছু উত্তরে গরমিল রয়েছে। ২০২২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের মৌখিক নির্দেশে ২০১৭ সালের ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়। তা

### গেরোয় ২০১৭-র টেট

স্বাভাবিক নয় বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদই স্বীকার করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী সুবীর সান্যাল জানান, ওই পরীক্ষার্থী মাত্র ৭২ নম্বর পেয়েছিলেন। ওই পরীক্ষায় মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছেন। ৮২ নম্বর পেলে একজন জেনারেল প্রার্থীকে কৃতকার্য বলে ধরা হয়। মামলাকারীর প্রাপ্ত নম্বর অনেকটাই কম। উল্লেখ্য, এই মামলায় আগে পর্ষদের তরফে জানানো হয়, মানিক ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওএমআর শিটের আসল কপি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই কাজ করা হয় তার যাবতীয় তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। এরপর বিচারপতিদের বিচার্য বিষয়ের ক্ষেত্র বদলের ফলে মামলাটি বর্তমানে অমৃতা সিনহার এজলাসে শুনানি হচ্ছে। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক সেই কপি জমা দেয় পর্ষদ। তাতে উল্লেখ ছিল, পর্ষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, আসল ওএমআর শিট নষ্ট করা হলেও তার ডিজিটাইজড কপি রেখে দেওয়া হবে। এদিন সেই কপি তলব করলেন বিচারপতি সিনহা। ১৪ অগাস্ট মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ওই কপি আদালতে জমা দিতে হবে পর্ষদকে।

আহ কী আনন্দ।। *হুগলি নদীতে শুক্রবার। - পিটিআই*

### শিক্ষা অনুষ্ঠানে মন্তব্য সুকান্তর

# 'কেন্দ্র-রাজ্য মিলে কাজ করা উচিত'

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** রাজ্যের স্বার্থে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রে রাজনীতি ভুলে কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা উচিত রাজ্য সরকারের। শুক্রবার নিউটাউনের বণিকসভার শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রের ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে এরাজ্যেরও শিক্ষা পরিকাঠামো বদলের সুযোগ নেওয়া উচিত।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার এক বণিকসভার উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। সেখানে সুকান্ত বলেন, 'দেশের শিক্ষার অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে এনে ২০৪৭-এর মধ্যে দেশকে বিশ্ব শিক্ষার হাবে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রের লক্ষ্য, ২০৪৭-এর মধ্যে দেশে ৫ লাখ বিদেশি ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা। তার জন্য শিক্ষায় বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরাজ্যেরও উচিত তার সুযোগ নেওয়া।' যদিও কেন্দ্রীয় নীতির বিষয়ে সহমত নয় রাজ্য। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রকের মতে, কেন্দ্র আগে শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের চেষ্টা বন্ধ করুক। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাঙালির আবেগ জড়িত। সেই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকা লজ্জাজনক।

তবে অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্যের শিক্ষা প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য দিশাহীন। কোনও নীতি নেই। শিক্ষাক্ষেত্র চরম দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের মান উন্নয়নে খোলনলচে বদলানো দরকার।' এছাড়া, কর্মশালায় শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। অধিকাংশের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে যথেষ্ট সাবধানি হওয়া দরকার। মানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে ব্যাহত হয় তাহলে তা বিপজ্জনক।

## ফিরলেন অভিষেক

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশের আগেই শহরে ফিরলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালের বিমানে তিনি দুবাই থেকে কলকাতায় পৌঁছোন। তবে তিনি চিকিৎসার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন, তা স্পষ্ট করে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়নি।

রবিবার কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের মেগা জনসভা। তার আগেই অভিষেক কলকাতায় ফেরায় ওই সভায় তিনি থাকবেন বলেই মনে করছেন দলের শীর্ষনেতৃত্ব। তবে অভিষেকের পক্ষ থেকে অবশ্য শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে তৃণমূলের এক শীর্ষনেতা জানিয়েছেন, অভিষেক দলের সেনাপতি। তিনি কলকাতায় থেকে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে থাকবেন না, এটা সম্ভব নয়। শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকলে তিনি অবশ্যই আসবেন। তাই শহিদ সমাবেশে তাঁর বক্তব্য দলীয় কর্মীরা শোনার আগ্রহে রয়েছেন।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, লোকসভা নির্বাচনে দলের ফল ভালো হলেও ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশের দিন অভিষেক অনুপস্থিত থাকলে দলের কর্মীদের কাছে ভুল বার্তা যেত। সেই কারণে অভিষেক নিজেই এই সভায় থাকতে চেয়েছেন।

পাশে আছি সব সময়ে
কেরিয়ার প্লাস

# শিবপুরের আইআইইএসটিতে এমবিএ

## আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই

হাওড়া শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি)-এ এমবিএ পড়ার সুযোগ।
কোর্সের মেয়াদ: ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স।
মোট আসনসংখ্যা: ৪৫টি। এর মধ্যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কিছু আসন সংরক্ষিত।
কোর্স ফি: প্রতি সিমেস্টারে কোর্স ফি ১, ০৪,৫০০ টাকা।
পাঠক্রম: পড়ানো হবে ম্যানেজেরিয়াল ইকোনমিক্স, প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, ম্যানেজেরিয়াল অ্যাকাউন্টিং, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, ইনফরমেশন টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট, বিজ়নেস কমিউনিকেশন-সহ নানা বিষয়।
মোট সেমিস্টার: কোর্সটি ৪টি সেমিস্টারে বিভক্ত।
আবেদন করতে হলে: কোর্সে ভর্তির আবেদন জানাতে আগ্রহীদের ইঞ্জিনিয়ারিং / সায়েন্স / হিউম্যানিটিজ় / আর্টস / কমার্স / বিজ়নেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তীর্ণ হতে হবে। যাঁরা স্নাতকের চূড়ান্ত বর্ষে পাঠরত, তাঁরাও সংশ্লিষ্ট কোর্সে আবেদন জানাতে পারবেন।
ভর্তি প্রক্রিয়া: আবেদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হবে। তারপর ইন্টারভিউ। সংরক্ষিতরা ছাড়া অন্যদের আবেদনমূল্য বাবদ জমা দিতে হবে ১৫০০ টাকা।
আগামী ৩১ জুলাই আবেদনের শেষ দিন। ওয়েবসাইট:https://www.iiests.ac.in/IIEST/Notices/?type=Admission

# নীলরতনে সিভিটি কোর্স

## আবেদনের শেষ তারিখ ৩ অগাস্ট

কলকাতা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এবার কার্ডিয়ো ভাসকুলার থোরাসিক নার্সিং নিয়ে পোস্ট বেসিক ডিপ্লোমা করার সুযোগ।
মোট আসন: ১৫টি।
কোর্সের মেয়াদ: ১ বছর।
কোর্সটি রাজ্য এবং জাতীয় নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত। তাই যাঁদের নাম সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফেরি (জিএনএম) হিসাবে নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁরাও এই কোর্সটি করার সুযোগ পাবেন।
জরুরি তথ্য: স্টাফ নার্স হিসাবে অন্তত ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সার্বিক ভাবে ৩ বছর রাজ্য সরকারি দফতরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রবেশিকার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে।
আবেদন করতে হলে: ১৮ জুলাই থেকে আবেদনের ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। ওই ফর্ম পূরণ করে ২২ জুলাই থেকে ৩ অগস্টের মধ্যে যাবতীয় নথি-সহ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে জমা দিতে হবে। প্রবেশিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি: প্রবেশিকা হবে ১০ অগাস্ট। ১৬ অগাস্ট মেধাতালিকা প্রকাশ।
ক্লাস শুরু অগাস্টের শেষ সপ্তাহে।
ওয়েবসাইট: https://www.nrsmc.edu.in/

# দ্বাদশ যোগ্যতায় ভেটেরিনারি ফার্মাসি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি ফার্মাসি অর্থাৎ পশুচিকিৎসায় ডিপ্লোমা করার সুযোগ। যোগ্যতা: প্রার্থীদের বিজ্ঞান শাখায় অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা এবং ইংরেজি নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি হবে। আলাদা করে কোনও প্রবেশিকায় প্রার্থীদের বসতে হবে না। তবে ওপেন স্কুল বা বৃত্তিমূলক বিভাগে যাঁরা দ্বাদশ উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা এই কোর্সের জন্য যোগ্য নন। আবেদনকারীদের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।
মোট আসন সংখ্যা: ৩৩টি।
প্রার্থীর বয়স: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ অনুযায়ী আবেদনকারীর বয়স ১৭ থেকে ৩১ বছর হতে হবে।
কোর্সের মেয়াদ: মোট দু-বছরের কোর্স।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ জুলাই পর্যন্ত অনলাইনে ফর্ম জমা দেওয়া যাবে।
ওয়েবসাইট: https://www.wbuafsce.org/NoticeBoard.php

# উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা পদে নিয়োগ

## আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই

কৃষিক্ষেত্রে কাজ মানেই অনেকে ভাবেন, মাঠে নেমে চারা রোপণ থেকে ফসল কাটা। জমানা বদলে গিয়েছে। কৃষিকাজেও এখন মেধাবীদের কাজ করার দেদার সুযোগ। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা পদে কর্মী নিয়োগ করা হয়ে থাকে।
সম্প্রতি, উত্তরবঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জুনিয়ার ক্লার্ক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনযোগ্য চাকরি প্রার্থীরা উত্তরবঙ্গের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এই প্রতিবেদনে জানানো হল।
যে পদে নিয়োগ: উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়ার ক্লার্ক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হবে।
মোট শূন্যপদ: উত্তরবঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়ার ক্লার্ক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য মোট শূন্যপদ রয়েছে ৫টি।
বয়সসীমা: ১ জানুয়ারি ২০২৪-এর হিসাব অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়ার ক্লার্ক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য আবেদনকারীর বয়স সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
মাসিক বেতন: উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিপ্রার্থীদের জুনিয়ার ক্লার্ক পদের জন্য প্রতি মাসে ২৭,০০০ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য প্রতি মাসে ৩৫,৮০০ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য প্রতি মাসে ৩০,৩০০ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে।
নিয়োগ পদ্ধতি: উত্তরবঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়ার ক্লার্ক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য প্রার্থীদেরকে অ্যাটিটিউড টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: জুনিয়ার ক্লার্ক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের অফলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। শুরুতে, নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটটি প্রিন্ট আউট করতে হবে। প্রিন্ট আউট করা হয়ে গেলে নিজের সমস্ত তথ্য দিয়ে ফর্মটি নির্ভুলভাবে ফিলাপ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন মূল্য জমা করতে হবে। ফর্ম ফিলাপ ও আবেদনমূল্যের প্রমাণপত্র সহ নিজের সমস্ত ডকুমেন্টস জেরক্স কপি দিয়ে একটি খামের মধ্যে দিয়ে মুখ বন্ধ করে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঠিকানায় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদন মূল্য: উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়ার ক্লার্ক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য জেনারেল/ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা করে আবেদন মূল্য দিতে হবে। তপশিলি জাতি/উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা করে আবেদন মূল্য দিতে হবে। আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: Office of the Registrar (Recruitment Section), Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar, Pin-736165, West Bengal আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২৪। ওয়েবসাইট: https://www.ubkv.ac.in/

# রেল বিকাশ নিগমে জেনারেল ম্যানেজার

## আবেদনের শেষ তারিখ ৯ অগাস্ট

নেই কাজের দুনিয়ায় রেলের চাকরির জন্য কর্মপ্রার্থীদের হা-পিত্যেশ করাটা খুব স্বাভাবিক। ফলে রেলে যেকোনও বিভাগে চাকরির জন্য চাকরিপ্রার্থীদের লম্বা লাইন পড়ে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাইয়ের জন্য।
রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের তরফে অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার পদে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আবেদনযোগ্য চাকরি প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় তথ্যাদির উল্লেখ করা হল।
যে পদে নিয়োগ: রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডে অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হবে।
মোট শূন্যপদ: রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডে অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে মোট শূন্যপদ রয়েছে ৩টি।
বয়সসীমা: রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডে অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার পদের জন্য আবেদনকারীর বয়স ৫৬ বছরের মধ্যে হতে হবে।
মাসিক বেতন: অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৯০,০০০ থেকে ২,৬০,০০০ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে।
নিয়োগ পদ্ধতি: রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডে অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডে অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে গিয়ে ক্লিক করে আবেদনপত্রটি ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করা হয়ে গেলে ফর্মটি নির্ভুলভাবে পূরণ করতে হবে। ফর্মটি পূরণ করা হয়ে গেলে নিজের সমস্ত তথ্যাদি সহ জেরক্স কপি ফর্মটির সঙ্গে দিয়ে পিডিএফ করে উল্লিখিত ই-মেলে পাঠাতে হবে।
ইমেল আইডি: rvnl.deputation@rvnl.org
আবেদন শেষ তারিখ: ৯ অগাস্ট ২০২৪।
ওয়েবসাইট: https://rvnl.org/home

# আর্মিতে টেকনিকাল অফিসার

## আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ অগাস্ট

অনেকেরই পাখির চোখ থাকে ইন্ডিয়ান আর্মিতে কাজ করার। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে এই পদে আপনিও আবেদন করতে পারেন। ইন্ডিয়ান আর্মির তরফে এসএসসি (শর্ট সার্ভিস কমিশন) টেকনিক্যাল অফিসার পদের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তুলে ধরা হল।
যে পদে নিয়োগ: ইন্ডিয়ান আর্মিতে শর্ট সার্ভিস কমিশনে টেকনিক্যাল অফিসার পদে নিয়োগ করা হবে।
মোট শূন্যপদ: ইন্ডিয়ান আর্মির এসএসসি টেকনিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে মোট শূন্যপদ ৩৮১টি।
বয়সসীমা: ০১/০৪/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ইন্ডিয়ান আর্মির এসএসসি টেকনিক্যাল অফিসার পদের জন্য আবেদনকারীর বয়স ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইন্ডিয়ান আর্মির এসএসসি টেকনিক্যাল অফিসার পদের জন্য ন্যূনতম স্নাতক পাশ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
মাসিক বেতন: ইন্ডিয়ান আর্মির এসএসসি টেকনিক্যাল অফিসার পদের জন্য প্রতি মাসে ৫৬,১০০ থেকে ১,৭৭,৫০০ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে।
নিয়োগ পদ্ধতি: ইন্ডিয়ান আর্মির এসএসসি টেকনিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ও মেডিকেল টেস্ট মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: ইন্ডিয়ান আর্মির এসএসসি টেকনিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করে প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে। আবেদন করার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নিজস্ব সমস্ত তথ্য দিয়ে ফর্মটি পূরণ করতে হবে। ফর্ম পূরণ করার পর সাবমিট করতে হবে। সবশেষে, সাবমিট করা হলে পূরণ করা ফর্মটির প্রিন্ট আউট নিতে হবে। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন।
আবেদন মূল্য: এখানে জেনারেল/ওবিসি/তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য কোনও রকম আবেদন মূল্য লাগবে না।
আবেদন শেষ তারিখ: ১৪ অগাস্ট ২০২৪।
ওয়েবসাইট: https://www.joinindianarmy.nic.in/index.htm

# মাধ্যমিক যোগ্যতায় সিকিউরিটি গার্ড ও অফিসার

## আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ জুলাই

সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি গার্ড পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আমাদের রাজ্যের সরস্বতী প্রেস লিমিটেড। রাজ্যের সকল যোগ্য প্রার্থীরা অফলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। দুটি পদে মোট শূন্যপদ কত, কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন, মাসিক বেতন কত, কীভাবে আবেদন করতে হবে, সে বিষয়ে জানানো হল।
যে পদে নিয়োগ: ১. পদ: সিকিউরিটি গার্ড
মোট শূন্যপদ: সিকিউরিটি গার্ড পদের জন্য মোট ২৪টি শূন্যপদ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিকিউরিটি গার্ড পদের জন্য চাকরি প্রার্থীদের মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। ৫০ শতাংশ নম্বরসহ মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
মাসিক বেতন: সিকিউরিটি গার্ড পদের জন্য মাসিক বেতন ২১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৪-এর হিসাব অনুযায়ী আবেদনকারীর বয়স ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
২. পদ: সিকিউরিটি অফিসার
মোট শূন্যপদ: সিকিউরিটি অফিসার পদে মোট ১টি শূন্যপদ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিকিউরিটি অফিসার পদের জন্য চাকরি প্রার্থীদের স্নাতক পাশ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। ৫০ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক পাশ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
মাসিক বেতন: সিকিউরিটি অফিসার পদের জন্য মাসিক বেতন ২৮,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৪-এর তারিখ অনুযায়ী আবেদনকারীর বয়স ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি: সরস্বতী প্রেস লিমিটেডে অফলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি, বয়সের প্রমাণ সার্টিফিকেট, অ্যাকাডেমিক মার্কশিট, কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ও বায়োডাটা একটি খামের মধ্যে দিয়ে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: To the Personnel Deparment, Saraswaty Press Ltd., 11, B.T. Road, Kolkata-700056
আবেদন শেষ তারিখ: ২৯ জুলাই ২০২৪।
ওয়েবসাইট: http://www.saraswatypress.org.in/Appointment


সেরা উত্তরকে
উত্তরের সেরা স্বীকৃতি
নবীন প্রতিভার সন্ধানে
ওগো কথাজাগানিয়া...
যে কথায় দুঃখ জাগে - জাগে সুখ, আনন্দ জাগে - জাগে অনন্ত, ক্ষতভরা মুখের ওপর সপাটে কথা বলে সমাজের আরশি—
সেইসব সেরা নবীন কথাকার ও কবিকে কথা-সম্মান প্রদান। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে আপনিই হয়ে উঠুন 'সেরার সেরা'।

সেরা গল্পকার
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা গল্প লিখুন সর্বাধিক ১৬০০ শব্দে
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তবলি দেখুন

সেরা প্রাবন্ধিক
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা প্রবন্ধ লিখুন সর্বাধিক ৯০০ শব্দে, বিষয় : আপনার পছন্দের
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তবলি দেখুন

সেরা কবি
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা লিখুন নাতিদীর্ঘ কবিতা, সর্বাধিক ২৪ লাইন
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তবলি দেখুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সাহিত্য সম্মান
মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা গোষ্ঠীর আয়োজনে সাহিত্য প্রতিযোগিতা। একজন প্রতিযোগী গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা— তিনটি বিভাগেই যোগ দিতে পারেন। পুরস্কার দেওয়া হবে পৃথকভাবে প্রতিটি বিভাগে।
লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০২৪

শর্তাবলি : প্রতিযোগীদের আবশ্যিকভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর বা কালিম্পং জেলার বাসিন্দা হতে হবে। ১ অগাস্ট ২০২৪-এর হিসাবে শুধুমাত্র ৪০ অনূর্ধ্ব লেখকরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। গল্পের সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৬০০, প্রবন্ধ ৯০০, কবিতা নাতিদীর্ঘ, সর্বাধিক ২৪ লাইন। প্রতি বিভাগের সেরা তিনটি লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। বিভাগ উল্লেখ করে ইউনিকোড ফন্টে ওয়ার্ড ফাইল ও পিডিএফ সহ লেখা পাঠান— ubscontest@gmail.com সঙ্গে দিন বয়সের প্রমাণপত্র। বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রয়োজনে শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭

## শীর্ষ আদালতে রাজ্যপালের ‘অনাক্রম্যতা’-কে চ্যালেঞ্জ নির্যাতিতার

# কেন্দ্র-রাজ্যকে সুপ্রিম নোটিশ

**৩৬১ অনুচ্ছেদ কী?**

সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তাঁর কার্যকালের মধ্যে কোনও আদালতে ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যাবে না।

**তিন নির্দেশ**

- বক্তব্য পেশ করতে হবে রাজ্য সরকারকে
- মামলায় সাহায্য করবেন অ্যাটর্নি জেনারেল
- মামলাকারী চাইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে মামলায় যুক্ত করতে পারেন

“পদ ও ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যৌন হেনস্তার মতো ঘটনাকে চাপা দেওয়া যাবে না।”
**সঞ্জয় বসু**, আইনজীবী

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৯ জুলাই :** রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চলা আইনি লড়াই শুক্রবার নতুন মোড় নিল। এদিন সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদের আওতায় রাজ্যপালের ‘অনাক্রম্যতা’ (আইনি রক্ষাকবচ)-কেই চ্যালেঞ্জ করেন নির্যাতিতা। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চে তাঁর আইনজীবী সওয়াল করেন, রাজ্যপাল হলেই কি কোনও ব্যক্তির যাবতীয় দোষ মাফ হয়ে যেতে পারে? সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে রাজ্যপাল ফৌজদারি মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। সেক্ষেত্রে একজন নির্যাতিতা সুবিচার থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফেও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্তে ছাড়পত্র চাওয়া হয়। সওয়াল শেষে মামলাটি গ্রহণ করার কথা জানিয়েছে ৩ বিচারপতির বেঞ্চ। ৩ সপ্তাহের মধ্যে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। অ্যাটর্নি জেনারেল যাতে মামলায় সাহায্য করেন সেই কথাও জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। পাশাপাশি মামলাকারী চাইলে কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই মামলায় যুক্ত করতে পারেন বলে শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে।

রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন রাজভবনেরই এক অস্থায়ী মহিলাকর্মী। রাজ্যপালের তরফে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। কিন্তু ৩৬১ অনুচ্ছেদে রাজ্যপালের আইনি রক্ষাকবচ থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যায়নি। হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। হাইকোর্ট পুলিশের তদন্তে স্থগিতাদেশ জারি করে। উচ্চ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন নির্যাতিতা। সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তাঁর কার্যকালের মধ্যে কোনও আদালতে ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যাবে না।

এদিন শীর্ষ আদালত মামলাটি গ্রহণ করায় রাজ্যপালের ওপর চাপ বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও শুক্রবার রাতে রাজভবনের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পিছু না হটার বার্তাই দেওয়া হয়েছে। পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘এটা একটা প্রক্সি-যুদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী বেশি বেতনের আইনজীবীদের এনে জনগণের অর্থ লুঠ করছেন। কিন্তু রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর এই নোংরা কৌশলে ভয় পাচ্ছেন না। তিনি দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই চালিয়ে যাবেন।’

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ জারি করার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সঞ্জয় বসু এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘পদ ও ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যৌন হেনস্তার মতো ঘটনাকে চাপা দেওয়া যাবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘রাজ্যেকে নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন নির্যাতিতা। রাজ্যপাল যেসব বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।’

মাইক্রোসফট বিভ্রাটের জের। বেঙ্গালুরুর বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ভিড়। শুক্রবার।

## নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** প্রাক্তন বিদেশসচিব বিনয় কোয়াত্রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হলেন। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।

অতি সম্প্রতি বিদেশসচিবের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন কোয়াত্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মোদি সরকার নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এক অভিজ্ঞ কূটনীতিক হিসেবে কোয়াত্রাকে আমেরিকায় ভারতের নয়া রাষ্ট্রদূত করেছে। আশা করা হচ্ছে তিনি খুব তাড়াতাড়ি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

১৯৮৮-র ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস-এর ব্যাচ কোয়াত্রা চলতি মাসের শুরুর দিকে বিদেশসচিবের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন বিক্রম মিসরি। আমেরিকায় প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তারাঞ্জিত সিং সান্ধু অবসর নেওয়ার পর থেকে পদটি শূন্য পড়েছিল। কোয়াত্রার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বিদেশমন্ত্রক ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যুগ্মসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময়ে নেপাল ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

# উড়ান সমস্যায় তৎপর কেন্দ্র

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** মাইক্রোসফটের ‘ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ’ সংকটের প্রভাব পড়েছে ভারতেও। গোটা বিশ্বের মতো এদেশেও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিমান পরিষেবা, ব্যাংকিং সেক্টর, শেয়ার বাজার ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অধিকাংশ বিমানবন্দরে বিমান নামা-ওঠায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। অসংখ্য উড়ানের সময়সূচি পরিবর্তনের পাশাপাশি বেশ কিছু উড়ান বাতিল করা হয়েছে। সমস্যার কথা স্বীকার করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, আকসার মতো সংস্থা।

ইন্ডিগো বলেছে, ‘আমাদের সিস্টেম বর্তমানে মাইক্রোসফট আউটেজ দ্বারা প্রভাবিত, যা অন্যান্য সংস্থাকেও প্রভাবিত করছে। এই সময়ের মধ্যে বুকিং, চেক-ইন, আপনার বোর্ডিং পাস অ্যাক্সেস এবং কিছু উড়ান প্রভাবিত হতে পারে।’ দিল্লি বিমানবন্দরের তরফে বলা হয়েছে, ‘বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি সমস্যার কারণে, বিমানবন্দরের কিছু পরিষেবা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যাত্রীদের অসুবিধা দূর করতে আমরা আমাদের সমস্ত স্টেকহোল্ডারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।’ এদিন দেশের নানা প্রান্তের বিমানবন্দরগুলিতে হাতে লেখা বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়েছে। সেইসব পাসের ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন অনেকে।

অবস্থা সামাল দিতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র। তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী বিভ্রাটের বিষয়ে মাইক্রোসফট এবং তার সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এই বিভ্রাটের কারণ চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের জন্য আপডেট প্রকাশ করা হয়েছে।’ যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সব পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি।

মাইক্রোসফটের ক্রাউডস্ট্রাইক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন একটি সাইবার নিরাপত্তা সংস্থার সিইও জর্জ কুর্তজ। তিনি বলেন, ‘এটি নিরাপত্তাজনিত ঘটনা বা সাইবার আক্রমণ নয়। সমস্যাটি চিহ্নিত এবং সমাধান করা হয়েছে।... গ্রাহকদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আমাদের গোটা দল সক্রিয় রয়েছে।’

প্রার্থনা হেমন্ত-কল্পনা সোরেনের। শুক্রবার গিরিডির মরং গুরুম দিশম থানে।

**আইনজীবীকে তিরস্কার**

# এটা কি ফ্যাশন প্যারেড চন্দ্রচূড়

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** সুপ্রিম কোর্টে ঠিকমতো পোশাক না পরায় নির্মাণ ভাঙার একটি মামলার শুনানি শুক্রবার শুনলেন না প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। মামলাটির শুনানিতে নিযুক্ত আইনজীবীকে পালটা তিরস্কার করেছেন প্রধান বিচারপতি। কৌঁসুলি তার পরিধানে খামতি নিয়ে যুক্তি দিতে গেলে তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে চন্দ্রচূড় বলেন, ‘দুঃখিত। আপনি যথার্থ পোশাক না পরে আসায় শুনানি শুনতে পারছি না।’ এই আইনজীবী এদিন নেকব্যান্ড পরে আসেননি। নেকব্যান্ড আইনজীবীদের পোশাকের অংশ। তিনি পরে না আসায় তাঁকে প্রধান বিচারপতির ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে।

নির্মাণ ভাঙা সংক্রান্ত মামলাটি জরুরি ছিল। তা সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় আইনজীবীকে ই-মেলে বিষয়টি জানাতে বলেন। কেন আইনজীবী পরে আসেননি তা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে বলেন, এখানে কি কোনও ফ্যাশন প্যারেড চলছে? এরপর আইনজীবীর অজুহাত, ‘তাড়াহুড়োয়’ তিনি তা পরে আসতে পারেননি। তখনই চন্দ্রচূড় মামলাটি শুনতে তাঁর অনিহার কথা জানান।

আদালতে আইনজীবীদের পোশাক সম্পর্কে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। পুরুষ, নারী নির্বিশেষে সবাইকে সাদা-কালো পোশাক পরতে হবে। কালো জোব্বার মতো পোশাকের সঙ্গে সাদা নেকব্যান্ড বাধ্যতামূলক। পোশকবিধি মানা শৃঙ্খলা মানার একটি দিক। চন্দ্রচূড় বুঝিয়ে দিয়েছেন, আদালতে তার অবহেলা তিনি বরদাস্ত করবেন না।

# নাশকতার তত্ত্ব খারিজ যোগীর পুলিশের

**গোন্ডা ট্রেন দুর্ঘটনা**

**লখনউ, ১৯ জুলাই :** গোন্ডায় চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার নেপথ্যে নাশকতার তত্ত্ব খারিজ করে দিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিশপ্ত ট্রেনটির লোকো পাইলট দাবি করেছিলেন, মোতিগঞ্জ এবং জিলাহী স্টেশনের মাঝে লাইনচ্যুত হওয়ার আগে তিনি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলেন। একজন যাত্রীও একই ধরনের দাবি করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ জানিয়েছে, সেরকম কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজি প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, গোন্ডায় কোনওপ্রকার বিস্ফোরণ ঘটেনি বৃহস্পতিবার। দুর্ঘটনার ফলে ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের ১০ থেকে ১৫টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। মৃত্যু হয় ৪ জনের। আহত হয়েছেন ৩১ জন। নাশকতার অভিযোগ ওঠার পরই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এটিএস তদন্তে নামে। রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কী কারণে ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তা জানতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটিও তদন্ত করছে। দুর্ঘটনাস্থলে বৃহস্পতিবার রাতেই পৌঁছে যান রেলের শীর্ষ ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলের ছবি তোলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের কামরাগুলিকে সরানোর কাজও শুরু হয়েছে।

ঘটনাস্থলে ছিলেন উত্তর-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সৌম্য মাথুর। সৌম্য মাথুর বলেন, ‘ডাউন লাইন যত দ্রুত সম্ভব চালু করার চেষ্টা করছি আমরা। গতকাল রাতেই আপ লাইনে ডিজেল লোকোমোটিভ চালু করার জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।’ উদ্ধারকাজে এসডিআরএফের তিনটি এবং এনডিআরএফের দুটি টিম মোতায়েন করা হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারের কাজ চলছে। রিলিফ কমিশনার্স অফিসের ডিরেক্টর অদিতি উমরাও বলেন, উদ্ধারকারী দলের পাশাপাশি একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স মোতায়েন করা হয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে।

# ভাগবতের কথায় মোদি বিরোধিতা দেখছে ইন্ডিয়া

“একজন মানুষ প্রথমে অতিমানব হতে চান। তারপর দেবতা হতে চান। তারপর ভগবান হতে চান। অবশেষে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করবেন।”
**মোহন ভাগবত**

“আমি নিশ্চিত, ঝাড়খণ্ডে লোককল্যাণ মার্গকে নিশানা করে নাগপুর থেকে অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার খবরটি স্বঘোষিত নন-বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে গিয়েছে।”
**জয়রাম রমেশ**

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্কে কি ক্রমশ অবনতি হচ্ছে? অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে দুই শিবিরের মধ্যে যে ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে তা আপাতত থামার কোনও লক্ষণ নেই। এবার আরএসএস প্রধান সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের একটি মন্তব্যে সেই দড়ি টানাটানির খেলা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দুই গেরুয়া শিবিরের লড়াইকে সামনে রেখে মোদিকে চড়া সুরে নিশানা করেছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট।

বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডে এক অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, ‘উন্নতির কি আদৌ কোনও শেষ আছে? আমরা যখন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছোই তখন দেখি আরও পথ যাওয়া বাকি রয়েছে। একজন মানুষ প্রথমে অতিমানব হতে চান। তারপর দেবতা হতে চান। তারপর ভগবান হতে চান। অবশেষে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করবেন।’ ভাগবতের এই মন্তব্যের আড়ালে মোদিকে নিশানা করা হয়েছে বলে মনে করছে বিরোধীরা। লোকসভা ভোটের সময় প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, তিনি বায়োলজিক্যাল নন। তিনি পরমাত্মার প্রতিনিধি। তাঁর ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘আমি নিশ্চিত, ঝাড়খণ্ডে লোককল্যাণ মার্গকে নিশানা করে নাগপুর থেকে অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার খবরটি স্বঘোষিত নন-বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে গিয়েছে।’

শিবসেনা ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউতও নিশানা করেছেন মোদিকে। তিনি বলেন, ‘মোহন ভাগবত একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। লোকসভা ভোটের পর দিল্লিতে সংখ্যালঘু সরকার তৈরির পর থেকে প্রকাশ্যে অনেক কিছুই বলছেন মোহন ভাগবত। কে ওই অতিমানব, কে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার, কে নন-বায়োলজিক্যাল ব্যক্তি সেটা সকলেই জেনে গিয়েছেন।’ শিবসেনা (ইউবিটি) নেতার বক্তব্য, ‘দেশে একটি সংখ্যালঘু সরকার থাকা সত্ত্বেও দেশে যা হচ্ছে সেটা সংবিধান এবং গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। এই দেশে অতিমানব হচ্ছেন শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ। যে ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বর ভাবছিলেন, তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন সেই সাধারণ মানুষ।’

## প্রয়াত ভিয়েতনামি নেতা নাগুয়েন ফু

**হ্যানয়, ১৯ জুলাই :** প্রয়াত হলেন ভিয়েতনামের প্রবাদপ্রতীম নেতা নাগুয়েন ফু ট্রং। বৃহস্পতিবার মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নাগুয়েনকে দেশের বিদেশনীতি এবং আর্থিক বিকাশের জনক বলা হয়। একদশকের বেশি সময় ধরে ভিয়েতনামকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাগুয়েন। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভিয়েতনামের সম্পর্ক ইতিবাচক মোড় নেয়। ভারত-ভিয়েতনাম দৃঢ় সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন নাগুয়েন। তবে তাঁর আমলে চিন-ভিয়েতনাম টানাপোড়েন তীব্রতর হয়েছিল। নাগুয়েনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট টু লাম।

## ইসরো প্রধানের নয়া সাফল্য

**চেন্নাই, ১৯ জুলাই :** ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথের নামের আগে সরকারিভাবে জুড়ে গেল ‘ড.’ উপাধি। গবেষণা শেষ করে আইআইটি মাদ্রাজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রধান। আইআইটি মাদ্রাজের ৬১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে ডক্টরেট শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। তাঁর গবেষণাপত্রের নাম ‘ভাইব্রেশন রেসপন্স স্টাডিজ অন মডিফায়েড হাইপার ইলাস্টিক মেটেরিয়াল মডেলস ফর অ্যাপ্লিকেশন এরোস্পেস সিস্টেমস’। এস সোমনাথের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টর অধ্যাপক ভি কামাকোটি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. পবন গোয়েঙ্কা।

## বাইডেনের সরে দাঁড়ানোর জল্পনা

**ওয়াশিংটন, ১৯ জুলাই :** নভেম্বরের ৫ তারিখের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন বাইডেন। কিছুদিন আগে সরে না দাঁড়াতে অনড় থাকলেও তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করছেন। এই বিষয়ে বাইডেনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চলতি সপ্তাহের শেষদিকে জানা যেতে পারে। বাইডেনের জায়গায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হতে পারেন কমলা হ্যারিস।

নির্বাচনি দৌড় থেকে বাইডেনকে সরে দাঁড়ানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের চাপ, ২৭ জুন ট্রাম্পের সঙ্গে মুখোমুখি বিতর্কে বাইডেনের ধরাশায়ী হওয়া, প্রকাশ্য সমাবেশে বেসুরো আচরণ, বয়সের ভার, কোভিডের হানা সর্বোপরি পেনসিলভেনিয়ায় সাম্প্রতিক নির্বাচনি সমাবেশে ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের জয়ের ক্ষমতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে অনেকেরই বিশ্বাস। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দুই হেভিওয়েট নেতা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ন্যান্সি পেলোসি পর্যন্ত জানিয়েছেন, বাইডেনের পক্ষে ট্রাম্পকে হারানো সহজ নয়। তাঁরা দু’জনেই চাইছেন, বাইডেন সরে দাঁড়ান।

# ভগবান রক্ষা করেছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ট্রাম্পের

**উইসকনসিন, ১৯ জুলাই :** রাখে কৃষ্ণ মারে কে! বরাতজোরে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে অনেকটা এভাবেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘ভগবান পাশে ছিলেন। তাই প্রাণে বেঁচেছি। তিনি না বাঁচালে আজ এখানে আমার থাকা হত না, দেওয়া হত না বক্তৃতাও।’ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার উইসকনসিন প্রদেশের মিলওয়াকি শহরে আয়োজিত রিপাবলিকানদের সভায় বেশ নাটকীয়ভাবে কথাগুলি বলেন ট্রাম্প। জবাবে জনতাও চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, ‘হ্যাঁ, আপনি আছেন, আপনি থাকছেন।’

মিলওয়াউকিতে দলীয় কনভেনশনের চতুর্থ দিনে রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দলের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ট্রাম্প মঞ্চে ওঠার সময় দেশাত্মবোধক গান ‘গড ব্লেস দ্য ইউএসএ’ গাইছিলেন লি গ্রিনউড। তাতে গলা মেলাতে দেখা যায় সমবেত দর্শকদেরও। ভাষণ শুরুর আগে পেনসিলভেনিয়ার সমাবেশে বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত ৫০ বছর বয়সি দমকলকর্মী কোরি কম্পেরাতোর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন ট্রাম্প। নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে গিয়েই মৃত্যু হয় কোরির।

এদিন প্রায় ৯১ মিনিট বক্তৃতায় তিনি বলেন, ‘গোটা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য আমি লড়ছি, অর্ধেক আমেরিকার জন্য নয়। কারণ, অর্ধেক আমেরিকার জন্য জয়ী হওয়াকে ঠিক বিজয় বলা যায় না।’ বক্তব্যের শুরুতে ট্রাম্প এমন ঐক্যের কথা বললেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সুর পাল্টাতে থাকে। তিনি ন্যান্সি পেলোসিকে ‘উন্মাদ’ বলে উল্লেখ করেন। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কারচুপি করেছেন বলে অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প। রিপাবলিকান এই নেতা বলেন, ‘নির্বাচনে এমন ফল আমরা আর কখনো হতে দেব না। তারা কোভিড নিয়েও প্রতারণা করেছে।’

ট্রাম্প বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে ১০ জন প্রেসিডেন্টের কথা ভাবুন। সবচেয়ে খারাপ ১০ জন। এরপর তাঁদের সবার কর্মকাণ্ড একসঙ্গে করে মূল্যায়ন করুন। দেখবেন, বাইডেন একাই যতটা ক্ষতি করেছেন, তাঁরা সবাই মিলেও ততটা ক্ষতি করতে পারেননি।’

বৃহস্পতিবার কনভেনশনে কোরি কম্পারেটরের হেলমেটে চুমু খান ট্রাম্প। তিনি কোরির ইউনিফর্মটিও জড়িয়ে ধরেন।

বক্তব্যের একপর্যায়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি সেই মানুষ, যে কিনা দেশের জনগণের জন্য গণতন্ত্র রক্ষায় কাজ করছি।’ নতুন করে ক্ষমতায় গেলে তেল উত্তোলনের জন্য খননকাজ চালাবেন এবং সীমান্ত বন্ধ করে দেবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প।

শনিবার এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময়ে বছর কুড়ির এক বন্দুকবাজ ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। কানে আঘাত লাগলেও অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ট্রাম্প। হামলাকারীর নাম থমাস ম্যাথু ক্রুকস। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে নিহত হন।

# বাংলাদেশ ছাড়ছেন ভীত ভারতীয়রা

পুলিশের মারে দিশেহারা বিক্ষোভকারীরা। ঢাকায় শুক্রবার।

**ঢাকা, ১৯ জুলাই :** সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের জেরে গত কয়েকদিন ধরে অশান্ত বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার কমপ্লিট শাটডাউনের ডাক দিয়েছিলেন সে দেশের পড়ুয়ারা। শুক্রবারও শাটডাউন অব্যাহত থাকে। ছাত্র আন্দোলন রুখতে শেখ হাসিনা সরকার কড়া মনোভাব নেওয়ায় বৃহস্পতিবারের মতো শুক্রবারও দেশজুড়ে দফায় দফায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়েছেন সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয় ও পড়শি নেপাল ও ভুটানের নাগরিকরা। যদিও বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা নিরাপদেই রয়েছেন। পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে নয়াদিল্লির।

এদিকে অশান্তির আঁচ থেকে বাঁচতে ভারতীয়, নেপালি ও ভুটানি মিলিয়ে তিন শতাধিক বিদেশি বাংলাদেশ ছেড়ে মেঘালয়ের ডকি চেকপোস্ট পেরিয়ে ভারতে চলে এসেছেন বলে খবর। বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা যাতে নিরাপদে দেশে ফিরতে পারেন তা নিশ্চিত করতে মেঘালয় সরকার বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখেছে।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র এদিন বলেন, 'বাংলাদেশে ভারতের প্রায় সাড়ে আট হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। বিপুল সংখ্যক সেখানে মেডিকেল পড়েন। প্রত্যেকেই নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছেন। ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন তাঁরা। আমরাও তাঁদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখছি। কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমরা প্রস্তুত।' বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সাড়ে আট হাজার ভারতীয় পড়ুয়া এবং ১৫ হাজার নাগরিক বসবাস করছেন। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর নিজে গোটা বিষয়টির ওপর নজর রাখছেন।'

মেঘালয় সরকারের এক মুখপাত্র শুক্রবার জানিয়েছেন, 'এদিন বিকাল পর্যন্ত ডকি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ৩১০ জন বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছেন। এঁদের মধ্যে ২০২ জন ভারত, ১০১ জন নেপাল এবং ৭ জন ভুটানের নাগরিক। বাংলাদেশে আটকে পড়া ভারতীয়রা যাতে নিরাপদে ফিরতে পারেন, তার জন্য ঢাকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মেঘালয়ের বাসিন্দাদের সুবিধার্থে হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।' অন্যদিকে বাংলাদেশের গোলমালে আটকে পড়া অসমিয়াদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে তৎপরতা দেখা গিয়েছে অসমের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারেরও।

# বিজেপির রিপোর্টে নিশানায় যোগী

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির ভরাডুবির জন্য প্রকারান্তরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকেই দায়ী করা হল দলীয় রিপোর্টে। সপা-কংগ্রেস জোটের কাছে দলের হারের নেপথ্যে মূলত ৬টি কারণ খুঁজে বের করেছে বিজেপি। সেগুলি খতিয়ে দেখার পর যোগী আদিত্যনাথের সরকারের কাজকর্ম নিয়েই প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে। ভোটে হারের জন্য ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রতাপ মৌর্যের শিবিরের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেছিলেন মৌর্য এবং উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি ভূপেন্দ্র চৌধুরী। তাঁরাও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্মকে দায়ী করেছিলেন। যদিও যোগী ঘনিষ্ঠমহলে বিজেপির খারাপ ফলের জন্য দলের কিছু নেতার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। এদিকে বিজেপির অন্দরের কোন্দল বাড়ছে দেখে পালটা খোঁচা দিয়েছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'মনসুন অফার চলছে। ১০০ জনকে নিয়ে আসুন। সরকার গড়ুন।'

বিজেপির দলীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস, সরকারি চাকরিতে ঠিকাকর্মী নিয়োগ, রাজ্য প্রশাসনের অহমিকার মতো একাধিক কারণে এবার উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ডুবেছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রায় ৪০ হাজার মানুষের থেকে সরাসরি দলের পারফরমেন্স নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। বিজেপির এক নেতা বলেন, 'বিধায়কদের এখন কোনও ক্ষমতাই নেই। জেলা শাসক এবং সরকারি আধিকারিকরাই সর্বেসর্বা। এতে

## ভরাডুবির তদন্ত

আমাদের দলের কর্মীদের মনোবল তলানিতে নেমে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আরএসএস এবং বিজেপি কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। সমাজের সঙ্গে মজবুত যোগাযোগ তৈরি করেছেন। সরকারি আধিকারিকরা সেই জায়গা নিতে পারবে না।' বিজেপির অপর এক নেতার মতে, গত তিন বছরে অন্তত ১৫টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। যাকে কেন্দ্র করে বিজেপি সংরক্ষণ উঠিয়ে দেবে বলে একটি বিভ্রান্তিমূলক প্রচার খাড়া করতে সমর্থ হয়েছিল বিরোধীরা। শুধু তাই নয়, কুর্মি, মৌর্য ভোটব্যাংকে ধস নামা, দলিতদের সমর্থন কমে যাওয়াকেও বিজেপির ভরাডুবির অন্যতম কারণ বলে জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে। সেইসঙ্গে মায়াবতীর বসপার ভোট শেয়ারে ধস নামা এবং কয়েকটি অঞ্চলে কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্যও বিজেপির হারের জন্য দায়ী বলে জানানো হয়েছে। পুরোনো পেনশন স্কিম চালু করার কথা, অগ্নিবীর প্রকল্পের বিরোধিতা কংগ্রেস-সপা জোটকে সাফল্য পেতে সাহায্য করেছে বলে জানানো হয়েছে বিজেপির রিপোর্টে। টিকিট বণ্টন এবং সংরক্ষণ নিয়ে বিজেপির কিছু নেতার মন্তব্যও দলের বিপক্ষে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব অবশ্য যোগী এবং তাঁর বিরোধী উভয় শিবিরের সঙ্গেই কথা বলেছেন। সূত্রের দাবি, অবিলম্বে রাজ্য বিজেপি নেতাদের মতবিরোধ মিটমাট করার নির্দেশ দিয়েছেন শীর্ষনেতৃত্ব। কেউই দলের থেকে বড় নন এই বার্তা সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। সামনেই রাজ্যের ১০টি বিধানসভা উপনির্বাচন রয়েছে। একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। ওই উপনির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নেতৃত্বে কোনও রদবদল হবে না বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি।

উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে এবার সপা-কংগ্রেস জোট পেয়েছে মোট ৪৩টি আসন। এনডিএ পেয়েছে ৩৬টি আসন। তার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৩৩টি আসন। কাশী অঞ্চলের ২৮টির মধ্যে মাত্র ৮টি আসন জুটেছে গেরুয়া শিবিরের। অপরদিকে ব্রজ অঞ্চলের ১৩টির মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৮টি আসন। গোরখপুরে ১৩টির মধ্যে ৬টি, অবধের ১৬টির মধ্যে ৭টি, কানপুর-বুন্দেলখণ্ডের ১০টির মধ্যে মাত্র ৪টি আসন পেয়েছে বিজেপি।

## মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে শঙ্কা হিমন্তর

**গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই :** অসমে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর ধারণা, আগামী ২০ বছরেরও কম সময়ের ভিতর অসম মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হবে। হিমন্ত বলেন, '২০৪১ সালের মধ্যে অসম একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হবে। এটাই বাস্তব। আর এটা কেউ রুখতে পারবে না।' হিমন্ত জানিয়েছেন, অসমের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই বর্তমানে

মুসলিম। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা প্রতি ১০ বছরে প্রায় ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে। সেখানে হিন্দুদের জনসংখ্যা বাড়ছে প্রতি ১০ বছরে প্রায় ১৬ শতাংশ। মুসলিমদের সংখ্যা কমানোর জন্য আমার সরকার পদক্ষেপ করছে।' মুসলিম জনসংখ্যা কমানোর জন্য বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়া উচিত বলেও কটাক্ষ করেছেন হিমন্ত। তিনি বলেন, 'মুসলিমদের জনসংখ্যা বাড়ার জন্য কংগ্রেসের ভূমিকা অনেকটাই। রাহুল গান্ধি যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হন তাহলে মুসলিমদের জনসংখ্যা কমতে পারে। কারণ মুসলিমরা ওঁর কথা শোনেন।'

## লাদেন-ঘনিষ্ঠ গ্রেপ্তার

**ইসলামাবাদ, ১৯ জুলাই :** ওসামা বিন লাদেন-ঘনিষ্ঠ আল কায়দা নেতা আমিন উল হককে শুক্রবার গ্রেপ্তার করল পাকিস্তান। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রথম কোনও আল কায়দা নেতাকে পাকিস্তানের সন্ত্রাস বিরোধী আধিকারিকরা পাকড়াও করেছেন। তিনি ধরা পরেছেন পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে। রাষ্ট্রসংঘ যেসব জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, সেই তালিকায় নাম রয়েছে আমিন উল হকের। একটি সূত্র জানিয়েছে, ওসামা বিন লাদেনের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন আমিন উল হক। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

পরিস্রুত পানীয় জলের দাবিতে প্রতিবাদ স্থানীয় মহিলাদের। শুক্রবার বারামুলায়।

# কাঁওয়ার নির্দেশিকা নিয়ে কঠোর যোগী

**লখনউ, ১৯ জুলাই :** ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও কাঁওয়ার নির্দেশ নিয়ে কঠোর অবস্থান নিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শুক্রবার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, কাঁওয়ার যাত্রাপথে যতগুলি রেস্তোরাঁ, ফল-খাবারের দোকান পড়বে সেই সমস্ত দোকানের সাইনবোর্ডে মালিকের নাম লিখে রাখতে হবে। ঘটনা হল, বিতর্কের জেরে মুজফফরনগর পুলিশের তরফে আগের ফরমান প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। তার বদলে নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, দোকানদাররা চাইলে সাইনবোর্ডে নিজেদের নাম লিখতে পারেন।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কাঁওয়ার পুণ্যার্থীদের পবিত্রতা রক্ষার্থে নাম লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেস্তোরাঁ, ধাবা কিংবা খাবারের স্টল, যাই হোক না কেন, সবাইকে নিজের দোকানের মালিকের নাম লিখতেই হবে।

পুলিশের ফরমানকে নিশানা করে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আমাদের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, জাত,

## সুর চড়ালেন প্রিয়াংকা গান্ধি

ভাষা নির্বিশেষে কোনও নাগরিকের প্রতি বঞ্চনা করা যাবে না বলা আছে। উত্তরপ্রদেশের দোকান, কিয়স্কের বোর্ডে নাম লেখার যে নির্দেশ জারি করা হয়েছে তা আমাদের সংবিধান, গণতন্ত্র এবং পরম্পরার ওপর আক্রমণ।'

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী কপিল দেব আগরওয়াল অভিযোগ করেছেন, হিন্দু নাম লিখে মুসলিমরা আমিষ খাবার পরিবেশন করেন পুণ্যার্থীদের। তিনি বলেন, 'মুসলিমরা বৈষ্ণো ধাবা ভাণ্ডার, শাকুম্ভরী দেবী ভোজনালয়, শুদ্ধ ভোজনালয়ের মতো নাম লেখেন এবং আমিষ খাবার বিক্রি করেন।'

এদিকে উত্তরপ্রদেশের দেখাদেখি পাশের রাজ্য উত্তরাখণ্ডেও কাঁওয়ার যাত্রাপথের ধারে থাকা খাবারের দোকানগুলিতে মালিকের নাম লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। হরিদ্বারের এসএসপি প্রমোদ সিং দোবাল বলেন, 'যাঁরা হোটেল, ধাবা অথবা খাবারের স্টল চালান তাঁদের এবার দোকানের মালিকের নাম, কিউআর কোড এবং মোবাইল নম্বর লিখে রাখতে হবে। যাঁরা এই নির্দেশ মানবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

# বিলকিস মামলা দুই দোষীর আর্জি খারিজ

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** বিলকিস বানো মামলায় ধর্ষণ ও খুনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তির জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আবেদনকারী রাধেশ্যাম ভগবানদাস ও রাজুভাই বাবুলালকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া যাবে না।

ভগবানদাস ও বাবুলাল তাঁদের আবেদনে বলেন, যতদিন না শীর্ষ আদালত তাঁদের নতুন ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ততদিন যেন তাঁদের জামিন দেওয়া হয়। ২০০২ সালে গুজরাটের গোধরায় বিলকিস বানোকে ধর্ষণ ও তাঁর পরিবারকে হত্যার দায়ে ভগবানদাস ও বাবুলাল সহ ১১ জন দোষী সাব্যস্ত হন।

২০২২ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে বিলকিস মামলায় ১১ জন দোষীকে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাট সরকার। কিন্তু চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি 'দোষীদের মেয়াদ শেষের আগে মুক্তি দেওয়া গুজরাট সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে' বলে জানিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। আদালত বলে, দোষীদের

আবার জেলেই ফিরতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের সেদিনের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদন জানান ভগবানদাস ও বাবুলাল। তাঁদের আবেদনটি এদিন শুনতেই চায়নি ডিভিশন বেঞ্চ।

শুক্রবার বিচারপতিরা এই আবেদনকে 'সম্পূর্ণ ভুল' বলে মন্তব্য করেন। বিচারপতি খান্নার মন্তব্য, এটা কী ধরনের আবেদন? এটা কি আমরা গ্রহণ করতে পারি? অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী... আমরা আপিলের শুনানি করছি না।' এরপর দুই দোষীর আইনজীবী আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি চাইলে শীর্ষ আদালত তাতে সম্মতি দেয়।

# ৬টি নতুন বিল আনছে কেন্দ্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। এবারের অধিবেশনে মোট ৬টি নতুন বিল আনতে চলেছে মোদি সরকার। বৃহস্পতিবার লোকসভার সচিবালয় একথা জানিয়েছে। ২২ জুলাই থেকে ১২ অগাস্ট পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। মঙ্গলবার সাধারণ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

ছয়টি নতুন বিল আনার কথা উপদেষ্টা কমিটিতেও জানানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লোকসভার বিষয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

## সোমবার থেকে সংসদে বাদল অধিবেশন

ওই কমিটি তৈরির পরেই আসন্ন অধিবেশনে সম্ভাব্য পেশ হতে চলা বিলগুলির কথা জানানো হয়। স্পিকারের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে রয়েছেন তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির পিপি চৌধুরী, টিডিপির লাভু শ্রী কৃষ্ণ দেবরায়ালু, নিশিকান্ত দুবে (বিজেপি), গৌরব গগৈ (কংগ্রেস), সঞ্জয় জয়সওয়াল (বিজেপি), দিলেশ্বর কামাইত (জেডিইউ), ভর্তৃহরি মহতাব (বিজেপি), দয়ানিধি মারান (ডিএমকে), বৈজয়ন্ত পান্ডা (বিজেপি), অরবিন্দ সাওয়ান্ত (শিবসেনা-ইউবিটি), কোডিকুনিল সুরেশ (কংগ্রেস), অনুরাগ ঠাকুর (বিজেপি) এবং লালজি ভার্মা (এসপি)।

নতুন ৬টি বিলের মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিল, বয়লার বিল রয়েছে। অসামরিক বিমান ক্ষেত্রে ব্যবসার সুবিধার জন্য পুরোনো এয়ারক্রাফট আইন বাতিল করে দিয়ে নতুন বিল আনা হবে। কফি প্রচার ও উন্নয়ন বিল এবং রাবার উন্নয়ন ও প্রচার বিলও রয়েছে এবারের অধিবেশনের তালিকায়। নতুন বিলের মধ্যে রয়েছে, বাজেট বা অর্থ বিলও।

## মাথায় ১৮ সুচ গাঁথলেন তান্ত্রিক

**ভুবনেশ্বর, ১৯ জুলাই :** অনেক চিকিৎসককে দেখিয়েও মেয়ে সুস্থ না হওয়ায় এক তরুণীর পরিজনেরা তান্ত্রিকের দ্বারস্থ হন। সন্তোষ রানা নামে সেই তান্ত্রিক চিকিৎসার নামে বছর ১৯-এর তরুণীকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে তার মাথায় ১৮টি সুচ গেঁথে দেন বলে অভিযোগ। পুলিশ তান্ত্রিককে গ্রেপ্তার করেছে। ওড়িশার বালাঙ্গির জেলার ঘটনা। তরুণীর বাবা জানিয়েছেন, তান্ত্রিক ঘণ্টা খানেক বাদে দরজা খোলার পর তাঁর মেয়ে বেরিয়ে এসে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। তিনি মেয়ের মাথায় সুচ গেঁথে থাকা দেখতে পান। কয়েকটি তোলেন। তাতেও মেয়ের অস্বস্তি না কমায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করলে সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে মেয়েটির মাথায় আরও সুচ রয়েছে।

# জেএনইউয়ে ছাত্র বিক্ষোভে কড়াকড়ি

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** সর্বভারতীয় স্তরে ছাত্র রাজনীতির কারখানা বলতে গেলে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এর নাম সবার আগে চলে আসে। সারা দেশে বামেদের শক্তিক্ষয় হলেও এই অগ্রণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনও একাধিপত্য ধরে রাখতে পেরেছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি। কিন্তু এবার সেই ছাত্র রাজনীতির দাপটেরও কড়া হাতে মোকাবিলা করতে চাইছেন জেএনইউ কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রশাসনিক ভবনের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনওরকম বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, আন্দোলন সংঘটিত করা যাবে না। অগাস্ট মাস থেকে নতুন সিমেস্টার শুরু হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, যদি কোনও পড়ুয়া কাউকে আন্দোলন, বিক্ষোভ করতে দেখেন তাহলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জেএনইউয়ের সুরক্ষা শাখাতে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তি, ক্যাম্পাসে কোনওরকম হিংসা বা বিশৃঙ্খলা চলবে না। এসবের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ আন্দোলনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। তাতে আদালত জানিয়েছিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা যাবে না। আদালতের ওই নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশে।

গোধূলি বেলায় খেলায় তরুণের দল। শুক্রবার পশ্চিম ত্রিপুরার লক্ষ্মীলুঙ্গায়।

# পূজার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় চাপ ক্রমেই বাড়ছে শিক্ষানবীশ আইএএস পূজা খেদকারের। বিশেষভাবে সক্ষমের ভুয়ো শংসাপত্র বার করে আইএএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, জাল ঠিকানা, ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড ব্যবহার এমনকি নিজের পরিচয় পর্যন্ত জাল করার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত, পুনে পুলিশের তরফে পূজাকে তলবের পাশাপাশি শুক্রবার ইউপিএসসি পূজা খেদকারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করল।

কেন পূজা খেদকার অনৈতিক পথ নিলেন, তার কারণ দর্শানো, ২০২২-এর ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রার্থীপদ বাতিল ও ভবিষ্যতে তিনি যাতে আর পরীক্ষায় বসতে না পারেন তার নোটিশও দিয়েছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। মামলায় দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর চাকরি চলে যাবে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ইউপিএসসি'র অভিযোগের প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশ পূজার বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতির মামলা রুজু করেছে।

কেন্দ্রীয় সংস্থাটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তারা কঠোরভাবে সাংবিধানিক বিধি মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। কোনও আপস করা হবে না। সমস্ত পরীক্ষায় স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা তুলে ধরতে, পরীক্ষার্থীরা যাতে তাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, সংস্থা সেটাই করবে।

মহারাষ্ট্র সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নীতিন গদরে বৃহস্পতিবার পূজা খেদকার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। তাতে পূজা খেদকারের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। পূজার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত সচিব মনোজ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে এক সদস্যের যে কমিটি গড়া হয়েছে, সেখানেও রিপোর্টটি পাঠিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

## হুমকি-বার্তা

**ওয়াশিংটন, ১৯ জুলাই :** প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পেনসিলভেনিয়ার সমাবেশে যিনি হত্যার চেষ্টা করেছিলেন সেই থমাস ম্যাথিউ ক্রুকস ঘটনার কয়েকদিন আগে গেমিং প্ল্যাটফর্ম 'স্টিম'-এ হুমকিমূলক বার্তা দিয়েছিলেন। বার্তাটি ছিল '১৩ জুলাই আমার প্রিমিয়ার হবে। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখুন।' 'স্টিম' হল একটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে লক্ষ লক্ষ গেমার গেম কেনে ও যোগাযোগ করে। ক্রুকসের সেলফোন ও ল্যাপটপ সহ প্রযুক্তিগত ডিভাইসগুলি পর্যালোচনা করার সময় এই তথ্য জানতে পারেন তদন্তকারীরা।

ছন্দোবদ্ধ।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

# পদম নৃত্য সমারোহ

শিলিগুড়ির নবীন প্রজন্মের শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী ইন্দ্রাণী সাহা সম্প্রতি রবীন্দ্রনৃত্য ধারাতেও তাঁর গভীরতার প্রমাণ রাখলেন। ক'দিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে তাঁর নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পদম ডান্স অ্যাকাডেমির বার্ষিক নৃত্য সমারোহ হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে সবচেয়ে নজর কাড়ে মণিপুরি নৃত্য ধারায় ঋতুরঙ্গ। মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই মণিপুরি লোকনৃত্য ধারা শাস্ত্রীয় নৃত্যে উন্নীত হয়েছে। এই পর্বের গোড়ার দিকে তাকালে আমরা জানতে পারব, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৭ বছরের মেয়ে (ইন্দিরা নেহরু) শান্তিনিকেতনে যাঁর কাছে নাচ শিখতেন তিনি গুরু নীলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তিনি শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নাচের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্যচর্চা নতুন মাত্রা পায়। 'শাপমোচন', 'ঋতুরঙ্গ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা',ও 'মায়ার খেলা'য় রবীন্দ্রনাথ মণিপুরি সুর ও তালকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিল্পী ইন্দ্রাণী এদিন মঞ্চে এই ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। শতাধিক শিক্ষার্থী শিল্পীর এই বর্ণাঢ্য সমারোহে কত্থক, রবীন্দ্রনৃত্য, সৃষ্টিশীল নৃত্য এবং সেমি ক্ল্যাসিকাল নাচও ছিল। শাস্ত্রীয় এবং রবীন্দ্রনৃত্যে অনেক শিক্ষার্থীর নাচই নজর কেড়েছে। অ্যাকাডেমির শিক্ষিকা ইন্দ্রাণী নিজে কৃষ্ণ বন্দনা ও ত্রিতাল পরিবেশন করে বুঝিয়ে দেন শুধু ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা নয়, নাচের শরীরী ভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতেও তিনি যথেষ্ট আন্তরিক। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস, এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি, সহেলী বসু ঠাকুর, সঞ্চিতা চক্রবর্তী, শ্রাবণী চক্রবর্তী, অদিতি দাস ঘোষ, দিলীপ দাস, অধ্যাপক দেবায়ন নন্দী ও নাট্যকর্মী দেবপ্রসাদ ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুচারু সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ।

-ছন্দা দে মাহাতো

## সুরের ছন্দে

সম্প্রতি রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোডে কলা আরাধনা অনুষ্ঠান কক্ষে কোচবিহারের হাওয়াইন গিটার বাদকদের সম্মিলিত আয়োজনে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আকাশবাণী কলকাতা ও দূরদর্শন কেন্দ্রের গিটারশিল্পী প্রলয়শংকর বসু এই সন্ধ্যায় হাওয়াইন গিটারের সুরে মাতিয়ে তুললেন উপস্থিত দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলীকে। বাংলা আধুনিক থেকে হিন্দি ছায়াছবি, কিংবা গজলের উঠোন থেকে বিদেশি রকের সুরঝংকার- অবাধ বিচরণে অনবদ্য ছিলেন প্রলয়শংকর। তাঁকে গিটারে সহযোগিতা করেন দীপশংকর বসু এবং তবলায় সমীর দেব। অনুষ্ঠানে দীপশংকরকে ছাড়াও সংবর্ধিত হয়েছেন কোচবিহারের বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনে বাঁশি বাজিয়ে শোনান সমীর দেব। গিটারে ইমন রাগ বাজিয়ে শোনায় শিশুশিল্পী ধিতিক পার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন গৌতমী ভট্টাচার্য।

-নীলাদ্রি বিশ্বাস

## নতুন বই

প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার 'নেখানেখির জগতত্ ভাসিতে ভাসিতে' বইটি সম্প্রতি পাঠকদের হাতে এসেছে। জলপাইগুড়িতে সাহিত্যিক, গুণীজন, গবেষকের উপস্থিতিতে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

– জ্যোতি সরকার

সমবেত।। দল বেঁধে বিয়ের গানে ব্যস্ত নস্যশেখ মহিলারা।

# নস্যশেখদের বিয়ের গান

তরাই-ডুয়ার্সের মুসলমানদের মাতৃভাষা রাজবংশী অথবা কামতাপুরি। এখানকার মুসলমানরা সরকারি নথিতে 'নস্যশেখ' হিসেবে পরিচিত। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সঙ্গে নস্যশেখ মুসলমানদের সংস্কৃতির মিল যথেষ্টই। যেমন আব্বাসউদ্দিনের ভাওয়াইয়া গানের সুরে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মিলিয়ে যায় দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের গণ্ডি। বিয়ের গানেও। লিখলেন মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

তরাই-ডুয়ার্সের মুসলমানদের মধ্যে রাজবংশী সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ করে বিয়ের গানে। গীত শব্দটা অর্থ 'গান'। তবে রাজবংশী এবং নস্যশেখ মুসলিমদের কাছে গীত বলতে আজও বোঝায় 'বিয়ের গান'। ব্যাকরণগত দিক থেকে বলতে গেলে এক্ষেত্রে গীত শব্দটার অর্থের সংকোচন ঘটেছে। মূলত মুখে মুখেই যুগে যুগে টিকে রয়েছে বিয়ের গান। একজন শিল্পীও পেশাদার নন। তবে বিয়েতে আজও গীত পরিবেশনে ডাক পড়ে ওঁদের।

বিয়ের দিন বর, কনেকে হলুদ মাখানোর সময় মহিলারা দল বেঁধে কোরাস গেয়ে থাকেন। গানে থাকে রসিকতা, আবার বিষাদের সুরও। বাপের বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে মেয়ে। এতে মেয়ে আর মায়ের মনের অবস্থা কী তা গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। আবার কনে কিংবা বরের জামাইবাবুর সঙ্গে রসিকতা করেও গাওয়া হয় গান। গানের রচয়িতাদের নাম পাওয়াই যায় না। কারণ স্থানভেদে পরিবর্তিত হয় গানের নানা শব্দ, কলি। ইচ্ছেমতো গাইয়েরা পরিবর্তন করে নেন গানের কলি।

আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে কয়েকজন গীত গাইয়ে রয়েছেন। অজিফা খাতুন, সালমা খাতুন, হাসিনা বেগম, হামিদা খাতুন, রাবিয়া খাতুনরা আজও মুখে মুখে বয়ে নিয়ে চলেছেন পুরোনো সংস্কৃতির গান। তাঁদের মুখে আজও শোনা যায় মায়ের বুকের ব্যথা চেপে মেয়েকে জামাইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার গান।

(বাঁদিক থেকে) রাবিয়া খাতুন ও আজিফা খাতুন। নস্যশেখদের বিয়ের গানের অন্যতম ধারক-বাহক।

'জিনঝিরি গাছ কাটিলে/ গাছে ঝরে পানি/ কই পড়ে তোর মায়ের চোখের পানি/জিনঝিরি শাড়ির আঞ্চোলে মুছো চৌখের পানি / তোর মা'ও যে পাষাণে বান্ধিসে হিয়া'। আবার বিয়েবাড়ির রাঁধুনির সঙ্গে রসিকতা করেও গান রয়েছে। 'শিশুবাড়ি হাটের রসুন পিঁয়াইজ/মুজনাই নদীর পানি/ভালো করি পাকান হে পাকোয়ানী/বকশিশ দিমো ধুতি/দশে যদি মন্দ হে বলে/ ধাক্কেয়া নিবো ধুতি।'

মূলত বর কিংবা কনের গায়ে মাখানোর হলুদ কুটতে কুটতে কিংবা বাটতে বাটতে এবং হলুদ মাখানোর সময়ই গাওয়া হয় গান। 'বনমইধ্যে কুশি গে/ বনমইধ্যে কাশি/বনমইধ্যে আরশের হলদি/নাই আরশের বাপো গে/ নাই আরশের মাও/ কায়না বেসাবে, আরশের হলদি/পরে আরশের বাপো গে/পরে আরশের মাও গে/ তাও না বেসাবে আরশের হলদি।' রয়েছে দেওরের সঙ্গে বৌদির রসিকতা নিয়েও গান। 'বড়ো ঘরের চালোতে কদু ঝুমঝুম ফলে রে/দেওড়া রে মোক কদু পাড়েয়া দে/কদু কাটিনু চুকি চুকি/ করিনু তা ভাজি ভাজি/কদু আন্দিন না পারো ভাও/দেওড়া রে মোক না কাড়ে আও।'

রাজবংশী ভাষায় গাওয়া হলেও নস্যশেখ মুসলমানদের মুখে ওই গানে অবশ্য আরবি উর্দু শব্দও পাওয়া যায়। যেমন 'পানি' শব্দটি। আবার এই সম্প্রদায়ের বিয়ের সংস্কৃতিতে হিন্দু রীতিরেওয়াজের ছাপ আজও স্পষ্ট। আজও হলুদ মাখাতে বসানো বরকনের সামনে সাজিয়ে রাখা হয় পানের বাটা। তাতে রাখা হয় গোটা পাঁচেক কাঁচা সুপারি, কয়েকটা পান, দু'চার মুঠো ধান। জ্বালানো হয় একটা প্রদীপ। ধর্মের গণ্ডি পরাস্ত হয় সংস্কৃতির শক্তির কাছে।

## শিল্পের স্বার্থে

ডি অ্যান্ড জি আর্টিসান ট্রাস্টের পরিচালনায় জলপাইগুড়ির শিরীষতলায় 'ডি অ্যান্ড জি আর্ট গ্যালারি' গড়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে এখানে 'বিয়ন্ড দ্য ব্রাশ' নামে একটি চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই প্রদর্শনী কক্ষটির উদ্বোধন হল। প্রদর্শনীতে শামিল হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের শিল্পী সুশান্ত ধর, কৌশিক ঘোষ, শুভব্রত ঘোষ দস্তিদার, স্বপন বর্মন, অঞ্চিতা ভৌমিক, হিতেশ দাস, প্রীতি সূত্রধর, শ্রবণ দাস, মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তরীপ মজুমদার, সংঘমিত্রা রায়চৌধুরী, শবরী রায়, পূর্ণিতা দেবনাথ, তিতিক্ষা বর্মন, তন্নী ভৌমিক, রথীন্দ্রনাথ সাহা, জীবন বর্মন, জয়িতা দাস, সুপর্ণা সেন, রোজিনা ইয়াসমিন, দেবিকা সাহা, সৌভিক চক্রবর্তী, সুদীপ্ত সাহা প্রমুখ। ছিলেন বাংলাদেশের শিল্পী সমীর কুমার বৈরাগীও। আগামীতে এই গ্যালারিতে প্রতিদিনই শিল্পীদের শিল্পকর্ম পরিবেশিত হবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে কৌশিক ঘোষ জানালেন।

–শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উজ্জ্বল।। জলপাইগুড়িতে শিরীষতলায় শিল্প প্রদর্শনী। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

## বঙ্কিম স্মরণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৭তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির শিবমন্দিরস্থিত সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম' গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনায় নিরঞ্জন পাল, প্রদীপ গোস্বামী, দুলাল দত্ত, অনিল সাহা, জয়ন্ত ঘোষ, অনিরুদ্ধ দেওয়ান, সজলকুমার গুহ, স্বপন সেনগুপ্ত প্রমুখ যোগ দেন। দুলাল স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান।

–সম্পা পাল

# ধ্রুবতারার খোঁজে

শব্দ যদি ব্রহ্ম হয়, তাহলে প্রতিটি কথার ভাব, ওজন আর ব্যাপ্তি বুঝে উচ্চারণ করার নামই হল আবৃত্তি। এটা যাঁরা বোঝেন তাঁরাই সৌমিত্র মিত্রের মতো বাচিক শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন। তাঁর নেতৃত্বে এ রাজ্যের বাচিক শিল্পীদের একসূত্রে গাঁথার কাজ করে চলেছে বাচিক শিল্পী সংস্থা। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে এই সংস্থার উদ্যোগে হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের বাচিক শিল্পীদের নিয়ে একটি মন ভালো করা অনুষ্ঠান উত্তরায়ণ। উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের মধ্যে বহিরাবরণের পালিশ কম থাকলেও প্রাণের নিখাদ স্পর্শ আছে, সৌমিত্রবাবুরা এটা বুঝতে পেরে ধ্রুবতারার অন্বেষণ শুরু করেছেন, এটা ভালো দিক। অনুষ্ঠানে সৌমিত্রবাবু এবং প্রণতি ঠাকুরের অনবদ্য নিবেদনের পাশাপাশি মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলা শিল্পীরাও মঞ্চে নিজেদের সেরা নিবেদন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মঞ্চে সৌমিত্রবাবুর বিষ্ণু দে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও জয় গোস্বামীর কবিতার নিবেদন এবং প্রণতি ঠাকুরের কথানাট্য 'ভানুমতী' নিঃসন্দেহে খুব উঁচু মানের কথার কারুকাজ। উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের মধ্যে একক আবৃত্তিতে ছাপ রেখেছেন মালদার রেশমি মজুমদার, ফাল্গুনী বসাক ও মৌমিতা চ্যাটার্জি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দোয়েল চক্রবর্তী ও স্বাতীলেখা কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ারের সঞ্চয়িতা নাগ এবং কোচবিহারের চায়না চট্টোপাধ্যায়। রবি ঠাকুরের ডাকঘরের একটি অংশের দ্বৈত নিবেদনে ছিলেন জলপাইগুড়ির বর্ষীয়ান শিল্পী আকাশ পাল চৌধুরী ও অনিতা পাল চৌধুরী।

দলগতভাবে অংশুমান পালের পরিচালনায় মঞ্জু দাস, শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার, জুঁই ভট্টাচার্য, অমিতাভ ঘোষ ও পরিচালক নিবেদন করেন কবিতা আলেখ্য ইয়েটস অ্যান্ড টেগোর। কথা ও কবিতার নিবেদন ছিল 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম'। পরিচালনা পার্থপ্রতিম পানের। বাচিক শিল্পীরা ছিলেন অনন্যা চক্রবর্তী, রিনা সাহা, হৈমন্তী মজুমদার, অরুময় চক্রবর্তী ও পরিচালক নিজে। কৌশিক রজকের পরিচালনায় 'স্বপ্নে দেখা নীরেন্দ্রনাথ' নিবেদন করেন শর্বরী দত্ত, দেবলীনা বিশ্বাস, পম্পা মণ্ডল, সুজাতা পাল, মিনু রায়, ঋষিতা চক্রবর্তী, অতীন্দ্র চৌধুরী, বুল্টি ঘোষ ও পরিচালক নিজে।

অমিতাভ কাঞ্জিলালের গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় নিবেদন ছিল 'হে মাল্যবান, কী ক্ষয়ে যায় কার বাসনা'। সৃজনে শিল্পীরা ছিলেন পারমিতা ভট্টাচার্য, মৌকণা মুখোপাধ্যায়, মহুয়া দত্ত, পূর্বাশা সিনহা। শেষ নিবেদন ছিল 'খুঁজি তারে আমি আপনার'। সৃজনে শিল্পীরা ছিলেন ভাস্বতী চক্রবর্তী, নবনীতা সেন চৌধুরী, সুমিতা দত্ত, তানিয়া গাঙ্গুলি, দেবারতি পোদ্দার, শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য, ডঃ সুমিত ব্যানার্জি ও কৃষ্ণা কর।

নজরে।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শিল্পী প্রণতি ঠাকুর।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার অভয়া বসু, চন্দন মজুমদার, রবীন্দ্র জৈন, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অতসী দাশগুপ্ত, সুবীর ভট্টাচার্য ও মীনাক্ষী ঘোষ।

- ছন্দা দে মাহাতো

## সংগীত দিবস

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে কিছুদিন আগে বিশ্ব সংগীত দিবস উদযাপিত হল। অঞ্চল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শেষাদ্রী বসুর প্রারম্ভিক বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা। সুব্রত দাস বিশ্ব সংগীত দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

সংগীত পরিবেশনে এই দুজন ছাড়াও শামিল ছিলেন বাসুদেব ভট্টাচার্য, সুমিতা মজুমদার, বিকাশ রায়, বাচ্চু নন্দী, কান্তা দাস, শর্মিলা রায়, অর্কমিত্র ভট্টাচার্য, তানিয়া চৌধুরী, চম্পা রায়চৌধুরী, সৌমেন সরকার, অনিন্দিতা চ্যাটার্জি, শাশ্বতী মুখার্জি, সত্যজিৎ মুখার্জি, মধুমিতা দে সরকার প্রমুখ।

নানা ধরনের গানে এদিনের অনুষ্ঠান সার্থকনামা হয়ে ওঠে।

তবলায় গৌতম দে, দেবাশিস ব্যানার্জি, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য ও গিটারে সুলালবরণ চক্রবর্তীও অনুষ্ঠানে শামিল হন। সবার মিলিত অংশগ্রহণে এদিনের অনুষ্ঠান এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। সংগঠনের তরফে প্রতিবছরই এই দিনটিতে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

–রুবাইয়া জুঁই

# বইটই

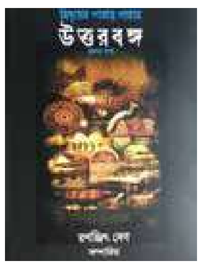

## এক নজরে

এক নজরে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গকে এক নজরে জানতে অনেকেরই এমন ইচ্ছে থাকে। তাঁদের সেই ইচ্ছেকে খুব সহজেই মেটাতে হাজির ত্রিবৃত্তের পাতায় পাতায় উত্তরবঙ্গ/প্রথম খণ্ড। উত্তরবঙ্গকে বিস্তৃতভাবে পাঠক-দরবারে পেশ করতে রণজিৎ দেব সম্পাদিত এই পত্রিকা গোড়ার দিন থেকেই পুরোদমে সচেষ্ট। পত্রিকার বিভিন্ন পর্বে প্রকাশিত উত্তরবঙ্গের লোকচিকিৎসা, লোকগান, ছড়া, প্রবাদ, ছিল্কা প্রভৃতি লোকধারার লেখাগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে এই খণ্ডটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই খণ্ডে সব মিলিয়ে ২১টি লেখার ঠাঁই। অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও পাঠকের কাছে বইটি সমাদৃত হবে বলেই সম্পাদকের দৃঢ় বিশ্বাস।

## ভালো ও মন্দ

সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কলম সমস্ত বিষয়েই অত্যন্ত সাবলীল। পেশাগত জীবনে নানা অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে চেনাশোনাটাও এই পেশার স্বার্থেই। আর চেনাশোনার এই পর্বের অনেকটাজুড়েই তেতো-অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আর সেই মানুষটিকে নিয়েই সুমন লিখেছেন বুদ্ধং শরণং। বুদ্ধদেবকে নিয়ে বইটিতে মোট চারটি পর্ব রয়েছে। লেখকের চোখে দেখা ভালো ও খারাপ বুদ্ধ নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে এই বইয়ের পাতায় পাতায়। রয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বসে নেওয়া বুদ্ধদেবের একটি সাক্ষাৎকারও। শুভাপ্রসন্নর আঁকা প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

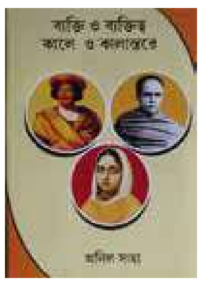

## শিকড়ের খোঁজ

জ্ঞানের সাগর হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা সবাই জানি। কিন্তু শেষজীবনে তাঁকে কতটা শারীরিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তা আমাদের অনেকেরই অজানা। অনিল সাহার লেখা ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব কালে ও কালান্তরে এমন অনেক অজানা তথ্যের জোগান দেয়। বিষয় তালিকায় অন্যান্য যাঁরা ঠাঁই পেয়েছেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, রানী রাসমণি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন। মোবাইল ফোনের দাপটের দিনে এভাবে আমাদের শিকড়ের খোঁজ দেওয়ার চেষ্টা সাধুবাদযোগ্য।

## নতুন প্রচেষ্টা

উত্তরবঙ্গের অরুণেশ্বর দাস দীর্ঘদিন ধরেই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে। প্রচুর লেখালেখি করেছেন। অণু ও পরমাণু সাহিত্যে বঙ্গের এই প্রান্তে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এবারে একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। মাস্টার নামে সেই উপন্যাস পাঠকদের হাতে পড়ার পর ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসিত হয়েছে। অনিল নামে এক চরিত্রের জীবন নিয়ে উপন্যাস এগিয়েছে। অরুণেশ্বরের প্রতিটি লেখাতেই মূল্যবোধের পাশাপাশি জীবনের গভীর উপলব্ধির বিষয়টির উল্লেখ থাকে। নতুন প্রচেষ্টাও তার ব্যতিক্রম নয়। ইন্টারনেট থেকে ছবি নিয়ে বইটির প্রচ্ছদ তৈরি করে তার জানান দেওয়াটা লেখকের সহজ সরল মনেরই প্রতীক।

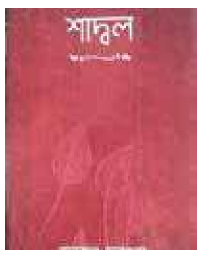

## জীবনের অর্থ

'ভোরের কুয়াশার কাছে জানতে চেও না, আকাশের বুকে কতটা বিস্বাদময় চাঁদ।' লিখেছেন অনুরাধা দাশগুপ্তা। তাঁর লেখা 'জানতে চেয়ো না' কবিতায়। যে কবিতা আরও ৮৯টি কবিতাকে সঙ্গী করে ধরা পড়েছে শাদ্বল-এ। ২০১৮ সালে লেখালেখি শুরু করা অনুরাধার এর আগে একটি একক গল্প সংকলনের পাশাপাশি দুটিকবিতাসংকলনপ্রকাশিতহয়েছে। 'শাদ্বল' অনুরাধার তৃতীয় কবিতা সংকলন। প্রতিটি কবিতায় জীবনকে নানা আঙ্গিকে খুঁজে দেখার প্রচেষ্টা স্পষ্ট। কবির কথায়, 'ভালোমন্দ মিলিয়ে এই কাব্য সংকলনটির আত্মপ্রকাশ। জানি না 'শাদ্বল' কতটা মনের ভাব বিলিয়ে দেবে।'

*যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।*

সমবেত।। কলকাতার একটি শিবিরে জমায়েত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

# দিনভর ট্রেনে ট্রেনে হুজ্জতি

## তৃণমূলের শহিদ দিবস যাত্রায় হয়রানি সাধারণ যাত্রীদের

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ট্রেনে রিজার্ভেশন করেও জায়গা পেলেন না অনেকে। শোয়ার বদলে বসে অথবা দাঁড়িয়ে কলকাতা যেতে হল যাত্রীদের। অথচ টিকিট ছাড়াই কলকাতার অভিমুখে রওনা হল তৃণমূলের হাজার-হাজার সমর্থক। অভিযোগ-প্রতিবাদ করেও কাজ হল না কোনও। সৌজন্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবস।

প্রতি বছরের মতো এবারও ২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবস পালন করবে তৃণমূল। সেইজন্য ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিতে শুরু করেছেন। আর সেই কারণে শুক্রবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেনের সংরক্ষিত কামরা দখল করে রাখে তৃণমূল বাহিনী। শুরুটা হয় এদিন সকালে হলদিবাড়ি-শিয়ালদা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস দিয়ে। সেই সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দলের বহু নেতা-নেত্রী।

দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অনেকেই এদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে উপস্থিত ছিলেন। একই ট্রেনে কলকাতা রওনা হন পাপিয়া। নেতৃত্বের সামনেই একের পর এক সংরক্ষিত কামরা দখল করেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। যদিও বিনা টিকিটে যাওয়ার বিষয়টি মানতে চাননি অরুণ।

হলদিবাড়ি স্পেশাল ট্রেনে কলকাতার পথে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।-তপন দাস

তিনি বলছেন, 'সকলের জন্যেই টিকিট করা হয়েছে।' বহু কর্মী-সমর্থক টিকিট না থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন, এমন কথা শুনে অরুণের জবাব, 'এরকম কিছু আমার জানা নেই।'

সকালের এই রেশ বজায় থাকল রাত পর্যন্ত। বিকেলে তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে রীতিমতো হুজ্জতি করেন তৃণমূল সমর্থকরা। স্টেশনের এক হকার বলছিলেন, ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের নিজেদের সিট থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের কয়েকজন যাত্রীকে নীচে বসে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। রাতে দার্জিলিং মেলের এস-৭ বগিতে সংরক্ষিত আসন দখল করে রাখে কয়েকজন। রেল পুলিশকে ডেকেও কাজ হয়নি।

সবচেয়ে বেশি ঝামেলা দেখা গিয়েছে এদিন পদাতিক এক্সপ্রেসে। একের পর এক কামরা দখল করে রেখেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। সাধারণ কামরা তো বটেই সংরক্ষিত কামরাগুলিতেও পা রাখার জায়গা ছিল না। শিলিগুড়ি প্রধাননগরের বাসিন্দা অনিল বসাক বললেন, 'একসঙ্গে পাঁচজনের টিকিট কেটেছিলাম। সব আসন দখল করে নেওয়া হয়েছে। রাতে বসেও যেতে পারব কি না জানি না।' অনিল সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন বুঝতে পেরেই পাশ থেকে কোচবিহার জেলার এক অঞ্চল সভাপতি কী লিখতে হবে সেটা বলে দিলেন। তাঁর নির্দেশ, 'লিখবেন তৃণমূল বুথে বুথে বিজয় উৎসব পালন করেনি। তার বদলে কলকাতায় বিজয় উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। কিছুটা অসুবিধা তো মেনে নিতেই হবে।'

দিনভর স্টেশনে হুজ্জতি চললেও রেল প্রশাসন রীতিমতো ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করেছে। রেল পুলিশের সামনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যাত্রীদের জায়গা দখল হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে রেল পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকলেও যাত্রীদের অসুবিধা মেটাতে দেখা যায়নি তাদের। শিলিগুড়ি কলেজের সাংবাদিকতার এক ছাত্রী বাধ্য হয়ে দার্জিলিং মেল থেকে নেমে যান। পরিবারের এক সদস্যকে ডেকে আমবাড়িতে বাড়ি ফিরে যেতে হয় তাঁকে।

## ধর্ষণের পর ডুবিয়ে খুন

**হবিবপুর, ১৯ জুলাই :** অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে শুক্রবার সকাল থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হবিবপুর থানা এলাকায়। অভিযোগ, অভিভাবকদের অনুপস্থিতির সুযোগে গভীর রাতে ওই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাছেই একটি পুকুরের ধারে ধর্ষণ করা হয়। এরপর ওই পুকুরেই ডুবিয়ে খুন করে নাবালিকার দেহ তার বাড়িতে ফেলে যায় ধর্ষক। এই ঘটনা চাউর হতেই খুনির ফাঁসির দাবিতে ক্ষুব্ধ মানুষজন বুলবুলচণ্ডীতে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, গতকাল গভীর রাতে এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়াররা। জিজ্ঞাসাবাদে তার অসংলগ্ন কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা খবর দেন হবিবপুর থানার আইসিকে। খবর পেয়ে হবিবপুর থানার আইসি অক্ষয় পাল দ্রুত পৌঁছে ওই যুবককে জেরা করতেই সে ভেঙে পড়ে। গোটা ঘটনার কথা স্বীকার করে। ওই যুবককে আটক করে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এরপই গ্রেপ্তার করা হয় ওই যুবককে।

## বিয়ের শাড়িতে অপমৃত্যু

**রায়গঞ্জ, ১৯ জুলাই :** বাবা-মায়ের প্রবল চাপে বিয়েতে বাধ্য হয়েছিল নাবালিকা। বিয়ের ঠিক সাতদিনের মাথায় শোয়ার ঘরে বিয়ের শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েই আত্মঘাতী হল সেই নাবালিকা বধূ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত নাবালিকা বধূর নাম স্বস্তিকা দাস (১৬)। বাড়ি রায়গঞ্জের শীতগ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বীপনগর গ্রামে। উদয়পুর গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ত সে। বাড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন, সাতদিন আগেই পানিশালার বাসিন্দা পেশায় নির্মাণ শ্রমিক শ্যামল দাসের সঙ্গে স্বস্তিকার বিয়ে হয়। বিয়ের পর বুধবারই স্বস্তিকা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি আসে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রান্নাবান্না করে সে শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে। কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেলেও সে দরজা না খোলায় শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সন্দেহ হয়। জানালা ভেঙে দেখা যায়, ঘরের ভিতরে বিয়ের শাড়ির ফাঁসে ঝুলছে স্বস্তিকা। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠায়।

## মুনাফা বাড়ল পতঞ্জলির

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে পতঞ্জলি ফুডসের নিট লাভের পরিমাণ ২৬৩ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের জুন ত্রৈমাসিকে সংস্থার নিট লাভ ছিল ৮৮ কোটি টাকা। এক বছরে পতঞ্জলি ফুডসের নিট লাভ তিনগুণ বেড়ে যাওয়া ইতিবাচক ইঙ্গিত বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

লাভ বাড়লেও গতবছরের চেয়ে এবার সংস্থার সার্বিক বিক্রি কিছুটা কমেছে। ৭,৭৬৭ কোটি টাকা থেকে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৭,১৭৩ কোটি টাকায়। যদিও এই পরিসংখ্যান সংস্থার লাভের অঙ্ককে প্রভাবিত করতে পারেনি। পণ্য বিক্রি বাবদ তাদের প্রাথমিক লাভের পরিমাণও (সুদ, কর সহ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের আগে) যথেষ্ট নজরকাড়া। ৪৩৫.৮ কোটি টাকা। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য (এফএমসিজি) বিক্রির ক্ষেত্রেও সাফল্য পেয়েছে সংস্থাটি। এই খাতে পতঞ্জলি ফুডসের আয় ১,৯৫৩.৫৫ কোটি টাকা। যা সংস্থার মোট আয়ের ২৬.৭৭ শতাংশ। ভোজ্য তেল বিক্রির বাজারেও প্রথমসারিতে রয়েছে পতঞ্জলি ফুডস।

## মঞ্চে অনীত

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের সমাবেশে থাকবেন অনীত থাপা। কর্মসূচিতে অংশ নিতে ইতিমধ্যেই তিনি কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সভাপতি তথা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত এর আগেও ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে উঠে ভাষণ দিয়েছেন।

দেখভালের দায়িত্বে কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলাররা

# সেন্ট্রাল পার্ক যেন মিনি উত্তরবঙ্গ

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** সল্টলেকের করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড থেকে বিকাশ ভবনের দিকে কিছুটা এগিয়েই বাঁদিকে সেন্ট্রাল পার্ক মাঠ। শুক্রবার থেকেই এই মাঠ কার্যত মিনি উত্তরবঙ্গ। কোচবিহার থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সকাল থেকেই আসতে শুরু করেছেন এখানে। ১৮টি হ্যাঙারে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। দম ফেলার ফুরসত নেই বিধাননগর, দক্ষিণ দমদম ও দমদম পুরসভার কাউন্সিলারদের। নেতৃত্বে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা থেকে চিকিৎসার বন্দোবস্ত সবই রাখা হয়েছে। সেন্ট্রাল পার্কের গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে এগোলেই পরপর হ্যাঙার। প্রথম হ্যাঙারেই রয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের অন্তত হাজারখানেক কর্মী-সমর্থক। মহিলা থেকে শিশু বাদ নেই কেউ। মহিলাদের কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত শৌচাগারও রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে সকালে শিয়ালদা স্টেশন থেকে সোজা সেন্ট্রাল পার্কে আসা কর্মীদের জন্য প্রাতরাশ, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করেছে দল।

এদিন সকালেই পদাতিক এক্সপ্রেসে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক পৌঁছেছিলেন সেন্ট্রাল পার্কে। সেখানে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে করুণাময়ী থেকে বাস ধরে তাঁরা কলকাতা দেখতে বের হন। কিন্তু সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কের উলটোদিকে অন্য একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মহাকালগুড়ির ৮ তৃণমূল কর্মী-সমর্থক জখম হন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুই মহিলা ও এক বালক। ১৪ বছরের সন্দীপ দেবনাথ নামে ওই বালকের গলায় ও মুখে বাসের সামনের কাচ ঢুকে যায়। প্রথমে আটজনকেই মানিকতলা ইএসআই হাসপাতাল ও পরে কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বিকালেই সন্দীপের অস্ত্রোপচার হয়।

চলছে খাওয়াদাওয়া।

খবর পেয়েই আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল হাসপাতালে যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর কথাও হয়। রাতে জখম আটজনকেই হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুমন বলেন, 'এই কর্মী-সমর্থকরা কলকাতা দেখতে বেরিয়েছিলেন। সল্টলেকেই তাঁরা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাঁদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।'

সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক মাঠে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই শুরু হয়েছিল রান্নার ব্যবস্থা। সকালে প্রাতরাশে লুচি, ঘুগনি ও মুড়ির ব্যবস্থা ছিল। দুপুরে ভাত, ডাল, আলু-পটলের তরকারি ও ডিমের ঝোল ছিল। রাতেও ভাত, সবজি দিয়ে ডাল ও ডিমের ঝোলের ব্যবস্থা করা হয়। শনিবার একবেলা মুরগির মাংস খাওয়ানোর ইচ্ছা রয়েছে উদ্যোক্তাদের। কিন্তু বাজারে মুরগির মাংসের আকাল থাকায় সেই ব্যবস্থা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে উদ্যোক্তাদের সন্দেহ রয়েছে। না পাওয়া গেলে কাতলা কালিয়ার ব্যবস্থা করা হবে। রবিবার সমাবেশে যাওয়ার আগে প্রত্যেকের হাতে খাবারের প্যাকেট দিয়ে দেওয়া হবে। কারণ ৯টা নাগাদ সল্টলেক থেকে মিছিল শুরু করার কথা আছে। এবার শহিদ দিবস রবিবার হওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি তুলনামূলক কম হবে। তবে ওইদিন যে শহরের একাধিক রাস্তা বন্ধ থাকবে, তা জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের সবাই আসতে শুরু করেছেন। রাতে ও শনিবার সকালেও অনেকে আসবেন। প্রায় ৩০ হাজার কর্মীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। মালদার লোকজন গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে থাকবেন। উত্তরবঙ্গের বাকি ৭টি জেলার কর্মীরা সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে থাকছেন।' কলকাতা, হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে শুক্রবারই চালু হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র। সেখানে দলের সাংসদ ও বিধায়করা পালা করে ২৪ ঘণ্টা থাকবেন বলে দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন।

# প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণিও

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে হাইকোর্টে জানাল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে স্কুল শিক্ষা দপ্তর হলফনামা দিয়ে জানায়, ২০২৫ থেকে ২০২৯ সালের মধ্যে পাঁচ দফায় পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতাভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে।

প্রথম দফায় ২,৩৩৫টি, দ্বিতীয় দফায় ১,৭৭৫টি, তৃতীয় দফায় ২,৯৬৬টি, চতুর্থ দফায় ১২,০০০টি এবং পঞ্চম দফায় ১৩,০৯৩টি স্কুলকে প্রাথমিকের আওতায় আনা হবে। রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৪৯ হাজার। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে ২০১৮ সালে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেইসময় ১৭ হাজার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতাভুক্ত করা হয়। এবার বাকি স্কুলগুলিতে সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে।

উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষকের ঘাটতি ছিল। সেই সমস্যা সমাধান করতে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সব প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এখনও প্রায় ৩৩ হাজার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিকে সংযুক্ত করা হয়নি। এদিন আদালতে হলফনামা জমা দিয়ে সেই বিষয়ে পদক্ষেপের কথাই জানাল রাজ্য। স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

# ডিএলএড প্রশিক্ষণ থাকলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শামিল

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** ডিএলএড প্রশিক্ষণ থাকলে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে অসুবিধা নেই পরীক্ষার্থীদের, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চ্যালেঞ্জের বিপক্ষে গিয়ে একদা হাইকোর্টের নির্দেশেই সহমত প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বিএড-এর প্রশিক্ষণ রয়েছে আবার ডিএলএড-এর প্রশিক্ষণও রয়েছে। অথচ ২০২২ সালের টেটে বসা এমন বহু পরীক্ষার্থীই তাঁদের ফর্মে শুধু বিএড প্রশিক্ষণের উল্লেখ করেছিলেন। সেই জটিলতার পরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরীক্ষার্থীরা।

২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ডিএলএডের পাশাপাশি বিএড ডিগ্রিধারীরাও প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির জন্য ফর্ম ফিলআপ করতে পারবেন। সুমন্ত কোলে-সহ আরও ১১ জন চাকরিপ্রার্থীর বিএড এবং ডিএলএড--উভয় ডিগ্রিই ছিল। তারা বিএড ডিগ্রি উল্লেখ করেছিলেন ফর্ম ফিলাপে। কিন্তু প্যানেলে তাদের নাম না আসায় আদালতের দ্বারস্থ হন। পরে আরও অনেকে মামলার সঙ্গে যুক্ত হন।

এরই মধ্যে একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির জন্য বিএড ডিগ্রিধারীরা সুযোগ পাবেন না। যার ফলে বিপাকে পড়ে যান সুমন্ত সহ অনেক প্রার্থী। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছিল, বিএড ও ডিএলএড ডিগ্রি থাকা মামলাকারীর ১২

**সহমত পোষণ সুপ্রিম কোর্টেরও**

জন যোগ্য হলে তাদের জন্য আলাদা প্যানেল প্রকাশ করতে হবে। এর পরে ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এদিন শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট ।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ওই সংক্রান্ত জটিলতা কাটল। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, পরীক্ষার্থীরা ফর্মে যাই লিখে থাকুন, ডিএলএড প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলেই তাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন।

## সোনিয়ার কাছে ক্ষোভ অধীরের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** সোনিয়া গান্ধির কাছে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং বহরমপুরের প্রাক্তন সংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। একইসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে দলের প্রতি কিছুটা হতাশাও বলে সূত্রের দাবি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সোনিয়া গান্ধির বাসভবন ১০ জনপথে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে চারটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত প্রায় ৩০ মিনিট একান্তে বৈঠক করেন অধীর। সেখানেই উঠে এসেছে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের খারাপ ফল ও রাজ্যের শাসকদলের ভূমিকা।

যেহেতু তিনি কয়েকদিন দিল্লিতে আছেন তাই অধীর চৌধুরী সাক্ষাৎ করার জন্য সময় চান সোনিয়া গান্ধির কাছে। সেই অনুযায়ী দুজনের আধ ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। সেখানেই সোনিয়া গান্ধি অধীর চৌধুরীকে সরাসরি বলেন, 'অধীর তোমার এই ফল অপ্রত্যাশিত। এটা কেমন করে হল।' উত্তরে অধীর জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি ঢুকে গিয়েছে যা আগে ছিল না। সোনিয়াকে অধীর জানিয়েছেন, 'আমাকে হারানোর জন্য একজন পরিচিত মুসলমান মুখকে এনে দাদার বিরুদ্ধে ভাইকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করে শাসকদল।' দাঙ্গা লাগানোর অভিযোগ করেছেন অধীর।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধীরের সাফ অভিযোগ, দিদির লক্ষ্য ছিল অধীর চৌধুরীকে হারানো। বললেন, 'আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চক্রান্তের শিকার।'

**জেলার খেলা**

## চ্যাম্পিয়ন গোয়েঙ্কা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের (ডিপিএস) সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃস্কুল সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হল জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল। রানার্স শিলিগুড়ি ডিপিএস। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ডিপিএসের প্রো-ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, শিলিগুড়ি ডিপিএসের প্রো-ভাইস চেয়ারম্যান শারদ আগরওয়াল, ফুলবাড়ি ডিপিএসের ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, শিলিগুড়ি ডিপিএসের প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ফুলবাড়ি ডিপিএসের প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ ও চিফ রেফারি গোবিন্দ আগরওয়াল।

## চ্যাম্পিয়ন জোজো

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ও প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটির সহযোগিতায় আয়োজিত দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জোজো স্পোর্টিং ক্লাব। শুক্রবার ফাইনালে তারা হারিয়েছে মোহরগাঁও স্পোর্টিং ক্লাবকে।

## স্কুল বাস্কেটবল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** পুরনিগমের শিলিগুড়ি মেয়রস কাপ আন্তঃস্কুল বাস্কেটবল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে অনুষ্ঠেয় এই প্রতিযোগিতার জন্য এখনও পর্যন্ত ১২টি স্কুল খেলবে নিশ্চিত করেছে বলে জানানো হয়েছে। বুধবার সকালে সাড়ে ১০টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন।

## দাপট পুলকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** নয়াদিল্লিতে আইসিএন বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২২ বছর বিভাগে আদর্শনগরের পুলক রাই সোনা পেয়েছেন। মেন্স ফিজিক ক্লাসিক থেকে তাঁর প্রাপ্তি রুপো।

# বাংলাদেশ ছাড়ছেন

প্রথম পাতার পর

জন্য গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন বাংলাদেশে গেলেও এই দুইদিনে সেই সংখ্যা প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। এছাড়া ঢাকা বুড়িমারি বাস পরিষেবা শুক্রবার বন্ধ থাকায় এদিন দুপুরের পর বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে আসেননি। অন্যদিকে, শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ এবং চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে বহির্বাণিজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে বলে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজ কানু জানান। এদিকে, ব্যবসায়ীদের একাংশের ধারণা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আগামীতে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

বুধবার থেকে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন ঘিরে পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। মহরমের জন্য বুধবার এই সীমান্ত দিয়ে বহির্বাণিজ্য বন্ধ ছিল। তবে বৃহস্পতিবার স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্য হয়েছে। এমনকি গত কয়েক দিনের তুলনায় সেদিন বাংলাদেশ থেকে বেশি পণ্য আমদানি হয়েছে। সীমান্ত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা জানান, চ্যাংরাবান্ধা থেকে পণ্য বুড়িমারি নিয়ে যাওয়া হয়। রপ্তানি করা পণ্য পরে বুড়িমারি থেকে বাংলাদেশের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। বুড়িমারি এলাকায় কোনও কলেজ নেই। তাই সেখানে ছাত্র আন্দোলনের তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। কিন্তু আন্দোলন চলতে থাকলে আর পণ্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হলে তার প্রভাব সরাসরি বহির্বাণিজ্যে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোনওভাবেই যাতে পরিস্থিতির অবনতি না হয় সেজন্য সীমান্তে নিয়মিত কড়া নজরদারি চলছে বলে বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

# গজলডোবায়

প্রথম পাতার পর

থানা থেকে কিছুটা এগোলেই দুধিয়া এলাকা। সেখানে আটটি সীমানা প্রাচীর ভাঙা হয়েছে। ওই এলাকায় প্রায় আট বিঘা সরকারি জমি ঘিরে নিয়ে দোতলা ভবন তৈরি করেছেন জলপাইগুড়ির কয়েকজন ঠিকাদার। সেই জমিতে ডাঁই করে রাখা হয়েছে বালি, বজরি সহ নানা নির্মাণসামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ। সেই ভবনের সামান্য অংশ এবং গেট ভাঙা হয়েছে। তবে সেই ভবনে বহালতবিয়তেই রয়েছেন ঠিকাদারের কেয়ারটেকার ও অন্য কর্মীরা। ওই সম্পত্তি দেখভাল করেন খোকন মজুমদার।

এদিন দুপুরে গিয়ে দেখা গেল অন্য কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে খেয়েদেয়ে দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন তিনি। ডেকে তুলে প্রশ্ন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'কয়েকদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তাই সম্পত্তি দেখভাল করছি।' ঠিকাদারি সংস্থার অন্যতম অংশীদার চন্দ্র কর্মকারের কথা, 'না বুঝেই বছর তিনেক আগে জমিটি কিনেছিলাম। অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। স্থানীয় এলাকায় সরকারি রাস্তা তৈরির কাজের বরাত পেয়ে সেখানে কিছু সামগ্রী রেখেছিলাম। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনেই কাজ করব।'

# সারা দেশে কার্ফিউ

প্রথম পাতার পর

এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় থানা ঘেরাও, অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। কুমিল্লায় পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে মহাসড়কে মিছিল করেন পড়ুয়ারা। কমপ্লিট শাটডাউনের সমর্থনে রাস্তায় নামেন আইনজীবীরা।

ঢাকার সঙ্গে দেশের বাকি অংশের রেল যোগাযোগ বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার জানানো হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণা না করা পর্যন্ত রেলপথে ঢাকা বিচ্ছিন্নই থাকবে। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতকারী মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেসকেও অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার থেকে ঢাকায় মেট্রো রেল চলাচল অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকবে ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এত বড় চ্যালেঞ্জের সামনে আর কখনও পড়েননি বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা।

## পালাতে গিয়ে পাচারকারীর মৃত্যু, জখম ১

**কিশনগঞ্জ, ১৯ জুলাই :** বিহারের আরারিয়ায় আবগারি দপ্তরের অভিযানে ধৃত দুই মদ পাচারকারী বৃহস্পতিবার রাতে চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলেই পবন কুমার নামে এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়। অন্যজন মহম্মদ হামিদ আলম গুরুতর জখম অবস্থায় আরারিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি বলে পুলিশ জানিয়েছে। আরারিয়ার এসডিপিও রামপুকার সিং জানান, নেপাল সীমান্তের কুয়ারী আবগারি চেকপোস্টে তল্লাশির সময় নথিপত্র ছাড়া প্রচুর নেপালি মদ সহ ফরবেশগঞ্জের দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। গাড়িতে আরারিয়া আনার পথে কুয়ারী থানার ধরিপার গ্রামের কাছে তারা চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। দুজনই জখম হয়।

তাদের অচৈতন্য অবস্থায় কুরসাকাটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক পবনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর জখম মহম্মদ হামিদ আলমকে আরারিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। শুক্রবার ফরেন্সিকের একটি টিম তদন্তে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল বলে এসডিপিও জানান।

## শাড়ির বিনিময়ে

প্রথম পাতার পর

শাড়ি দেওয়ার সময় লাইন করে সবাই দাঁড়িয়ে সই করছিল। তাই আমরাও সই করেছি। কিন্তু পরে বুঝতে পারি যে, কোনও অসৎ কাজের উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের শাড়ি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে সই নেওয়া হয়েছে।'

অতীনের বাড়ির পাশে একটি লটারির দোকানে কয়েকজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁদের বক্তব্য, গরিব মানুষগুলিকে ভুল বুঝিয়ে নিম্নমানের শাড়ি দিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে সই নেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনে করছেন, নিমাইজোতে একটি ক্র্যাশার বসানো হচ্ছে। সেই ক্র্যাশারের বৈধ নথিপত্র নেই। সম্ভবত গ্রামবাসীর নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) তৈরি করার জন্য এই সই নেওয়া হয়েছে। তবে, এর পেছনে অন্য আরও কোনও বড় উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা।

# শুভেন্দু নতুন কথা বলেননি

প্রথম পাতার পর

শেখ হাসিনার জমানায় গণতান্ত্রিক বাতাবরণের অভাব থাকায় সেই বীজ কখনও উৎখাত হয়নি। ছাত্র বিক্ষোভের জল, সার পেয়ে সেই আঁতুড় আবার সতেজ হয়ে উঠেছে। হাসিনার এখন উভয়সংকট। কড়া পদক্ষেপ করলে দেশের আমজনতা বিরুদ্ধে চলে যাবে। আন্দোলন চলতে দিলে মৌলবাদ, স্বৈরাচারের বীজ ফুলেফলে বিকশিত হবে।

ক'দিন ধরে শুভেন্দু অধিকারীর ধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্যে বাংলা তোলপাড়। অথচ শুভেন্দু সংঘ পরিবারের মনের কথাই বলেছেন। এখন সমালোচনা এড়াতে সুকান্ত মজুমদার বলছেন, শুভেন্দুর কথা দলের সায় নেই। কিন্তু হিন্দুত্ব যে সংঘ পরিবারের চাবিকাঠি, তা কি অস্বীকার করতে পারেন তিনি? লোকসভায় রাহুল গান্ধির হিন্দুত্বে হিংসার স্থান নেই মন্তব্যে খোদ প্রধানমন্ত্রীর রে-রে করে ওঠার নজির তো সামনেই। অমিত শা কতবার 'ঘুসপেটিয়া' বলে মুসলিমদের নিশানা করেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতায় আসা এবং সরকারে টিকে থাকার পিছনে আবার বিপরীত ধর্মীয় অবস্থান। সেই অবস্থানের বিরোধিতা করতে গিয়ে পুরো মুসলিম সমাজকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছে বিজেপিই। সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি বিরোধীরা জিতলে দেশটা তো বটেই, মা-বোনদের মঙ্গলসূত্র মুসলিমদের হাতে তুলে দেবে বলে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। বিজেপি যত এই প্রচার করেছে, তত মুসলিম সমর্থন বিভিন্ন রাজ্যে শক্তিশালী বিরোধী দলের দিকে ঝুঁকেছে।

কিন্তু হিন্দু ভোট পুরোপুরি পদ্মের প্রতীকে সংহত হয়নি বলেই গোটা দেশে বিরোধীদের আসন বেড়েছে। বাংলায় বিজেপি পিছিয়ে পড়ে। যে কারণে শুভেন্দু আক্ষেপ করছেন, মুসলিমদের দিয়ে ভোট লুঠ করিয়েছে তৃণমূল। কাঁথির অধিকারী পরিবারের মেজপুত্রর মুসলিম বিদ্বেষ হঠাৎ জন্ম নিয়েছে মনের করার কারণ নেই। মনের মধ্যে ছিলই। তৃণমূলে থাকাকালীন ভোটে জেতার তাগিদে মুসলিম সখ্য রেখে চলেছেন মাত্র। যে নন্দীগ্রাম আন্দোলন তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে, সেই নন্দীগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তাদের নিয়ে তিনি তৃণমূলে পথ চলেছেন।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে নিজেকে 'সনাতনী' বলতে শুরু করলেন বটে, কিন্তু সনাতনী তিনি মনে মনে বরাবরই। শুভেন্দুর ধারণা ছিল, এই বীজ ছড়িয়ে তিনি নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ারটার দখল নিতে পারবেন। না পারায় রাগে, ক্ষোভে, সর্বোপরি হতাশায় তাঁর মুখে খোদ নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' স্লোগানের বিরোধিতা বেরিয়ে এসেছে। তিনি 'যো হামারা সাথ হ্যায়, হাম উনকা সাথ রহেগা' তত্ত্বের সওয়াল করলেন নিতান্ত অপারগ হয়ে।

শুভেন্দু জানেন, মেরুকরণের এই পুঁজি না থাকলে বিজেপি নিঃস্ব। তিনি এটাও বোঝেন, তাঁর দল ভোটে না জিতলেও মেরুকরণের বীজ বাংলায় ছড়িয়ে আছে। ভোটব্যাংকের রাজনীতির স্বার্থে মমতা কখনও কট্টরভাবে সেই বীজ উৎখাতের চেষ্টা করবেন না। বরং কখনও চণ্ডীমন্ত্র, কখনও শিবের স্তব আউড়ে ভারসাম্যের 'খেলা হবে' চালিয়ে যাবেন। মেরুকরণের বীজের ঐতিহাসিক উৎস তো লুকিয়ে আছে দেশভাগজনিত ক্ষতের মধ্যে। তার পূর্ণ নিরাময়ের চেষ্টা কখনও হয়নি।

বাংলায় একসময় বামপন্থী পরিসর বেশি ছিল বলে সামান্য সহাবস্থানের প্রলেপ ছিল মাত্র। কিন্তু ক্ষমতার স্বার্থে ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থান নেওয়ায় বামেরা মেরুকরণ নির্মূলে কট্টরভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির দিকে যায়নি। কলকাতায় সিপিএম সমর্থক আমার এক সহকর্মীকে সগর্বে বলতে শুনেছি, মার্কসবাদ পরে, আগে তো আমরা হিন্দু। বাংলায় ছড়িয়ে থাকা এই মানসিকতাকে শুভেন্দু উসকে তুলতে মরিয়া। বিজেপিও তাই চায়।

শুধু সরকারে থাকার বাধ্যবাধকতায় বিবৃতি দিয়ে, শুভেন্দুর বক্তব্য খারিজ করতে হল সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্যদের। বীজ কিন্তু থেকেই গিয়েছে। ভোটে হারজিতের সঙ্গে যে বীজের উৎপাটিত হওয়ার সম্পর্ক নেই। মেরুকরণ শেষপর্যন্ত মৌলবাদের জন্ম দেয়, তা সে হিন্দুত্ব হোক আর মুসলিম। যার পরিণতি কট্টরবাদ, একাধিপত্যের মানসিকতায়। বহুত্ববাদের যে ধারণার কথা বলা হয় ভারতে, তা আসলে তত্ত্বগত। বাস্তবের সঙ্গে মিল কম। মানসিকভাবে ভারত তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়ে উঠতে পারেনি, নিছক বহু ধর্মের দেশ হয়ে থেকে গেল।

## ছোট তারা ★

শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিকের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া কিশোর বর্মন। সে পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকায় পারদর্শী। তার প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

# কোটা নয় মেধা চাই

সংরক্ষণ বাতিলের দাবিতে রাজপথে নেমেছেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে গোটা দেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পড়শি দেশের এই লড়াইয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থন জোগাচ্ছেন ভারতীয়রাও। তাহলে কি সংরক্ষণ নীতি নিয়ে এখানেও অসন্তোষ দানা বাঁধছে? এই ইস্যু নিয়ে এখন কী ভাবছেন এই বাংলার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা, শুনলেন তমালিকা দে

### পর্যালোচনা চাই

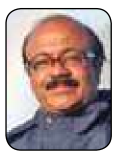

**প্রফেসর ডঃ পার্থপ্রতিম বসু (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিভাগীয় প্রধান) :** বাংলাদেশে পড়ুয়ারা মুক্তিযোদ্ধা কোটা তুলে দেওয়ার জন্য যে আন্দোলনে নেমেছেন আমার মনে হয় তা অনেকটাই যুক্তিসংগত। কারণ কোনও সংরক্ষণ নীতি এভাবে বছরের পর বছরের জন্য হতে পারে না। ভারতবর্ষেও সংরক্ষণ চালু করার সময় কতগুলো বিষয় মাথায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানে তার রিভিউ করার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা আর করা হয়নি। উদাহরণ, একটি অনগ্রসর জাতির একটি পরিবার যেখানে এই সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েছে বাকি সদস্যরা তা পাননি। এছাড়া সংরক্ষণ দিয়ে আর্থিকভাবে কোনও জাতিকে উন্নত করা যাবে এটা মনে করাও ঠিক নয়। তবে এই সংরক্ষণের সঙ্গে এখন রাজনৈতিক স্বার্থ যুক্ত রয়েছে।

### মেধার অগ্রাধিকার

**পল্লব বিশ্বাস (চাকরিপ্রার্থী) :** মেধার ভিত্তিতেই সব জায়গায় সুযোগ পাওয়া জরুরি। অনেক পড়ুয়া সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলোতে পাশ করেও সংরক্ষণের কারণে র‍্যাংক পান না। তবে যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম তাঁদের জন্য সংরক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

### যোগ্যতাই মানদণ্ড

**প্রতিভা রায়, দ্বিতীয় বর্ষ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজতত্ত্ব বিভাগ :** বর্তমানে বাংলাদেশে হওয়া আন্দোলনকে স্বল্প হলেও ইতিবাচক রূপে দেখছি। আমাদের ভারতবর্ষে জাতিগত সংরক্ষণ রয়েছে কিন্তু একজন পিছিয়ে পড়া জনজাতিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে বহুবার যোগ্যতায় সবকিছু পাওয়ার পরেও শুধুমাত্র সংরক্ষণের আওতায় পড়ার জন্য আমাকে অনেক কটাক্ষ শুনতে হয়। তাই আমার মতে বিশেষভাবে সক্ষম ছাড়া বাকিদের যোগ্যতাই একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত।

### সংরক্ষণের সময়

**প্রফেসর ডঃ বিকাশরঞ্জন দেব, বিভাগীয় প্রধান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়):** কোনও সংরক্ষণ নীতি অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে পারে না। বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে। এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধেই পড়ুয়ারা অন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তবে ভারতে সংরক্ষণ নীতি আলাদা। যদিও এখানে সংরক্ষণ নিয়ে প্রচুর রাজনীতি হয়। তবে বিশেষ কেস ছাড়া মেধা অনুযায়ী সুযোগ পাওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়।

### মেধাই ভিত্তি হোক

**দেবরাজ দে (দ্বিতীয় বর্ষ, সালেসিয়ান কলেজ) :** শুধুমাত্র সংরক্ষণের আওতায় না পড়ার জন্য অনেক প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো ফল করেও মন মতো জায়গায় সুযোগ পাইনি। বাংলাদেশে শুধু মুক্তিযোদ্ধা সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন হয়েছে। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে মেধার ভিত্তিতে সব জায়গাতে সুযোগ হওয়া উচিত।

### দরকার নেই

**পিয়ালী সরকার (চাকরিপ্রার্থী) :** সংরক্ষণ মানেই মেধাকে দাবিয়ে দেওয়া। বিশেষভাবে সক্ষম ছাড়া এবং কিছু বিশেষ কারণ ছাড়া অন্য কোনও জায়গায় সংরক্ষণ প্রয়োজন নেই।

### ওদেশের পরিস্থিতি

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা আছে ৫৬ শতাংশ। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ৩০ শতাংশ, জেলার জন্য ১০ শতাংশ, মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫ শতাংশ এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ১ শতাংশ কোটা রয়েছে। ২০১৮ সালেও মুক্তিযোদ্ধা সংরক্ষণ এই কোটা বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগ করার দাবি তোলা হয়েছিল।

### এদেশের পরিস্থিতি

ভারতবর্ষে তপশিলি জাতি ১৫ শতাংশ, তপশিলি উপজাতি ৭.৫ শতাংশ, ওবিসি ২৭ শতাংশ, আর্থিকভাবে দুর্বল (ইডব্লিউএস) ১০ শতাংশ, নির্দিষ্ট মানদণ্ডের বিশেষভাবে সক্ষমদের ৪ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মহিলা, প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও সংরক্ষণের সুবিধা রয়েছে।

### যাঁদের প্রয়োজন

সংরক্ষণ থাকা অবশ্যই উচিত তবে যাঁদের প্রয়োজন কেবলমাত্র তাঁদের জন্য। তাও যথাযথ যাচাই করে। কিন্তু যদি দীর্ঘবছর ধরে চলে আসা তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ওবিসি সংরক্ষণ এখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা, কর্মক্ষেত্রে থাকে তাহলে মেধার সঠিক যাচাই হবে না। যার ফলে অনেক মেধাবী পড়ুয়া হতাশ হবে। তবে যদি শুধুমাত্র স্পেশাল ক্যাটিগোরি একটাই থাকে তাহলে মেধার ভিত্তিতেই সবাই সুযোগ পাবে।

## অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ফ্লেক্স

# গয়ারাম বিল্ডিংয়ের সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন

**রণজিৎ ঘোষ**

*অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদে গয়ারাম বিল্ডিংয়ের নীচে ঝোলানো হয়েছে ফ্লেক্স।*

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদে এবার শহরে ফ্লেক্স পড়ল। শুক্রবার সাতসকালে সেবক মোড় সংলগ্ন গয়ারাম বিল্ডিংয়ের নীচে একটি ফ্লেক্স ঝোলানো হয়। তাতে লেখা রয়েছে, 'এই অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে কার স্বার্থে, পুর প্রশাসন জবাব দাও।' দীর্ঘদিনের পুরোনো গয়ারাম বিল্ডিং সংস্কারের নামে সবুজ কাপড়ে ঢেকে ভিতরে লিফট বসানো, ইটের পুরোনো পিলারকে জ্যাকেট করে কংক্রিটের পিলার তৈরি করা সহ বিভিন্ন কাজকর্ম হচ্ছে। ৬০-৭০ বছরের একটি পুরোনো বাণিজ্যিক ভবনে এভাবে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের কাজ হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে।

ভবনের মালিকপক্ষ পুরনিগমের অনুমতি নিয়েই সংস্কারের কাজ হচ্ছে বলে দাবি করলেও এভাবে কোনও নির্মাণ হতে পারে না বলে অনেকেই মনে করছেন। খোদ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেই এই ভবনের সংস্কার নিয়ে কিছুদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, পুরনিগম এবং শাসকদলের একাংশকে ম্যানেজ করেই এই নির্মাণকাজ চলছে। সেটা না হলে শহরের হৃৎপিণ্ড সেবক মোড়ে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ের খুব কাছে এভাবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই নির্মাণকাজ চলতে পারে না। মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'গয়ারাম বিল্ডিংয়ের সংস্কারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে লিফট বা অন্য কোনও পরিকাঠামো তৈরি করার কথা নয়। আমি পুরনিগমের আধিকারিককে শনিবার গিয়ে ওই ভবনে কীভাবে কী কী কাজ হচ্ছে তা বিস্তারিত খতিয়ে দেখতে বলেছি। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই আমরা ব্যবস্থা নেব। কোনও বেআইনি নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না।' বহুতলটির মালিক নিমিত মুন্দ্রার বক্তব্য, 'পুরনিগমের সমস্ত অনুমতি নিয়েই নির্মাণকাজ হচ্ছে। আমরা অবৈধ কিছু করছি না।'

৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ বাসিন্দাদের কেউ কেউ বলেছেন, '১৯৬০-'৬১ সালে গয়ারাম ভবনটি তৈরি হয়েছিল। পুরো ভবনটি ইটের পিলারের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ভবনে লিফটের ব্যবস্থাও নেই। অতীতে এখানে জীবনবিমা নিগম, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিস ছিল। কিন্তু সেই সময় শিলিগুড়িতে লিফটের চল না থাকায় এই বহুতল ভবনেও ওঠানামায় সিঁড়িতেই নির্ভর করতে হয়। কয়েক বছর আগে এই ভবন থেকে সরকারি, বেসরকারি সমস্ত অফিস উঠে অন্যত্র চলে গিয়েছে।'

দীর্ঘদিন এভাবে পড়ে থাকার পর প্রায় এক বছর ধরে ভবনটি সবুজ কাপড়ে ঘিরে ভিতরে সংস্কারের কাজ চলছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ভবনটিতে দিনরাত কাজ হচ্ছে। বেশিরভাগ সময় ভবনে প্রচণ্ড শব্দ হয়। ভাইব্রেটর দিয়ে ভবনটির বিভিন্ন তলে ছাদ ফুটো করার কাজ চলছে। লিফট বসানোর জন্য ছাদ ফুটো করা হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অনুমান।

এভাবে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার উপরে একটি ভবনে অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগ উঠলেও পুরনিগম চুপ রয়েছে বলে অভিযোগ। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'আমি এই দপ্তরটা দেখি না। আমার এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। খোঁজ নেব।'

তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, পুরনিগমের একাধিক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে প্রচুর টাকায় সওদা হয়েছে। কেউ ২০ লক্ষ, কেউ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছেন। ফলে সবকিছু দেখেও সবাই চুপ করে রয়েছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে শুক্রবার খুব সকালে এই ভবনের নীচে একটি ফ্লেক্স ঝুলতে দেখা যায়। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিএম সরণির বাসিন্দাদের তরফে লেখা ওই ফ্লেক্সে এই অবৈধ নির্মাণ নিয়ে পুর প্রশাসনের জবাব চাওয়া হয়েছে। যদিও তৃণমূলেরই একাংশ এই ফ্লেক্স ঝুলিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার আলম খানের বক্তব্য, 'গয়ারাম বিল্ডিংয়ের বিষয়টি উপর মহল থেকে দেখা হচ্ছে। আমার এখানে কিছু বলার নেই।'

**পোস্টারে চাঞ্চল্য**

- ইটের পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভবনটি
- সম্প্রতি সবুজ কাপড়ে ঘিরে সংস্কার করা হচ্ছে
- স্থানীয়রা বলছেন, ভেতরে লিফট বসানোর জন্য ছাদ কাটা হচ্ছে
- এদিন সকালে ভবনটির সামনে পোস্টারে চাঞ্চল্য ছড়ায়

## প্রতিবাদ সিটি অটোচালকদের

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** সিটি অটোগুলোকে সেবক মোড়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছিল ট্রাফিক পুলিশ। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুক্রবার তিন ঘণ্টারও বেশি সময় সেবক মোড় থেকে সেবক রোডের সিটি অটো পরিষেবা বন্ধ রাখলেন চালকরা।

সেবক মোড় সিটি অটো অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রভু ভগৎ বললেন, 'আমরা স্পষ্ট করেই বলেছি, সেবক মোড়ে দাঁড়াতে না দেওয়া হলে কোথায় যাব?' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা সেখানে একটি লেন করে দিয়েছি, যাতে কারও সমস্যা না হয়।'

হাসমি চকে দুর্ঘটনার পর থেকেই বিভিন্ন মোড়ের মুখে দাঁড়ানো সিটি অটো, টোটো সরাতে তৎপর হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ইতিমধ্যে বেশকিছু জায়গায় ওইসমস্ত যানবাহন দাঁড় করানো বন্ধ হয়েছে। শুক্রবার সেবক মোড়ে সেবক রোডগামী সিটি অটো সরাতে উদ্যোগী হয় ট্রাফিক পুলিশ। জানিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে কোনও পরিস্থিতিতেই যাতে সিটি অটো না দাঁড়ায়। তারপরই সরব হন চালকরা।

## অসুস্থ ব্যক্তির হার ছিনতাই

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ব্রেন সার্জারি হওয়ায় শারীরিক অস্বস্তি ছিল। তারমধ্যেই বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দোকানে গিয়ে কাজ করতেন বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি। তবে তিনি যে এমন অভিজ্ঞতার শিকার হবেন, সেটা অবশ্য ভাবতে পারেননি। ভাবতে পারেননি তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। সম্প্রতি দুপুরের দিকে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় অসুস্থ হয়ে যান ওই ব্যক্তি। মাথা ঘুরে পড়ে যান ইসকন রোডের একপাশে থাকা ড্রেনে। না, কেউ সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেননি। কোনওভাবে ড্রেন থেকে নিজেই উঠে রাস্তায় বসে পড়েন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে ওই ব্যক্তিকে দেখে অনেকের পা থামলেও সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে দেননি কেউই। তবে এখানেই ঘটনার শেষ নয়। ওই ব্যক্তির অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ভরদুপুরে তাঁর গলার হারটাও ছিনতাই করে চলে যায় আরেক ব্যক্তি।

ঘটনায় হতচকিত ওই ব্যক্তির স্ত্রী। তিনি বললেন, 'স্বামীকে বাড়িতেও কেউ দিয়ে যায়নি। কুড়ি মিনিট রাস্তায় বসে কোনওভাবে নিজেই হেঁটে বাড়িতে ফিরেছেন তিনি। এরপর তিনদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।' কিন্তু কেন কেউ তাঁকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এল না? তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে ইসকন রোডে যাওয়ার পর ভগ্ন হৃদয়েই বাড়ি ফিরতে হয়েছে ওই ব্যক্তির স্ত্রীকে। ওই মহিলা বলছিলেন, 'স্থানীয়দের অনেকেই বললেন, ড্রেনে পড়ে যাওয়ায় স্বামীকে তাঁরা মদ্যপ ভেবেছিলেন।' আর ওই সোনার চেন? সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখতে পেলেন, দুপুর দুটোর সময় স্বামী রাস্তায় বসে ছিলেন। তাঁর পাশে আর একজন ব্যক্তিও এসে বসে পড়ে এবং চেন নিয়ে চলে যায়।

যদিও প্রশ্ন উঠছে, শহরের মানুষজন হঠাৎ করে এত অমানবিক হয়ে উঠল কীভাবে? বুঝে উঠতে পারছে না শহরের বুদ্ধিজীবী মহল। গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অবাক শহরের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। তিনি বলছিলেন, 'আসলে খাতায়, বইপত্রে মানবিক কথাটা থাকলেও বাস্তবে সেই ওই শব্দটা ক্রমেই আমরা হারিয়ে ফেলছি।' একই কথা বলছিলেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা উৎপল দত্ত। তাঁর গলায় হতাশা। বললেন, 'শহরটা অমানবিক হয়ে যাচ্ছে।'

## আলোচনা সভা

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে শুক্রবার শালুগাড়া ল্যাব রেঞ্জে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএফও বিদিশা বসাক, এডিএফও দেবাশিস চক্রবর্তী, শালুগাড়া ল্যাবের রেঞ্জ অফিসার স্মৃতি রাই প্রমুখ।

## গুলির প্রতিবাদ

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** মালদার মানিকচকে বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বাসিন্দাদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে পথসভা করল অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। অন্যদিকে, একই কারণে শুক্রবার শহরে মিছিল করল এসইউসিআই।

## ডেঙ্গি শিবির

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশনের ৫৬তম বর্ষ উপলক্ষ্যে ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চের উদ্যোগে এবং অন্য ধ্রুপদ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ডেঙ্গি সচেতনতা শিবির করা হল। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার লালদাসজোত এলাকায় প্রগতি চা বাগানে এই শিবির হয়েছে।

## কবির জন্মদিন

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মবার্ষিকী পালন করা হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। এদিন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এলাকায় কবির আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন কাজ নিয়েও আলোচনা হয়।

*বাগরাকোটে লেভেল ক্রসিংয়ের এই পথেই রেলকর্মীদের প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর*

# বাগরাকোটে রাস্তা বন্ধের উদ্যোগ

## বাধা পেয়ে পিছু হটল রেল

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** বাগরাকোটের রাস্তা বন্ধ করতে এসে স্থানীয়দের বাধায় ফিরে গেল রেল। শুক্রবার সকালের ঘটনায় বাগরাকোট রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে আরপিএফ এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। স্থানীয়রা রেলকে কাজ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় শেষে হাত গুটিয়ে ফিরে যেতে হয় রেলকর্মীদের। তবে যাওয়ার আগে স্থানীয়দের হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছেন রেলকর্মীরা। পরবর্তীতে বাড়তি ফোর্স এনে ওই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে কর্তব্যরত রেলকর্মীরা জানিয়ে গিয়েছেন।

অন্যদিকে, ঘটনার পরই বিজেপি চার নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের স্টেশনমাস্টারকে স্মারকলিপি দিয়ে ওই রাস্তা বন্ধ করার প্রতিবাদ জানানো হয়। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'আমি রেলের আধিকারিকদের এনে এলাকা দেখিয়েছিলাম। একটি বিকল্প পথ কিংবা ফুটওভার ব্রিজের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যে কোনও একটি বিষয়ে সবুজ সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত বিধায়ক হিসেবে আশা করব, এই কাজ বন্ধ থাকবে। আমি ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলব।' অন্যদিকে, শিলিগুড়িতে ফিরেই বিষয়টি নিয়ে রেলের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর খোঁচা, 'শংকর ঘোষ বলেছিলেন বিকল্প রাস্তা হবে। কোথায় সেই রাস্তা?'

শিলিগুড়ির বাগরাকোটের অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং রয়েছে। এই পথ ধরে দীর্ঘদিন ঝুঁকির যাতায়াত করেন স্থানীয়রা। এনটিএস মোড়ের দিক থেকে বাগরাকোট রেললাইন পার করে সহজেই এপারের একাধিক স্কুল এবং কলেজে পৌঁছানো যায়। তাই বেশিরভাগ পড়ুয়ার পছন্দের রাস্তা এটি। এর বাইরে শয়ে-শয়ে মানুষ 'শর্টকাট' হিসেবে রাস্তাটি ব্যবহার করেন। আগে এই এলাকা দিয়ে বাইক কিংবা স্কুটার এমনকি গাড়িও পার হত। কিন্তু মাঝে হঠাৎ রেলের তরফে লাইনের দু'পাশ খুঁড়ে দিয়ে বাইক, টোটো, গাড়ির যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর জেরে এখন কিছু মানুষ হেঁটে রেললাইন পার হন।

সম্প্রতি রেলের তরফে ওই এলাকায় যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার আগে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এডিআরএম এনজেপিকে সঙ্গে নিয়ে বাগরাকোট এলাকা পরিদর্শন করেন। সেই সময় একটি বিকল্প পথ কিংবা ফুটওভার ব্রিজ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনও সবুজ সংকেত আসার আগেই এদিন রেলের কর্মীরা সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ এলাকায় পৌঁছে যান। তাঁরা ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের দিক দিয়ে গিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পাঁচটি খুঁটিও পুঁতে ফেলেন। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচলতিরা বাধা দেন। কোনওভাবেই তাঁরা রাস্তা বন্ধ করতে দেবেন না বলে জানিয়ে দেন। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় শা'র বক্তব্য, 'আমরা এই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করি। কত স্কুলের বাচ্চা, সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে। কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না করে হঠাৎ বন্ধ করে দিতে এলে তা মেনে নেওয়া হবে না।'

একই কথা বলছেন পথচলতি মঞ্জু সরকার। তাঁর কথায়, 'অন্য রাস্তায় এত যানজট থাকে তাই মেয়েকে নিয়ে এই পথে স্কুলে যাই। এটা বন্ধ হয়ে গেলে বাচ্চাদের খুব অসুবিধা হবে।' রাস্তা বন্ধের খবর পেয়ে এদিন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা এলাকায় পৌঁছান। আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশও। এরপরেই পুলিশের উপস্থিতিতে সমস্ত খুঁটি তুলে নিয়ে এলাকা থেকে চলে যান রেলকর্মীরা।

## বৈঠকে জট কাটল না

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** এসএফ রোডের এক নার্সিংহোম থেকে শতাধিক কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রেক্ষিতে শুক্রবার দাগাপুরে শ্রম দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসে। শ্রম কমিশনারের উপস্থিতিতে যেখানে সিটু অনুমোদিত নার্সিংহোম স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। যদিও এদিন বৈঠকে সমস্যার জট কাটেনি। বৈঠকের আগে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও শ্রম কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেখানে কর্মীদের সমস্ত বকেয়া অর্থ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। যদিও নার্সিংহোমের প্রতিনিধি গোবিন্দলাল মজুমদারের দাবি, ইতিমধ্যে ৬৭ জন কর্মীকে পুনরায় নতুন নার্সিংহোমে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

## সাফল্যের ছয় বছর পেরিয়ে

**শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই :** সফলতার ছয় বছর পেরিয়ে নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টারের চিকিৎসায় বন্ধ্যাত্ব নিয়ে ভয় ধীরে ধীরে মুছতে শুরু করেছে মানুষের মন থেকে। প্রায় পাঁচ হাজার দম্পতি সন্তানসুখের তৃপ্তি পেয়েছেন এই পর্যন্ত। সেই কৃতিত্বের অধিকারী শিলিগুড়ি নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার। আধুনিক ল্যাব এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নততর পরিকাঠামো নিয়ে শুরু হয়েছিল জয়যাত্রা। ধীরে ধীরে রোগীরা ফিরে পেয়েছেন আস্থা এবং ভরসা। শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গ, সিকিম, নেপাল, অসম, ভুটান ও বাংলাদেশের দম্পতিরা উপকৃত হয়েছেন।

শিলিগুড়ি বিখ্যাত আইভিএফ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্যাত্বর নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। তবে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। বহু স্বামী-স্ত্রী সন্তানসুখ পেয়েছেন।'

আরেক বিশেষজ্ঞ ডাঃ শেফালি বনসাল মাধব বলছেন, 'বন্ধ্যাত্ব সমস্যা আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য এখন সমাজ থেকে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে ভয় ধীরে ধীরে মুছতে শুরু করেছে।'

# ইলিশ অনেকদিন ভালো রাখতে চাইলে

একদিকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, অন্যদিকে পাতে ইলিশ। আহা, দিনটা কেমন রিমঝিম রিমঝিম। কিন্তু যে ইলিশ মাছ আপনি এত বেছেবুছে বাজার থেকে নিয়ে এলেন, তাকে কেমন করে খেলে স্বাদে-আহ্লাদে 'আহা-আহা' করবেন, জানা দরকার সেই জরুরি কথাও।

ইলিশ বাজার থেকে এনে সদ্য সদ্য রান্না করে খেলেই ভালো। তবে অনেকে আবার ইলিশ সংরক্ষণ করেন। মরশুম শেষেও যাতে পাতে ইলিশ মাঝে মাঝে হাজিরা দেয়, সেই কারণে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেন। ইলিশ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি কিন্তু খুব সহজ। দুভাবে এই কাজটা আপনি করতে পারেন।

প্রথমত, গোটা ইলিশ আঁশসহ সংরক্ষণ করতে পারলেই বেশি ভালো। প্রতিটা ইলিশ আলাদা প্যাকেটে করে রাখুন। তাহলে একটা ইলিশ বের করতে গিয়ে অন্য সবকটি বাইরে আনতে হবে না। এই পদ্ধতিতে একটা মরশুম চলে গেলেও ইলিশের স্বাদে তেমন একটা বদল আসবে না। ছয় মাস পরও খেতে পারবেন।

আস্ত ইলিশের কানকোর ভেতর লেবুর রস আর খোসা রেখেও ডিপ ফ্রিজে রাখতে পারেন। এক বছরের জন্য রেখে দিলেও নষ্ট হবে না।

দ্বিতীয়ত, কেটেও রাখতে পারেন। শুরুতে ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার একটি বাটিতে ইলিশগুলো রাখুন। জল দিয়ে বাটি টইটম্বুর করে ফেলুন। এবার জলসহ বাটিটি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। একইভাবে জলসহ প্যাকেটের ভেতরও রাখতে পারেন। অনেক দিন রেখে খাওয়াও সম্ভব। জলসহ না রাখলে এক সপ্তাহের মধ্যেই খেয়ে ফেলা ভালো।

নদীর ইলিশে ওমেগা চর্বির পরিমাণ থাকে বেশি। নদীর জলজ উদ্ভিদ খাওয়ায় ইলিশ মাছের শরীরে এই চর্বি তৈরি হয়।

# ইলিশ চিনবেন কী করে?

নকল পেরিয়ে আসল কে? এই নিয়ে মাথায় বাজ পড়ে বাজারে গেলে? জেনে নিন অজানা তথ্যগুলো।

### নোনা জল বনাম মিষ্টি জল

সাধারণত, ইলিশ দুটি উৎস থেকে আমরা পেয়ে থাকি— সমুদ্র অর্থাৎ লোনা জলের ইলিশ আর মিষ্টি জলের ইলিশ। মিষ্টি জলের ইলিশ মূলত পদ্মা-মেঘনায় পাওয়া যায়। আর কে না জানে, পদ্মার ইলিশ সবচেয়ে সুস্বাদু।

কিন্তু মাছ দেখে কীভাবে চিনবেন, কোনটি সমুদ্রের আর কোনটি নদীর! চেনার উপায় খুব কঠিন কিছু নয়, বরং সহজই বলা যায়। সমুদ্রের ইলিশ মাছের চোখের চারপাশ একটু কালচে লাল ধরনের হয়। এছাড়া মাছটা আকারে লম্বাটে এবং ইলিশের চিরচেনা রুপোলি রঙের বদলে কিছুটা ফ্যাকাশে ধরনের। নদীর মাছ কিছুটা মোটা ও চওড়া হয়। এছাড়া মাথা ও লেজ হয় তুলনামূলক ছোট।

### কেন নদীর ইলিশ

নদীর ইলিশে ওমেগা চর্বির পরিমাণ থাকে বেশি। নদীর জলজ উদ্ভিদ খাওয়ায় ইলিশ মাছের শরীরে এই চর্বি তৈরি হয়। বড় আকারের ইলিশের স্বাদ এ কারণে ভালো। বাংলাদেশের চাঁদপুরের ইলিশ সবচেয়ে জনপ্রিয়, কারণ সমুদ্র থেকে এই এলাকায় আসার সময় নদীর জলজ উদ্ভিদ খাওয়ায় ও জলের ধরনের প্রভাবে এই চর্বি তৈরি হয়।

সমুদ্রের ইলিশের চোখের চারপাশ একটু কালচে লাল। আকারে লম্বাটে এবং রুপোলি রঙের বদলে কিছুটা ফ্যাকাশে।

### মাছের টুকরো

মাছ সাধারণত দুভাবে টুকরো করা যায়। একটা হল লম্বালম্বি আর অন্যটি আড়াআড়ি। আকারে কিছুটা বড় মাছ লম্বালম্বি কাটা যায়। কিন্তু যে মাছগুলো আকারে একটু ছোট, সেগুলো আড়াআড়ি কাটলে মাছের টুকরোগুলো বড় দেখায়।

# ইলিশ কিন্তু ইলিশ নয়!

ইলিশ হল গিয়ে জলের শস্য। রুপোলি শস্য। সেই জলের শস্যে জল মেশাচ্ছে কিছু অসাধু মাছ ব্যবসায়ী। সেইসব মাছও কিন্তু ইলিশের মতো দেখতে। অথচ ইলিশ নয়। চটপটে কথার মারপ্যাঁচে আপনার ব্যাগে সেই নকল ইলিশ ঘরে চলে আসতে পারে, যদি না আপনি আসল ইলিশ চিনতে না পারেন! সত্যি বলতে, বাজার জুড়ে 'নকল' ইলিশের ছড়াছড়ি।

বর্ষা মানেই ইলিশ পাতে পড়বে না, এটা ভাবতেই পারে না বাঙালি। আমবাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য যথারীতি বাজারে হাজির ইলিশ। কিন্তু কোনটা আসল আর কোনটা নকল, ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার জোগাড়। পদ্মার ইলিশ তো কোন দূরস্থান, গঙ্গার ইলিশেও টান পড়লে ব্যবসায়ীরা ঝোপ বুঝে কোপ মারছে। ক্রেতাদের অভিযোগ এমনটাই।

আসল ইলিশের দাম বেশ চড়া। তাই সুযোগ বুঝে ক্রেতাদের খয়রা বা ইলিশ জাতীয় মাছ দিয়ে ঠকাচ্ছে কিছু অসাধু মাছ ব্যবসায়ী। আপনি খুব আহ্লাদ করে খেতে বসে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, এই ইলিশ আসল ইলিশ নয়। তাই বাজারে যাওয়ার আগে আসল-নকল ইলিশ চিনে নেওয়ার টিপসগুলো জেনে নিন।

কেমন মাছ ইলিশ বলে চালানো হচ্ছে বাজারে? মৎস্য দফতর সূত্রে খবর, ইলিশ মাছের নামে সার্ডিন, যাত্রিক, টাকিয়া, চৌক্কা, পাসনা, খয়রা, সাগর চাপিলা বিক্রি করছে বহু মাছ ব্যবসায়ী। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে সার্ডিন ও চৌক্কা মাছ। এই মাছ মোহনার কাছে বেশি পাওয়া যায়। সার্ডিন দেখতে অনেকটা জাটকার মতো। চৌক্কা মাছ বেশ বড় এবং লম্বায় ইলিশের মতো। তবে ভালোভাবে দেখলেই ইলিশের সঙ্গে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

কীভাবে চিনবেন নকল ইলিশ? ইলিশ নিয়ে গবেষণাকারীদের মতে, এই মাছগুলি ইলিশের চেয়ে কম চওড়া ও চোখের আকার বড়। চৌক্কা মাছের মাথা লম্বা ও সূচালো। সার্ডিনের মাথা বড় হলেও সামনের অংশ ভোঁতা। তবে সার্ডিন মাছের দেহ পুরু এবং পিঠের দিকের চেয়ে পেটের দিক ফোলা ও চ্যাপ্টা। কিন্তু আসল ইলিশ মাছের পিঠ ও পেটের দিক প্রায় একইরকম। সার্ডিন মাছের পাখনা ঘোলাটে। আর ইলিশ মাছের পাখনা ফ্যাকাশে। এইসব মাছে ইলিশ মাছের মতো গন্ধ নেই। তাই ইলিশ মাছ কিনতে গেলে এসবে নজর দিতেই হবে। ভালোভাবে দেখেই কিনতে হবে। খতিয়ে দেখলেই আসল ইলিশের খোঁজ পাবেন।

# ইল্লিশ... যত মত তত পদ

## ইলিশ পোলাও

**যা যা লাগবে:** ইলিশ মাছ ৬ টুকরো, পেঁয়াজকুচি আধকাপ, পেঁয়াজবাটা ৩ টেবিল চামচ, আদাবাটা দেড় টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, লংকাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, তেল দেড় কাপ, ঘি সিকি কাপ, লাল ও সবুজ কাঁচা লংকা ১০-১২টি, টক-মিষ্টি দই আধকাপ, নারকেল দুধ ১ কাপ, চাল আধকেজি, পেঁয়াজ ভাজা ও বেরেস্তা আধকাপ এবং লবণ পরিমাণমতো।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** প্রথমে ইলিশ মাছ রান্না করে নিতে হবে। দই ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। এবার দইয়ে পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, লংকাগুঁড়ো, পরিমাণমতো লবণ ও আধকাপ নারকেল দুধ ভালো করে মিশিয়ে এর মধ্যে মাছ দিয়ে ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন। ৩০ মিনিট পর কড়াইয়ে উপকরণের অর্ধেক তেল ও অর্ধেক ঘি দিয়ে ধীরে ধীরে ম্যারিনেট করা মাছগুলো ছেড়ে দিতে হবে। দু-তিন মিনিট পর খুব সাবধানে মাছগুলো উলটে দিতে হবে। এরপর সবুজ ও লাল লংকা ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে পাত্রটি ঢেকে দিতে হবে।

মাঝারি আঁচে ৬ মিনিট রাখার পর ওভেন বন্ধ করুন। আরেকটি পাত্রে বাকি তেল ও ঘি দিয়ে অবশিষ্ট পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ হালকা লাল হলেই চাল দিয়ে দিন এবং ভালোভাবে চালটা ভেজে নিন। আধকেজি বা দু-কাপ চালের জন্য চার কাপ জল লাগবে। পৌনে তিন কাপ জল ও আধকাপ নারকেল দুধ চালে দিয়ে দিন। চালে ফুটে এলে ৬-৭টি সবুজ ও লাল লংকা দিয়ে দিন। এরপর পাত্রটি ঢেকে দিন, আঁচ কমিয়ে ২০ মিনিট ওভেনে রেখে দিন। ২০ মিনিট পর পোলাও হয়ে গেলে এর ওপর রান্না করা ইলিশ মাছগুলো এমনভাবে সাজিয়ে দিন যেন ভাতের মধ্যে ডুবে থাকে। মাছের ঘন ঝোল পোলাওয়ের ওপর ছড়িয়ে দিন। সবশেষে বেরেস্তা ছিটিয়ে ১০ মিনিট দমে রাখুন।

এবার একটি ছড়ানো পাত্রে খুব সাবধানে প্রথমে পোলাও, পরে মাছগুলো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

## ভাপা ইলিশ

**যা যা লাগবে :** ইলিশ মাছ বড় ৪ টুকরো, সাদা সর্ষেবাটা ৪ টেবিল চামচ, পোস্তাবাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেল দুধ আধ চামচ, কাঁচা লংকাবাটা ১ টেবিল চামচ, লাল গোটা কাঁচা লংকা ৮টি, লবণ পরিমাণমতো, চিনি আধ চা-চামচ, হলুদ আধ চা-চামচ ও সর্ষের তেল ৮ টেবিল চামচ।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** ইলিশ মাছের টুকরো সব উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে আধঘণ্টা রেখে দিতে হবে। তারপর একটি টিফিন বাটিতে মশলাসহ মাছগুলো সাজিয়ে দিন। বাটির মুখ বন্ধ করে জলের মধ্যে এমনভাবে দিতে হবে যে বাটির মধ্যে জল না ঢুকে যায়। তারপর জলের পাত্রটি মাঝারি আঁচে ওভেনে রাখুন ৩০ মিনিট। ওভেন বন্ধ করে টিফিন বাটিটি জলের পাত্র থেকে নামিয়ে সাবধানে পরিবেশন পাত্রে সাজান, যাতে মাছ না ভেঙে যায়।

## মুখি কচুতে ইলিশ

**যা যা লাগবে :** ইলিশ মাছ চার টুকরো, মুখি কচু ২৫০ গ্রাম, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, জিরাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, লবণ, সর্ষের তেল ৩ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ও লংকাগুঁড়ো পরিমাণমতো, কয়েকটি কাঁচা লংকা।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** মাছে সামান্য পরিমাণ হলুদগুঁড়ো, লংকাগুঁড়ো ও লবণ দিয়ে আগে হালকা ভেজে নিতে হবে। ভাজার জন্য সর্ষের তেল ব্যবহার করুন। এরপর সব বাটা মশলা আর লবণ দিয়ে কচুর ছড়া কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হলে তাতে জল দিয়ে দিন। ওভেনে মাঝারি আঁচে কচু রান্না হতে থাকুক। ফুটে উঠলে মাছ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষাতে হবে। নামানোর পাঁচ মিনিট আগে কয়েকটি কাঁচা লংকা তরকারিতে ছড়িয়ে দিন।

## আনারস ইলিশ

**যা যা লাগবে:** ইলিশ ৬ টুকরা, গ্রেট করা পাকা আনারস আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি ২টি, কাঁচা মরিচের কুচি ৭-৮টি, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, শর্ষেবাটা ২ চা-চামচ, তেল আধা কাপ ও লবণ স্বাদমতো।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** আধ চা-চামচ হলুদ ও সামান্য লবণ দিয়ে মাছ মাখিয়ে রাখুন। প্যানে সামান্য তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। বাকি তেল ঢেলে গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর তাতে লংকাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, লবণ ও কাঁচালংকা দিয়ে ভালো করে কষান। কষানো হলে আনারস দিয়ে নেড়ে এককাপ জল দিন। একটু নেড়ে দিয়ে দিন সর্ষেবাটা। জল ফুটে উঠলে মাছগুলো সাবধানে দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন। জল শুকিয়ে ঝোল ঘন হয়ে এলে নেড়েচেড়ে ২-৩ মিনিট ঢেকে দমে রেখে নামিয়ে নিন।

## পোলাওয়ে লাউপাতায় মোড়া ইলিশ

**যা যা লাগবে :** মাছ ৬ টুকরো, আধকেজি পোলাওয়ের চাল, সাদা সর্ষেবাটা ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা লংকাবাটা ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, লাউপাতা পরিমাণমতো, সয়াবিন তেল পরিমাণমতো, ঘি পরিমাণমতো, আদার রস দুই চা-চামচ, পেঁয়াজের রস দুই চা-চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা পরিবেশনের জন্য, কাঁচা লংকা পরিবেশনের জন্য।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** প্রথমে মাছে ৩ টেবিল চামচ সাদা সর্ষেবাটা, কাঁচা লংকাবাটা, ১ টেবিল চামচ পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, লবণ পরিমাণমতো দিয়ে মেখে ১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর প্রতি টুকরো মাছকে পরিষ্কার লাউপাতা দিয়ে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখুন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে, একটু (দুই চা-চামচ) আদার রস, পেঁয়াজের রস দিয়ে ধোয়া পোলাওয়ের চাল অল্প ঘিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন। চাল হালকা লালচে হয়ে এলে জল দিয়ে সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পর চাল ফুটে উঠলে সরিয়ে তাতে লাউপাতা মোড়ানো ইলিশগুলো ছেড়ে দিন। ওভেনের আঁচ কমিয়ে দিন। ২০ থেকে ২৫ মিনিট অল্প আঁচে ওভেনে রাখুন। নামিয়ে নেওয়ার আগে চাল পুরোপুরি সেদ্ধ হয়েছে কিনা, দেখে নিন। পেঁয়াজের বেরেস্তা ও লংকা দিয়ে পরিবেশন করুন।

## ইলিশের ঝোল

**যা যা লাগবে :** ইলিশ ৬ টুকরো, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজের মিহি কুচি আধকাপ, কাঁচা লংকার ফালি ৮টি, সর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো ও জল আড়াই কাপ।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** হাঁড়িতে পেঁয়াজকুচি ও লবণ দিয়ে খুব ভালো করে চটকে নরম করে নিন। মাছ ও জল ছাড়া অন্য সব উপকরণ নিয়ে আবারও খুব ভালো করে মেখে নিন। মাছ নিয়ে আলতো হাতে মেখে মাছগুলো বিছিয়ে দিয়ে ওভেনে বসিয়ে জল ঢেলে দিন। মাঝারি তাপে ১৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। মাঝখানে একবার মাছগুলো উল্টে দিন। নিজের পছন্দমতো ঝোল হলে নামিয়ে নিন। তবে এই রান্নায় ঝোল বেশি থাকবে।

## খেলায় আজ

২০২০ : লাজিওর বিরুদ্ধে জুভেন্তাসের ২-১ জয়ে জোড়া গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এরই সুবাদে তাঁর সিরি ‘এ’, লা লিগা ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ন্যূনতম পঞ্চাশটি করে গোল হয়ে গেল।

## সেরা অফবিট খবর

### রক্তাক্ত বাইশ গজ

মরিসভিলের চার্চ স্ট্রিট পার্কে মেজর লিগ ক্রিকেটে সিয়াটল অর্কাসের রায়ান রিকেলটনের জোরালো শট গিয়ে মাথায় লাগে সানফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের বোলার কারমি লে রক্সের মাথায়। আঘাতের ধাক্কায় তিনি বাইশ গজেই পড়ে যান। এবং তাঁর মাথা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। আম্পায়ার মেডিকেল টিমকে ডাকলে লে রক্স তাঁদের সঙ্গেই হেঁটে মাঠ ছাড়েন।

## ভাইরাল

### ভালোবাসি তোমাকে

ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার খবর শুনেই হর্ষিত রানা কোলে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর বাবা প্রদীপকে। সেই ছবি তিনি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে ক্যাপশন দিয়েছিলেন, ‘এটি তোমার... তোমাকে ভালোবাসি বাবা।’ হর্ষিতের এই পোস্ট নেটিজেনদের খুব পছন্দ রয়েছে।

## স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় টেস্ট দলে প্রথম সুযোগ পাওয়ার সময় কোন ক্লাবে খেলতেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

### সঠিক উত্তর

১. ওয়াশিংটন সুন্দর, ২. অস্ট্রেলিয়া।

### সঠিক উত্তরদাতারা

লাবণ্য কুণ্ডু, সাগ্নিক দত্ত, পাপিয়া দে।

# কোচ গম্ভীরের সঙ্গে সমস্যা নেই

## বোর্ডকে জানালেন কোহলি

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** তাঁদের সম্পর্কের রসায়নটা যে বাকিদের মতো নয়, দুনিয়া জানে। তাঁদের মধ্যে অতীতে যতবার তিক্ততার ঘটনা ঘটেছে, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে প্রতিবারই।

প্রশ্ন এখন একটাই, ভারতীয় দলের সাজঘরে নয়া কোচ গৌতম গম্ভীর ও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির সম্পর্কের তিক্ততার রেশ কতটা প্রভাব ফেলবে? গম্ভীর কোচ হিসেবে ইতিমধ্যেই দায়িত্ব নিয়েছেন। আগামী ২৭ জুলাই শ্রীলঙ্কার পাল্লেকেলের মাঠে টি২০ সিরিজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিষেক হচ্ছে গম্ভীরের। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজের পরই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ রয়েছে। সেই সিরিজের দলে রয়েছেন কোহলি। আপাতত পরিবার নিয়ে লন্ডনে ছুটি কাটালেও একদিনের সিরিজ শুরুর আগে দেশে ফিরে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। আর এখানেই সামনে আসছে সেই বহু চর্চিত প্রশ্ন, ভারতীয় সাজঘরে কোহলি-গম্ভীরের মধ্যে নতুন কোনও সমস্যা হবে না তো? হলে ভারতীয় দলের পারফরমেন্সে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

শেষ পর্যন্ত কোহলি-গম্ভীর সম্পর্ক কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে সর্বভারতীয় এক দৈনিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষকর্তাকে উদ্ধৃত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিরাট নিশ্চয়তা পেয়ে গিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ডকে কোহলি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, কোচ গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। ফলে একসঙ্গে সাজঘরে থাকতে কোনও সমস্যা হবে না। শোনা যাচ্ছে, কোহলিকে এই ব্যাপারে কার্যত মুচলেকা দিতে হয়েছে। যদিও বোর্ডের তরফে এমন তথ্যের কথা স্বীকার করা হয়নি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে ২০২৪ সালের আইপিএলের সময় গম্ভীর-কোহলির বন্ধুত্বের আবহ দেখেছিল দুনিয়া। যদিও তার আগের বছরের আইপিএলের সময় ছিল উলটো ছবি। যেখানে মাঠের মধ্যেই গম্ভীর-কোহলির হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে জাতীয় স্বার্থে কোহলি-গম্ভীরের অবস্থান কী হয়, সেটাই দেখার।

এদিকে, বিরাট-গম্ভীর অস্বস্তির মধ্যে আজ সামনে এসেছে আরও একটি তথ্য। সৌজন্যে টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের পরই কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া রবীন্দ্র জাদেজা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজের দলে নেই জাদেজা। তিনি কেন নেই, বোর্ড বা জাতীয় নির্বাচকদের তরফে কিছুই জানানো হয়নি। ফলে জাদেজা এবার একদিনের ক্রিকেটও ছাড়তে পারেন, এমন জল্পনা প্রবলভাবে চলছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে।

### জাদেজাকে নিয়ে জল্পনা

« চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য জাতীয় নির্বাচকদের পরিকল্পনায় নাকি নেই রবীন্দ্র জাদেজা।

*শেষ আইপিএলের সময়ই গৌতম গম্ভীর ও বিরাট কোহলির বন্ধুত্বের নতুন ছবি দেখেছিল ক্রিকেট দুনিয়া।*

# ‘সেরা মুহূর্ত বিশ্বকাপ জয়’

## যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটানোর মাঝে ফাঁস রোহিতের

**মুম্বই, ১৯ জুলাই :** ২০০৭-এ প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক।

প্রথম বছরেই বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ। টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম আসরে বাজিমাত করা মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৭ বছরের লম্বা আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ব্যর্থতার চেয়ে সাফল্যের ভাগই বেশি রোহিত শর্মার।

ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অন্যতম পিলার। সঙ্গে নেতৃত্বের বাড়তি দায়িত্ব। বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার থেকে বিশ্বজয়ী অধিনায়কের তকমাও মুকুটে। ৫৯টি টেস্ট, ২৬২টি ওডিআই, ১৫৯টি টি২০ ম্যাচের কেরিয়ারে হাজারো সাফল্যের ভিড়ে কেরিয়ারে তিনটি স্মরণীয় মুহূর্ত বেছে নিলেন রোহিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটানোর ফাঁকে নিজের সেরা তিন মুহূর্তের কথা ভাগ করে নিলেন। ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়, ২০০৮-এ সিবি সিরিজ জয়, অধিনায়ক হিসেবে সদ্য জেতা কুড়ির বিশ্বকাপকে প্রথম তিনে রাখলেন। সেরার সেরা চলতি বছরের বিশ্বসেরার মুকুট।

এক সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেন, ‘১৭ বছরের কেরিয়ার। এই সতেরো বছরের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত, প্রচুর স্পেশাল মুহূর্ত রয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বছর ২০০৭-এ টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। পরের বছরে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে সিবি সিরিজ জয়। পরবর্তী সময়ে অনেক ভালো কিছু ঘটেছে আমার কেরিয়ারে। ব্যর্থতার মুখোমুখিও হয়েছি। ক্রীড়াবিদদের কেরিয়ারে ওঠানামা থাকবে। প্রতিটি সাফল্যই উপভোগ করেছি। তবে ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ জয় নিশ্চিতভাবে তালিকায় সবার শীর্ষে থাকবে।’

২০০৭-এ টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে গৌতম গম্ভীরের (৭৫) পর দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেন রোহিতই (৩০)। মিডলঅর্ডারে সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে ছয় নম্বরে নেমে দলের স্কোরকে দেড়শো পার করে দেন। ২০০৮-এর সিবি সিরিজের প্রথম ফাইনালে ৬৬ রানের ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেন। সদ্য জেতা টি২০ বিশ্বকাপে দলের সর্বোচ্চ রানস্কোরারও রোহিত (২৫৭)।

*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানে ভিনিসিয়াস জুনিয়র।*

*নতুন মরশুমে বার্সেলোনার জার্সি গায়ে লামিনে ইয়ামাল, পেদ্রি ও গাভি।*

# হার্দিককে নিয়ে ধীরে চলো নীতি মুম্বইয়ের

**মুম্বই, ১৯ জুলাই :** ব্যক্তিগত জীবনের পাশে পেশাদার ক্রিকেট জীবন, সাংঘাতিক টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

গতকালই শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণা হয়েছে। সেখানে সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে টি২০ ক্রিকেটে। তাঁর ডেপুটি শুভমান গিল। টি২০ স্কোয়াডে হার্দিক থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যে তাঁকে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে আর ভাবছে না, স্পষ্ট। হার্দিক নিজেও বুঝে গিয়েছেন। একই দিনে স্ত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের খবরও সামনে এসেছে। ঘোষণা করেছেন হার্দিক নিজেই।

এমন অবস্থার মধ্যে মূলত দুটো বিষয় সামনে আসছে। এক, নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার ঘটনা হার্দিকের ক্রিকেটকে কতটা প্রভাবিত করবে? দুই, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কি আগামীদিনে অধিনায়ক হার্দিকে আর আস্থা রাখবে? আপাতত দুটো প্রশ্নেরই স্পষ্ট কোনও জবাব নেই। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজির এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের আইপিএলের জন্য এখনও পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। তাই হার্দিকই দলের অধিনায়ক থাকবেন কিনা, সিদ্ধান্ত পরে হবে। আপাতত মুম্বই হার্দিককে নিয়ে ধীরে চলো নীতির পথে হাঁটছে। বাণিজ্যনগরীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল বুঝে নিতে চাইছে, ক্রিকেটারদের মধ্যে হার্দিককে নিয়ে গ্রহণযোগ্যতা কোন পর্যায়ে রয়েছে। কারণ, হার্দিকের মতো সূর্যকুমারও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সূর্য টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক হওয়ার পর মুম্বইয়ের নেতৃত্বের ব্যাটনও তাঁর হাতেই থাকবে, এমনটা স্বাভাবিক। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে অধিনায়ক হার্দিককে নিয়ে আপাতত ধীরে চল নীতির পথ ধরতে তাই একরকম বাধ্য হয়েছে মুম্বই।

## পাশে প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও

# সঞ্জুর বাদে সরব শশী

**নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই :** ভারতের হয়ে শেষ ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি রয়েছে।

ব্যর্থতা ঝেড়ে যখন মনে হচ্ছিল ভারতীয় ওডিআই দলে জায়গা পাকা হতে চলেছে, তখনই ফের ছাঁটাই। শ্রীলঙ্কাগামী ওডিআই দলে সঞ্জু স্যামসনের বাদ পড়া নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে। নিজের রাজ্য কেরলের ক্রিকেট আইকনের প্রতি যে বঞ্চনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শশী থারুর।

সঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়ে অতীতে বারবার মুখ খুলেছেন কেরলের কংগ্রেস সাংসদ। শ্রীলঙ্কাগামী দল ঘোষণার পর আবারও সরব শশী থারুর। নির্বাচকদের সিদ্ধান্তের দিকে আঙুল তুলে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। দাবি, শেষ ওডিআই ম্যাচে যে ছেলেটা সেঞ্চুরি করেছে, সেই কি না বাদ ওডিআই দল থেকে।

থারুর লিখেছেন, ‘চলতি মাসের শেষেই শ্রীলঙ্কা সফরের দল নির্বাচন বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। সঞ্জু স্যামসন, যার শেষ ওডিআইতে সেঞ্চুরি রয়েছে, তাঁর জায়গা হয়নি ওডিআই দলে! অভিষেক শর্মা, যে জিম্বাবোয়ে সফরে টি২০ সিরিজে সেঞ্চুরি করেছে, কোনও ফরম্যাটেই তার জায়গা হয়নি! ভারতীয় দলের হয়ে সাফল্য নির্বাচকদের কাছে এতটাই কম গুরুত্বপূর্ণ! এমন ঘটনা বিরল। আর কী বলব, দলের জন্য শুভকামনা।’

সঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাচকদের একহাত নিয়েছেন মনোজ তিওয়ারি, প্রাক্তন পেসার ডোডা গণেশরা। গণেশের যুক্তি, জাতীয় দলের হয়ে সাফল্যের পরও তা গুরুত্ব দেননি নির্বাচকরা। যা হতাশার। অপরদিকে মনোজের দাবি, যে ছেলেটা (সঞ্জু স্যামসন) শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছে, তাকে কোন যুক্তিতে বাদ দেওয়া হল? অত্যন্ত নিন্দনীয় সিদ্ধান্ত। এই রকম পদক্ষেপ একজন ক্রিকেটারের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে। হতাশ করবে।

এখানেই থেমে থাকেননি মনোজ। আরও দাবি, ‘ঋষভ পন্থ টেস্টের জন্য উপযুক্ত। নিঃসন্দেহে টেস্ট ওর প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত। কিন্তু সাদা বলের ফরম্যাটে ঋষভের পারফরমেন্স মাঝারি মানের। আর সাফল্য সত্ত্বেও সঞ্জুকে বাদ দেওয়া লজ্জাজনক। কেন বাদ, তার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নির্বাচকদের।’

> চলতি মাসের শেষেই শ্রীলঙ্কা সফরের দল নির্বাচন বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। সঞ্জু স্যামসন, যার শেষ ওডিআইতে সেঞ্চুরি রয়েছে, তাঁর জায়গা হয়নি ওডিআই দলে! অভিষেক শর্মা, যে জিম্বাবোয়ে সফরে টি২০ সিরিজে সেঞ্চুরি করেছে, কোনও ফরম্যাটেই তার জায়গা হয়নি! ভারতীয় দলের হয়ে সাফল্য নির্বাচকদের কাছে এতটাই কম গুরুত্বপূর্ণ!
>
> **শশী থারুর**

*বৃহস্পতিবার ছিল ঈষান কিষানের ২৬তম জন্মদিন। শিরডির শ্রী সমাধি মন্দিরে তিনি যান আশীর্বাদ নিতে।*

# নজির ফ্লিনটফ পুত্র রকির

**লন্ডন, ১৯ জুলাই :** ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে টেস্টে সেঞ্চুরি করেছে কিংবদন্তি ইংরেজ অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের পুত্র রকি ফ্লিনটফ। বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৮১ বলে ১০৬ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরে ১৬ বছর বয়সি এই প্রতিভাবান ক্রিকেটার। রকি ছাড়াও সেঞ্চুরি করেছে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হামজা শেখ। এই টেস্টে টসে জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাট করতে পাঠায় ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা ১৫৩ রান করে। জবাবে রকি ফ্লিনটফ ও হামজার সেঞ্চুরির সুবাদে ৪৭৭ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কাকে ২৭১ রানে অল আউট করে ইনিংস ও ৫৩ রানে জয় ছিনিয়ে নেয় হামজারা।

# ডার্বি খেলার জন্য বাগানে : স্টুয়ার্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই :** চুক্তি হতে চলেছে থেকে সম্পন্ন হওয়া, সবটাই জানানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের। এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সরকারিভাবে গ্রেগ স্টুয়ার্টের সঙ্গে তাদের চুক্তির কথা জানাল।

ইতিমধ্যেই আইএসএলে ৫০ ম্যাচ খেলে ফেলা এই স্কটিশ ফরোয়ার্ডকে শুরু থেকেই পছন্দ ছিল নতুন কোচ হোসে মোলিনার। তিনি স্ট্রাইকার, উইঙ্গার এবং অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসাবে খেলতে পারেন বলেই তাঁকে আরও বিশেষ করে চেয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ। হুগো বৌমৌস ও জনি কাউকোকে ছেড়ে দেওয়ার পর মাঝমাঠে একজন ফুটবলার দরকার ছিল, যিনি বল ধরে খেলার পাশাপাশি গোলের বল বাড়াতে পারেন। দিমিত্রিস পেত্রাতোসের পাশাপাশি স্টুয়ার্টও এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া নিজেও গোল করায় দক্ষ গোল্ডেন বল জয়ী এই স্কটিশ। ওদেশের ডান্ডি এফসি, রেঞ্জার্স এফসি ও ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম সিটিতে খেলা স্টুয়ার্ট এদেশে আসেন ২০২১ সালে জামশেদপুরের হয়ে খেলতে। পরের মরশুমেই তিনি মুম্বই সিটি এফসি-তে যোগ দিয়ে লিগ-শিল্ড জেতেন। গত মরশুমে অবশ্য হঠাৎই তিনি দল ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়ে ওদেশে খেললেও ফর্ম ফিরে পাচ্ছিলেন না। এবার শিল্ডজয়ী মোহনবাগানে এসে তাঁর হারানো ফর্ম ফেরে কি না সেটাই দেখার।

গত বছর ডিসেম্বরে মুম্বই ফুটবল এরিনায় প্রথমে গোল ও পরে গোলের বল বাড়িয়ে মোহনবাগানকে হারানো স্টুয়ার্ট এবার সবুজ-মেরুন শিবিরে যোগ দিয়ে বলেছেন, ‘কলকাতাকে ভারতীয় ফুটবলের মক্কা বলে। তাই এখানে খেলার খুবই ইচ্ছা ছিল। এদেশের ফুটবল এখন আমার চেনা। মোহনবাগানের মতো ঐতিহ্যশালী ও ভারতসেরা ক্লাবের জার্সি পরার রোমাঞ্চই আলাদা। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট আমাকে সেই সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। এখানকার সমর্থকদের আবেগ দেখে এটুকু বলতে পারি, ওঁরা এদেশের সেরা। আমার লক্ষ্য নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে আবার চ্যাম্পিয়ন ও সমর্থকদের খুশি করা।’ তিনি যে ডার্বি খেলতেও প্রবল আগ্রহী সেটা তাঁর বক্তব্যেই বোঝা যায়, ‘যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডার্বি খেলার ইচ্ছাও আমার এই ক্লাবে সই করার অন্যতম কারণ। এশিয়ার অন্যতম সেরা ম্যাচ এই ডার্বি। ভারতে অনেক কঠিন ম্যাচ জিতেছি। কিন্তু ডার্বি খেলিনি।’ বিদেশিরা কবে আসছেন তা অবশ্য এখনও জানায়নি মোহনবাগান। তবে ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে মোলিনা প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছেন বলে জানানো হয়েছে।

*মোহনবাগানে সই করার পর গ্রেগ স্টুয়ার্টের এই ছবি পোস্ট করলেন সমর্থকরা।*

# লাল-হলুদ আবেগে বরণ জিকসনকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই :** শুক্রবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের বিরতির সময় টানেল থেকে কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাতকে সঙ্গে নিয়ে জিকসন সিং বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখার জন্যই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকরা। থাইল্যান্ডে চলা কেরালা ব্লাস্টার্সের শিবির ছেড়ে বৃহস্পতিবার ভোরেই শহরে পা রাখেন তিনি। এদিন ৪ বছরের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে তাঁকে সই করানোর কথা ঘোষণা করে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। সেইসঙ্গে ম্যাচের বিরতিতে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে আত্মপ্রকাশও হয় জিকসনের। ৬ নম্বর জার্সি তাঁর হাতে তুলে দেন লাল-হলুদের প্রফেসর। জার্সি পরে লোগোয় স্নেহের চুম্বন দিয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে এই ডিফেন্সিভ মিডিও যেন বোঝানোর চেষ্টা করেন, ‘আমি এসে গিয়েছি। আর কোনও চিন্তা নেই।’ পরে কোয়াদ্রাতকে নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণও করেন তিনি। তখন ‘জিকসন, জিকসন’ চিৎকারে উত্তাল গ্যালারি।

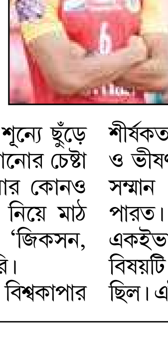

২০২০ সালে কোস্টারিকান বিশ্বকাপার জনি অ্যাকোস্টার পর কাউকে এইভাবে অভ্যর্থনা জানানো হল। সমর্থকদের আবেগে আপ্লুত জিকসনের কথায়, ‘কলকাতায় এমন রাজকীয় অভ্যর্থনার আশা করিনি। এমন ক্লাব অন্ত প্রাণ সমর্থকদের জন্য খেলার স্বপ্ন সব ফুটবলারেরই থাকে। গ্যালারিতে নিজের নামের জয়ধ্বনি শোনার সময় শিহরণ জাগছিল।’

জিকসনকে নিয়ে কোয়াদ্রাতের কথায়, ‘মাঝমাঠে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্যই জিকসনকে নেওয়া হয়েছে। ওর হাতে ভবিষ্যতে দলের নেতৃত্বের ব্যাটনও উঠতে পারে।’

এদিকে দুই দিনের ব্যবধানে দুই প্রধানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবর্ধনাকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এর জন্য সৌরভকেই দুষে লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, ‘জানি ও ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু মোহনবাগানও যে ওকে সম্মান জানাচ্ছে, সেটা আমাদের জানাতে পারত। তাহলে আমরা বিকল্প পথ ভাবতাম। একইভাবে আমাদের সংবর্ধনা দেওয়ার বিষয়টি ওর মোহনবাগানকেও জানানো উচিত ছিল। এটা করলে এত বিতর্ক তৈরি হত না।’

# পুলিশকে হাফডজন গোল, শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

**ইস্টবেঙ্গল এফসি– ৬ (জেসিন – ২, সায়ন, বিষ্ণু, শ্যামল, আমন)**
**পুলিশ এসি– ০**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই :** দাপটের সঙ্গে জয়ের সরণিতে ফিরল ইস্টবেঙ্গল এফসি। শেষ ম্যাচে কাস্টমসের বিরুদ্ধে আটকে যাওয়ার পর শুক্রবার গ্রুপের লাস্টবয় পুলিশ এসি-কে হাফডজন গোল দিল তারা। শুধু তাই নয়, এই বড় জয়ের সঙ্গে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপশীর্ষে উঠে এল লাল-হলুদ ব্রিগেড। সমসংখ্যক ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যের ভিত্তিতে দুইয়ে ভবানীপুর ক্লাব। তাদের থেকে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তৃতীয় স্থানে কলকাতা পুলিশ ক্লাব।

কাস্টমসের বিরুদ্ধে প্রচুর সুযোগ তৈরি করলেও গোল পায়নি ইস্টবেঙ্গল। তাই এদিন শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার জন্য সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিভি বিষ্ণুকে প্রথম একাদশে রাখেন ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। তাঁর পরিকল্পনা চূড়ান্ত সফল। প্রথমার্ধে দুইজনেই গোল পান। ১৭ মিনিটে বক্সের বাঁ দিক দিয়ে সায়নের আড়াআড়ি শট গোলরক্ষকের ভুলে জালে জড়ায়। ৪১ মিনিটে তন্ময় দাসের থ্রু থেকে বাঁ পায়ের প্লেসিংয়ে গোল করেন বিষ্ণু।

দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে ওঠেন জেসিন টিকে। ৬৪ মিনিটে শ্যামল বেসরাকে গোল করার জন্য বল প্লেটে সাজিয়ে দেন তিনি। এর দুই মিনিটের মধ্যে সঞ্জীব ঘোষের সেন্টারে পা ছুঁইয়ে নিজের গোলের খাতা খোলেন। ৭২ মিনিটে সায়নের সেন্টার থেকে ফের জেসিনের গোল। ৮৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক করতেই পারতেন। কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়েও সতীর্থ আমন সিকে-কে পাস বাড়ান তিনি। যেন ডার্বিতে গোলের অ্যাসিস্টটি করার জন্য আমনকে ধন্যবাদ জানালেন জেসিন। ম্যাচের শেষদিকে গোড়ালিতে গুরুতর চোট পান সায়ন। ফিজিওদের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি।

## চুক্তি-কমিটি গঠন নিয়ে চাপে কল্যাণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই :** মানিকতলায় বিরাট ব্যবধানে হারের পর এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায়ও সমস্যায় পড়তে পারেন কল্যাণ চৌবে। তাঁর কাছে একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তোলার সম্ভাবনা কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের।

শনিবার সমিতির সভায় সদস্যরা সম্ভবত সভাপতির কাছে জানতে চাইবেন, কেন এমআরএ (মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট) নিয়ে কমিটি গঠনের বিষয়টি পাশ হয়ে যাওয়ার ৪৫ দিন পরেও তা তৈরি করা গেল না? এই চুক্তি এআইএফএফ এবং তাদের বাণিজ্যিক সহযোগী এফএসডিএলের মধ্যে ২০১০ সালে সম্পাদিত হয়। যা শেষ হয়ে যাবে আগামী বছর ডিসেম্বরে। এফএসডিএল মোটামুটিভাবে ৫০ কোটি টাকা করে দেয় ফেডারেশনকে। নতুন করে চুক্তির বিষয়টি কী হবে, তা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি করার উপরে কয়েকজন সদস্য তখনই জোর দেন। এই বিষয়ে এফএসডিএলের সঙ্গে বসার আগে আইনজ্ঞদের সঙ্গে বসে চুক্তির বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার কথাও বলা হয় সেই সভায়। কিন্তু সেই কমিটি সভাপতি আর তৈরি করেনি বলে সমিতির সদস্যরাই জানাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ফেডারেশনের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট খারাপ। তাই এই বিষয়গুলিতে এফএসডিএল কী ভাবছে, সেটাও জানতে চায় কার্যনির্বাহী সমিতি। এই বিষয়ে এফএসডিএল-ও নাকি কমিটি গঠনের পক্ষে। তাতে আলোচনার এবং কী কী বিষয়ে সমস্যা তাও বুঝতে সুবিধা হবে বলে রিলায়েন্সের ভারপ্রাপ্তরা মনে করছেন।

বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার
**লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে**

বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার
**ইন্দুমতী কাথিরেসান**

প্রতিশ্রুতিবান পুরুষ ফুটবলার
**ডেভিড লালহালানসাঙ্গা**

প্রতিশ্রুতিবান মহিলা ফুটবলার
**নেহা**

বর্ষসেরা পুরুষ কোচ
**খালিদ জামিল**

বর্ষসেরা মহিলা কোচ
**শুক্লা দত্ত**

*ভাঙছে পাকিস্তান। উল্লাস রিচা ঘোষ, পূজা বস্ত্রকার, জেমিমা রডরিগেজদের।*

# শুরুতেই রিচাদের পাকিস্তান জয়

**ডাম্বুলা, ১৯ জুলাই :** এশিয়া কাপে মোট ৬ বারের সাক্ষাতে ৫ বারই পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। সেই ধারা বজায় রাখলেন স্মৃতি মান্ধানা-দীপ্তি শর্মারা। প্রথমে বোলারদের দাপটে পাকিস্তান অল আউট হল ১০৮ রান। ব্যাট করতে নেমে ঝোড়ো শুরু করেন দুই ভারতীয় ওপেনিং ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা (৩১ বলে ৪৫) ও শেফালি ভার্মা (২৯ বলে ৪০)। তাঁদের গড়া ভিতে দাঁড়িয়ে ভারত ১৪.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। শেষবেলায় তিনটি উইকেট হারালেও ভারতের জয় কখনও অনিশ্চিত ছিল না।

এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের একমাত্র জয় এসেছিল ২০২২ সালে সিলেটে। সেই জয়ের কথা মনে করিয়ে ম্যাচের আগে পাকিস্তান অধিনায়ক নিদা দার বলেছিলেন, ‘শেষ ম্যাচে ভারতকে হারানোটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে।’ যদিও বাস্তবে তার ছিঁটেফোটাটুকু দেখা যায়নি পাক-ব্যাটিংয়ে। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় পাকিস্তান। নিজের প্রথম ও দ্বিতীয় ওভারেই দুই ওপেনারকেই সাজঘরে ফেরান পূজা বস্ত্রকার (৩১/২)। শর্ট পিচ বলে গুল ফিরোজা (৫) ও মুনিবা আলিকে

*১৪ রানে ২ উইকেট নিলেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল।*

(১১) আউট করেন তিনি। সিদরা আমিনের (২৫) লড়াইও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তাঁকে তুলে নেন রেণুকা সিং (১৪/২)। মিডল অর্ডারে ধাক্কা দেন দীপ্তি শর্মা (২০/৩)। তাঁর ১৭তম ওভারে এক রান আউট সহ তিন উইকেট পড়ে পাক দলের। সেই ওভারেই নাসারা সান্ধুর ক্যাচ ধরেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। বিপজ্জনক তুবা হাসানকেও (২২) ফেরান দীপ্তি। ফাতিমা সানার (অপরাজিত ২২) প্রচেষ্টায় পাকিস্তান কোনও ক্রমে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছায়।

## রীশিকার পাশে যুবি

**কলকাতা, ১৯ জুলাই :** কলকাতার নিউটাউনের ৪ বছরের মেয়ে রীশিকা সরকারের বাবার সঙ্গে গলি ক্রিকেট খেলার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। যা চোখে পড়ে যুবরাজ সিংয়েরও। এরপরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন মার্লিন রাইজ যুবরাজ সিং সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের

*মার্লিন রাইজের পক্ষ থেকে রীশিকার হাতে স্পনসরশিপ তুলে দেওয়া হচ্ছে।*

পক্ষ থেকে রীশিকার পড়া ও খেলার স্পনসর করবেন। টি২০ বিশ্বকাপের সময়ই এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। রীশিকার প্রশংসা করেছেন সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কোচ সত্যেন্দ্র সিং। বলেছেন, ‘রীশিকার খেলার স্টাইল একেবারে পেশাদার ক্রিকেটারদের মতো।’

## পালটা লড়াই উইন্ডিজের

**নটিংহ্যাম, ১৯ জুলাই :** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কাভেম হজ ১২০ ও অলীক আথাঞ্জে ৮২ রানে আউট হয়েছেন। এই দুই ক্যারিবিয়ান ব্যাটার চতুর্থ উইকেট জুটিতে ১৭৫ রান যোগ করেন। দিনের শুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে আসেন অধিনায়ক ক্রেগ ব্রেথওয়েট ও মিখাইল লুইস। লুইস ২১ ও ব্রেথওয়েট ৪৮ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। দ্বিতীয়দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দাঁড়িয়ে ৫ উইকেটে ৩৫১ রানে। এদিন মার্ক উড ঘরের মাঠে ইংরেজ পেসারদের মধ্যে টেস্টে বলের গতির নিরিখে দ্রুততম ওভার করলেন। ৯৪.৪ মাইল গড় গতিতে তিনি ওভারটি সম্পূর্ণ করেন।